প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ

লূকের লেখা অন্য পুস্তক

1 প্রিয় থিয়ফিল, আমার প্রথম বইটিতে যীশু যে সব
কাজ করেছিলেন, ও শিক্ষা দিয়েছিলেন তার বিবরণ
ছিল। 2আমি যা লিখেছি, তাতে শুরু থেকে তাঁর
স্বর্গারোহণের দিন পর্যন্ত তিনি যা করেছিলেন এবং
শিখিয়েছিলেন তার সব বিবরণ আছে। স্বর্গারোহণের
পূর্বে যীশু তাঁর মনোনীত প্রেরিতদের, পবিত্র আত্মার
সাহায্যে তাদের কি করণীয়, তা জানিয়েছিলেন। 3মৃত্যুর
পর যীশু, তাঁর প্রেরিতদের কাছে দেখালেন যে তিনি
জীবিত এবং অনেক পরাক্রম কার্য সাধন করে তিনি
এর প্রমাণ দিলেন। মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর
পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রেরিতরা যীশুকে
বহুবার দেখেছিলেন। এই সময়ে যীশু তাঁদের ঈশ্বরের
রাজ্যের বিষয়ে নানা কথা বলেছিলেন। 4আর এক সময়
যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে আহার করছিলেন, তখন আদেশ
দিয়েছিলেন, যেন তারা জেরুশালেম ছেড়ে না যান।
যীশু বলেছিলেন, "পিতা তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন, যে বিষয়ে এর আগেও আমি তোমাদের
জানিয়েছিলাম, তোমরা সেই প্রতিশ্রুত বিষয় পাবার
অপেক্ষায় জেরুশালেমে থেকো। 5কারণ যোহন জলে
বাপ্তাইজ করতেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তোমরা
পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে।"

যীশুকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হল

6এরপর প্রেরিতেরা একত্র হয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস
করলেন, "প্রভু, এই সময় আপনি কি ইস্রায়েলকে তাঁদের
রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?"

7তিনি তাঁদের বললেন, "পিতা নিজেই কেবল সময়
ও তারিখগুলি নির্ধারণ করেন, এসব বিষয় তোমরা
জানতে পারবে না; 8কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তোমাদের
কাছে আসবেন, তখন তোমরা শক্তি পাবে আর তোমরা
আমার সাক্ষী হবে। লোকদের কাছে তোমরা আমার
কথা বলবে। প্রথমে তোমরা জেরুশালেমের লোকদের
কাছে সাক্ষ্য দেবে তারপর সমগ্র যিহূদিয়া ও শমরিয়ায়
এমনকি জগতের শেষ সীমানা পর্যন্ত সর্বত্র তোমরা
আমার কথা বলবে।"

9এই কথা বলার পর প্রেরিতদের চোখের সামনে
তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হোল। আর এক খানা
মেঘ তাঁকে তাদের দৃষ্টির আড়াল করে দিল। 10যীশু
যখন যাচ্ছেন, আর প্রেরিতেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে
আছেন, ঠিক সেই সময় সাদা ধবধবে পোশাক পরা দুই
ব্যক্তি তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

11সেই দুই ব্যক্তি প্রেরিতদের বললেন, "হে গালীলের
লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন?
এই যে যীশু, যাঁকে তোমাদের সামনে থেকে স্বর্গে তুলে
নেওয়া হোল, তাঁকে যে ভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে
দেখলে, ঠিক সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

এক নতুন প্রেরিতের মনোনয়ন

12এরপর তাঁরা জৈতুন পর্বতমালা থেকে নেমে
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। জেরুশালেম থেকে
পাহাড়টির দূরত্ব ছিল এক বিশ্রামবারের পথ অর্থাৎ
প্রায় আধ মাইল । 13এরপর প্রেরিতেরা শহরে প্রবেশ
করে তাঁরা যে বাড়িতে থাকতেন, তার উপরের তলার
কামরায় গেলেন। এই প্রেরিতদের নাম ছিল: পিতর,
যোহন, যাকোব, আন্দ্রিয়, ফিলিপ, থোমা, বর্থলময়,
মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, শিমোন যাকে দেশ-
ভক্ত বলা হোত, এবং যাকোবের ছেলে যিহূদা।

14প্রেরিতেরা সকলেই একসঙ্গে সেখানে একই
উদ্দেশ্যে সর্বদা প্রার্থনা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে
ছিলেন কয়েকজন স্ত্রীলোক, যীশুর মা মরিয়ম ও তাঁর
ভাইয়েরা।

15ঐ দিনগুলিতে যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা একত্রিত হয়ে
প্রার্থনা করছিলেন, সেখানে প্রায় এক'শ কুড়ি জন
উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,
16-17"ভাইয়েরা যিহূদা সম্পর্কে পবিত্র আত্মা দায়ূদের
মুখ দিয়ে যে কথা বহুপূর্বেই বলেছিলেন, শাস্ত্রের সেই
কথা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যিহূদাই সেই ব্যক্তি
যে যীশুর গ্রেপ্তারকারীদের পরিচালনা দিয়েছিল। যিহূদা
ছিল আমাদেরই একজন, সে আমাদের পরিচর্যা কাজের
সহভাগীও ছিল।"

18এই লোক তার এই অন্যায় কাজের দ্বারা অর্থ
রোজগার করে তাই দিয়ে এক টুকরো জমি কিনেছিল;
কিন্তু সে মাথাটা নিচু করে মাটিতে পড়ল, আর তার
পেট ফেটে ভেতরের নাড়ী-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়ল।

19যারা জেরুশালেমে বাস করে, তারা সকলেই
একথা জানে। তাই সেই জমিটিকে তাদের ভাষায়
বলে হকলদামা যার অর্থ, "রক্তের ভূমি।"

20বাস্তবিক, "গীতসংহিতায় লেখা আছে:

'তার গৃহ যেন পরিত্যক্ত হয়; কেউ যেন তার মধ্যে
বাস না করে!' *গীতসংহিতা 69:25*

আরও লেখা আছে:

'আর অন্য কেউ তার স্থান দখল করুক।'
গীতসংহিতা 109:8

21-22তাই যোহন যখন বাপ্তাইজ করতে শুরু করেন, সেই সময় থেকে প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের সময় পর্যন্ত যতদিন প্রভু যীশু আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেই দিনগুলিতে যারা সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকতেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে আমাদের মনোনীত করা প্রয়োজন। যে আমাদের দলে যোগদান করবে, তাঁকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।"

23তখন প্রেরিতেরা দুজন লোককে উপস্থিত করলেন, যোষেফ যাকে বার্শব্বা বলে ডাকে যার অপর নাম যুষ্ট আর মত্তথিয়কে। 24-25এরপর তারা প্রার্থনা সহকারে বললেন, "প্রভু, তুমি সকলের অন্তঃকরণ জান। এই দুজনের মধ্যে কাকে তুমি মনোনীত করেছ তা আমাদের দেখিয়ে দাও। যিহূদা তার নিজের জায়গায় যাবার জন্য প্রেরিতরূপে এই সেবার কাজ ত্যাগ করে গেছে, তার জায়গায় কাকে তুমি মনোনীত করেছ তা আমাদের দেখাও!" 26এরপর তাঁরা ঐ দুজনের জন্য ঘুঁটি চাললেন আর মত্তথিয়ের নাম উঠল। এইভাবে তিনি এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে প্রেরিত বলে গণ্য হলেন।

পবিত্র আত্মার আগমন

2 এরপর পঞ্চাশত্তমীর দিনটি এল, সেই দিনটিতে প্রেরিতেরা সকলে একই জায়গায় সমবেত ছিলেন। 2সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের মত প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনা গেল; আর যে ঘরে তাঁরা বসেছিলেন, সেই ঘরের সর্বত্র তা ছড়িয়ে গেল। 3তাঁরা তাঁদের সামনে আগুনের শিখার মতো কিছু দেখতে পেলেন, সেই শিখাগুলি তাদের উপর ছড়িয়ে পড়ল ও পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের প্রত্যেকের উপর বসল। 4তাঁরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন আর ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। পবিত্র আত্মাই তাদের এইভাবে কথা বলার শক্তি দিলেন।

5সেই সময় প্রত্যেক জাতির থেকে ধার্মিক ইহুদীরা এসে জেরুশালেমে বাস করছিল। 6সেই শব্দ শুনে বহুলোক সেখানে এসে জড়ো হোল। তারা সকলে হতবাক হয়ে গেল, কারণ প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের ভাষায় প্রেরিতদের কথা বলতে শুনছিল। 7এতে তারা আশ্চর্য হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, "দেখ! এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা সকলে গালীলের লোক নয় কি! 8তবে আমরা কেমন করে ওদের প্রত্যেককে আমাদের নিজের নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে শুনছি? 9এখানে আমরা যারা আছি, আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক: পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয়, মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া, কাপ্পাদকিয়া, পন্ত, আশিয়া, ফরুগিয়া, পাম্ফুলিয়া ও মিশর, 10কুরীনীর লুবিয়ার কাছে কিছু অঞ্চলের লোক, রোম থেকে এসেছে এমন অনেক লোক এবং ইহুদী বা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত অনেকে। 11ক্রীতীয় ও আরবীয় আমরা সকলেই আমাদের মাতৃভাষায় ঈশ্বরের মহাপরাক্রান্ত কাজের বর্ণনা এদের মুখে শুনছি।" 12তারা হতবুদ্ধি হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "এর অর্থ কি?" 13কিন্তু অন্য লোকেরা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলতে লাগল, "ওরা দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়েছে।"

পিতরের বক্তব্য

14তখন পিতর ঐ এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে আমার ইহুদী ভাইয়েরা, আজ জেরুশালেমে যত লোক বাস করেন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের এর অর্থ জানা দরকার। 15আপনারা যা মনে করছেন তা নয়, এই লোকেরা কেউ মাতাল নয়, কারণ এখন মাত্র সকাল ন'টা! 16কিন্তু ভাববাদী যোয়েল এবিষয়েই বলেছেন,

17 'ঈশ্বর বলছেন:

শেষের দিনগুলিতে এরকমই হবে; শেষকালে আমি
সকল লোকের উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব, তাতে
তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভাববাণী বলবে, তোমাদের
যুবকেরা দর্শন পাবে, আর তোমাদের বৃদ্ধ লোকেরা
স্বপ্ন দেখবে।
18হ্যাঁ, আমি আমার সেবকদের, স্ত্রী ও পুরুষ সকলের
উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব, আর তারা ভাববাণী
বলবে।
19আমি উর্দ্ধে আকাশে বিস্ময়কর সব লক্ষণ দেখাবো
ও নীচে পৃথিবীতে নানা অদ্ভুত চিহ্ন, রক্ত, আগুন ও
ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখাবো।
20প্রভুর সেই মহান ও মহিমাময় দিন আসার আগে,
সূর্য কালো ও চাঁদ রক্তের মতো লাল হয়ে যাবে।
21আর যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সে উদ্ধার
পাবে।'

যোয়েল 2:28-32

22"হে ইহুদী ভাইয়েরা, একথা শুনুন: নাসরতীয় যীশুর দ্বারা ঈশ্বর বহু অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ দিয়েছেন যে তিনি সেই ব্যক্তি যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন; আর আপনারা এই ঘটনাগুলি জানেন। 23যীশুকে আপনাদের হাতে সঁপে দেওয়া হোল, আর আপনারা তাঁকে হত্যা করলেন। মন্দ লোকদের দিয়ে আপনারা তাঁকে ক্রুশের উপর পেরেক বিদ্ধ করলেন। ঈশ্বর জানতেন যে এসব ঘটবে; আর তাই ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যা তিনি বহুপূর্বেই নিরূপণ করেছিলেন।

24যীশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন; কিন্তু ঈশ্বর সেই বিভীষিকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলে আনলেন। মৃত্যু যীশুকে তার কবলে রাখতে সক্ষম হোল না। 25কারণ দায়ূদ যীশুর বিষয়ে বলেছিলেন:

'আমি প্রভুকে সব সময়ই আমার সামনে দেখেছি;
আমাকে স্থির রাখতে তিনি আমার ডানদিকে অবস্থান
করছেন।

26এইজন্য আমার অন্তর আনন্দিত, আর আমার
জিভ উল্লাস করে। আমার এই দেহও প্রত্যাশায় জীবিত
থাকবে।
27কারণ তুমি আমার প্রাণ মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ
করবে না। তুমি তোমার পবিত্র ব্যক্তিকে ক্ষয় পেতে
দেবে না।
28তোমার সান্নিধ্যে আমার জীবন তুমি আনন্দে
ভরিয়ে দেবে।' *গীতসংহিতা 16:8-11*

29"আমার ভাইয়েরা, আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ
দায়ূদের বিষয়ে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে,
তিনি মারা গেছেন ও তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে, আর
আজও তাঁর কবর আমাদের মাঝে আছে। 30কিন্তু তিনি
একজন ভাববাদী ছিলেন এবং জানতেন ঈশ্বর শপথ
করে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশের
একজনকে তাঁরই মতো রাজা করে সিংহাসনে বসাবেন।
31পরে কি হবে তা আগেই জানতে পেরে দায়ূদ যীশুর
পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছিলেন:
'তাঁকে মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ করা হয় নি বা তাঁর
দেহ কবরের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নি।'
32কিন্তু ঈশ্বর মৃত্যুর পর যীশুকেই পুনরুত্থিত
করেছেন; আর আমরা সকলে এই ঘটনার সাক্ষী আছি।
আমরা সকলে তাঁকে দেখেছি। 33যীশুকে স্বর্গে তুলে
নেওয়া হল; এখন যীশু ঈশ্বরের কাছে তাঁর ডানদিকে
অবস্থান করছেন। পিতা যীশুকে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন,
পিতা তাঁকে সেই পবিত্র আত্মা দেবার প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন। এখন যীশু সেই পবিত্র আত্মাকে ঢেলে
দিলেন, তোমরা এখন তাই দেখছ ও শুনছ। 34কারণ
দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন নি, আর তিনি নিজে একথা
বলছেন,
'প্রভু (ঈশ্বর) আমার প্রভুকে বলছেন:
35যে পর্যন্ত না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পা
রাখার জায়গায় পরিণত করি, তুমি আমার ডানদিকে
বস।' *গীতসংহিতা 110:1*

36"তাই ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবার নিশ্চিতভাবে
জানুক যে যাঁকে আপনারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন, সেই
যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন!"
37লোকেরা এই কথা শুনে খুবই দুঃখিত হল। তারা
পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদের বলল, "ভাইয়েরা, আমরা
কি করব?"
38পিতর তাঁদের বললেন, "আপনারা মন-ফিরান,
আর প্রত্যেকে পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে
বাপ্তাইজ হোন, তাহলে আপনারা দানরূপে এই পবিত্র
আত্মা পাবেন। 39কারণ এই প্রতিশ্রুতি আপনাদের জন্য,
আপনাদের সন্তানদের জন্য আর যারা দূরে আছে
তাদেরও জন্য। আমাদের ঈশ্বর প্রভু তাঁর নিজের কাছে
যাদের ডেকেছেন, এই দান তাদের সকলের জন্য।"
40পিতর তাঁদের আরো অনেক কথা বলে সাবধান
করে দিলেন; তিনি তাঁদের অনুনয়ের সুরে বললেন,
"বর্তমান কালের মন্দ লোকদের কাছ থেকে নিজেদের
বাঁচান!" 41যাঁরা পিতরের কথা গ্রহণ করলেন, তাঁরা
বাপ্তিস্ম নিলেন। এর ফলে সেদিন কম বেশী তিন
হাজার লোক খ্রীষ্টবিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত হলেন।
42বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হয়ে মনোযোগের সঙ্গে
প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। বিশ্বাসীবর্গ নিজেদের
মধ্যে সব কিছু ভাগ করে নিতেন এবং একই সঙ্গে
আহার ও প্রার্থনা করতেন।

বিশ্বাসীবর্গের সহভাগিতা

43প্রেরিতরা অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ
করতে লাগলেন; প্রত্যেকের অন্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
গভীর ভক্তি ছিল। 44বিশ্বাসীরা সকলে একসঙ্গে থাকতেন
এবং সবকিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। 45তাঁরা
তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, যার যেমন
প্রয়োজন সেই অনুসারে ভাগ করে নিতেন। 46তারা
প্রতিদিন মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে একত্রিত হতেন, একই
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা সেখানে যেতেন। তাঁরা
তাঁদের বাড়িতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন আর
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ
করতেন। 47বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন, আর
সকলেই তাঁদের ভালোবাসতেন। প্রতিদিন অনেকে
উদ্ধার লাভ করছিলেন, আর যাঁরা উদ্ধার লাভ করছিলেন
তাদেরকে প্রভু বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত করতে থাকলেন।

খোঁড়া লোককে পিতর আরোগ্য করলেন

3 একদিন পিতর ও যোহন মন্দিরে গেলেন, তখন
বেলা প্রায় তিনটে। এই সময়েই মন্দিরে প্রতিদিন
প্রার্থনা হোত। 2যখন তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গণে যাচ্ছিলেন,
সেখানে একটা লোককে দেখা গেল। সে জন্ম থেকেই
খোঁড়া, চলতে পারত না। তার বন্ধুরা প্রতিদিন তাকে
মন্দির চত্বরে বয়ে নিয়ে আসত আর, মন্দিরের 'সুন্দর'
নামে যে ফটক আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে
রাখত। যারা মন্দিরে ঢুকত, সে তাদের কাছে কিছু
অর্থ ভিক্ষা চাইত। 3সেদিন এই লোকটা পিতর ও
যোহনকে মন্দিরে ঢুকতে দেখে তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা
চাইতে লাগল। 4পিতর ও যোহন সেই খোঁড়া লোকটির
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, "আমাদের দিকে তাকাও!"
5সেই লোকটা তখন কিছু অর্থ পাবার আশায় তাঁদের
দিকে তাকালো। 6কিন্তু পিতর তাকে বললেন, "আমার
কাছে সোনা বা রূপো নেই, আমার কাছে যা আছে
আমি তোমাকে তাই দিচ্ছি। নাসরতীয় যীশুর নামে
তুমি উঠে দাঁড়াও ও হেঁটে বেড়াও।" 7এই বলে পিতর
তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে সে
তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল পেল, 8আর লাফিয়ে
উঠে দাঁড়াল ও চলতে লাগল। তারপর সে তাদের
সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে সেখানে হেঁটে লাফিয়ে ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে লাগল। 9-10লোকেরা দেখল সেই লোকটি
হাঁটছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। তারা চিনতে পারল
মন্দিরের 'সুন্দর' নামে ফটকের সামনে বসে ভিক্ষা

করত যে লোক, সেই লোকই হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। ঐ লোকটির জীবনে যা ঘটেছে তা দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, তারা বুঝে উঠতে পারল না এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কি করে ঘটল।

পিতরের সাক্ষ্য

11লোকটা পিতর ও যোহনকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল; তাই সকলেই এই লোকটির সুস্থতা দেখে আশ্চর্য হয়ে শলোমনের বারান্দায় পিতর ও যোহনের কাছে দৌড়ে এল। 12এই দেখে পিতর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে আমার ইহুদী ভাইয়েরা, আপনারা এতে আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? আপনারা আমাদের দিকে এমনভাবে দেখছেন, যেন আমরা নিজেদের ক্ষমতার গুণে একে চলবার শক্তি দিয়েছি। আপনারা কি মনে করেন যে আমরা খুব ধার্মিক, তাই এই কাজ করতে পেরেছি? 13না! ঈশ্বরই একাজ করেছেন। তিনি অব্রাহামের, ইস্হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, তিনিই তাঁর দাস যীশুকে মহিমান্বিত করেছেন। এই যীশুকেই আপনারা মৃত্যুদণ্ডের জন্য শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেদিন পীলাত যখন তাঁকে ছেড়ে দেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন আপনারা তাঁকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। আপনারা বলেছিলেন, যীশুকে আপনারা চান না। 14আপনারা সেই পবিত্র ও নির্দোষ ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর বদলে একজন খুনীকে আপনাদের জন্য ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। 15যিনি জীবনদাতা, আপনারা তাঁকে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। আমরা এসবের সাক্ষী। 16এই যীশুর পরাক্রমেই এই খোঁড়াটি সুস্থতা লাভ করেছে। এসব ঘটেছে কারণ আমরা যীশুর ক্ষমতায় বিশ্বাস করেছি। আপনারা এই লোকটিকে দেখেছেন ও তাকে চেনেন। যীশুর উপর নির্ভর করায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে; নিজ চক্ষে আপনারা তা দেখেছেন।"

17"এখন আমার ভাইয়েরা, আমি জানি যে অজ্ঞতা বশতঃই আপনারা এমন কাজ করেছিলেন; আর আপনাদের নেতারাও তাই করেছিলেন। 18কিন্তু ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কথা যা জানিয়েছেন, সে সবই তিনি এইভাবে পূর্ণ করেছেন। 19তাই আপনারা মন-ফিরিয়ে নিন এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুন, যেন আপনাদের পাপ মুছে দেওয়া হয়। 20এইভাবে যেন প্রভুর কাছ থেকে আত্মিক বিশ্রামের সময় আসে; আর তিনি যেন আপনাদের জন্য আগেই যে খ্রীষ্টকে মনোনীত করেছেন সেই যীশুকে পাঠান। 21যতক্ষণ পর্যন্ত না সব কিছু পুনঃস্থাপন হয়–যা বহুপূর্বে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দিয়ে বলেছেন, ততক্ষণ খ্রীষ্টকে অবশ্যই স্বর্গে থাকতে হবে। 22কারণ মোশি বলেছেন, 'প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করবেন। তিনি তোমাদের যা যা বলবেন, তোমরা তাঁর সকল কথা শুনবে। 23যে কেউ তাঁর কথা না শুনবে, সে লোকদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবে।'* 24হ্যাঁ, সমস্ত ভাববাদী এমনকি শমূয়েল ও তার পরে যে সকল ভাববাদী এসেছেন তাঁরা সকলে এই দিনের কথা বলে গেছেন। 25আপনারা তো ভাববাদীদের বংশধর, আপনারা ঈশ্বরের সেই চুক্তির উত্তরাধিকারী, যে চুক্তি ঈশ্বর আপনাদের পিতৃপুরুষের সাথে করেছিলেন। তিনি তো অব্রাহামকে বলেছিলেন, 'তোমার বংশ দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতিই আশীর্বাদ লাভ করবে।'* 26ঈশ্বর তাঁর দাসকে পুনরুত্থিত করে প্রথমে তাঁকে আপনাদের কাছেই পাঠালেন, যেন আপনাদের প্রত্যেককে মন্দ থেকে ফিরিয়ে এনে আশীর্বাদ করতে পারেন।

ইহুদী মহাসভার সামনে পিতর ও যোহন

4 পিতর ও যোহন যখন লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন মন্দির থেকে ইহুদী যাজকরা, মন্দিরের রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি ও সদ্দূকীরা তাঁদের কাছে এসে হাজির হোল। 2পিতর ও যোহন লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে লোকদের কাছে বলছিলেন বলে ঐ লোকেরা বিরক্ত হয়েছিল। 3তারা পিতর ও যোহনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ও পরের দিন পর্যন্ত তাদের কারাগারে রাখল; কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। 4কিন্তু অনেকে যারা পিতর ও যোহনের মুখ থেকে সেই শিক্ষার পাঠ শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই যীশুর উপর বিশ্বাস করল। যারা বিশ্বাস করল, সেই বিশ্বাসীদের মধ্যে পুরুষ মানুষই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

5পরের দিন তাদের ইহুদী নেতারা, সমাজপতি ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা সকলে জেরুশালেমে জড়ো হলেন। 6সেখানে হানন মহাযাজক, কায়াফা, যোহন, আলেকসান্দর ও মহাযাজকের পরিবারের সব লোক ছিলেন। 7পিতর ও যোহনকে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে ইহুদী নেতারা প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কোন শক্তিতে বা অধিকারে এসব কাজ করছ?"

8তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের বললেন, "মাননীয় জন-নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিরা: 9একজন খোঁড়া লোকের উপকার করার জন্য যদি আজ আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে সে কিভাবে সুস্থ হল, 10তাহলে আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল লোক একথা জানুক, যে এটা সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে হল ! যাঁকে আপনারা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন, ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। হ্যাঁ, তাঁরই মাধ্যমে এই লোক আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 11যীশু হলেন

'সেই পাথর যাঁকে রাজমিস্ত্রিরা অর্থাৎ আপনারা অগ্রাহ্য করে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই এখন কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠেছেন।' *গীতসংহিতা 118:22*

'প্রভু ... হবে' দ্বি বি 18:15,19

'তোমার ... করবে' আদি 22:18; 26:24

12যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে
পারেন। জগতে তাঁর নামই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে
উদ্ধার করতে পারে।"
13পিতর ও যোহনের নির্ভীকতা দেখে ও তাঁরা যে
লেখাপড়া না জানা সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পেরে
পর্ষদ আশ্চর্য হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারল যে
পিতর ও যোহন, যীশুর সঙ্গে ছিলেন। 14যে লোকটি
সুস্থ হয়েছিল, সে পিতর ও যোহনের সঙ্গে আছে
দেখে পর্ষদ কিছুই বলতে পারল না। 15তারা পিতর ও
যোহনকে সভাকক্ষ থেকে বাইরে যেতে বলল। তাঁরা
বাইরে গেলে নেতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে
বলল, 16"এই লোকদের নিয়ে কি করা যায়? কারণ
এটা ঠিক যে ওরা যে উল্লেখযোগ্য অলৌকিক কাজ
করেছে তা জেরুশালেমের সকল লোক জেনে গেছে;
আর আমরাও একথা অস্বীকার করতে পারি না। 17কিন্তু
একথা যেন লোকদের মধ্যে আর না ছড়ায়, তাই এস
আমরা এদের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিই, যেন এই
লোকের নামের বিষয় উল্লেখ করে তারা কোন কথা না
বলে।" 18তাই তারা পিতর ও যোহনকে আবার ভেতরে
ডাকল; আর যীশুর নামে কোন কিছু বলতে বা শিক্ষা
দিতে নিষেধ করল। 19কিন্তু পিতর ও যোহন এর উত্তরে
তাদের বললেন, "আপনারাই বিচার করুন, ঈশ্বরের
বাক্যকে অমান্য করা বা আপনাদের বাধ্য থাকা কোন্‌টি
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক হবে? 20কারণ আমরা যা দেখেছি
ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারব না।"
21-22এরপর তারা পিতর ও যোহনকে আরো কিছুক্ষণ
শাসিয়ে ছেড়ে দিল। তারা ওদের শাস্তি দেবার মতো
কোন কিছুই পেল না, কারণ যা ঘটেছিল তা দেখে সব
লোক ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল। আর যে লোকটির
ওপর আরোগ্যদানের এই অলৌকিক কাজ হয়েছিল,
তার বয়স চল্লিশের ওপর ছিল।

বিশ্বাসীদের কাছে পিতর ও যোহনের প্রত্যাবর্তন

23পিতর ও যোহন ছাড়া পেয়ে নিজের লোকদের
কাছে ফিরে গেলেন; আর প্রধান যাজকগণ ও ইহুদী
নেতারা তাদের যা যা বলেছিলেন, সে সব কথা তাঁদের
বললেন। 24একথা শুনে বিশ্বাসীরা সকলে সমবেত কণ্ঠে
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা জানাল, "প্রভু,
আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র আর এসবের মধ্যে যা
কিছু আছে সে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তুমিই। 25তুমি
তোমার দাস আমাদের পিতৃপুরুষ দায়ূদের মুখ দিয়ে
পবিত্র আত্মার দ্বারা বলেছ :

'জাতিবৃন্দ কেন ক্রুদ্ধ হল? কেনই বা লোকেরা
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসার পরিকল্পনা করল?
26জগতের রাজারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, আর
শাসকেরা প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তাঁর খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে
এক হল।' *গীতসংহিতা 2:1-2*

27হ্যাঁ, এই শহরেই তোমার পবিত্র দাস যীশুর বিরুদ্ধে,
যাঁকে তুমি অভিষিক্ত করেছ তাঁর বিরুদ্ধে হেরোদ,
পন্তীয় পীলাত, ইহুদীরা ও অইহুদীরা এক হয়েছিল।
28তোমার শক্তিতে ও তোমার ইচ্ছায় পূর্বেই যা ঘটবে
বলে তুমি ঠিক করেছিলে, সেই কাজ করতেই তারা
একত্র হয়েছিল। 29আর এখন, হে প্রভু, তাদের এই
শাসানি তুমি শোন। প্রভু আমরা তোমার দাস; তোমার
এই দাসদের সাহসের সঙ্গে তোমার কথা বলবার ক্ষমতা
দাও। 30লোককে সুস্থতা দেবার জন্য তোমার হাত তুমি
বাড়িয়ে দাও; তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন
অলৌকিক ও আশ্চর্য সব কাজ সম্পন্ন হয়।"
31সেই বিশ্বাসীরা প্রার্থনা শেষ করলে, তাঁরা যেখানে
একত্রিত হয়েছিলেন সেই জায়গা কেঁপে উঠল। তাঁরা
সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন আর অসীম সাহসে
ঈশ্বরের কথা বলতে লাগলেন।

বিশ্বাসীদের সহভাগিতা

32বিশ্বাসীদের সকলের হৃদয় ও মন এক ছিল।
একজনও নিজের সম্পত্তির কোন কিছুই নিজের বলে
মনে করতেন না, কিন্তু তাঁদের সকল জিনিস তাঁরা
পরস্পর ভাগ করে নিতেন। 33প্রেরিতেরা মহাশক্তিতে
মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে
সাক্ষ্য দিতেন; আর তাঁদের সকলের ওপর মহাআশীর্বাদ
ছিল। 34তাঁদের দলের মধ্যে কারোর কোন কিছুর অভাব
ছিল না, কারণ যাদের জমি-জমা বা বাড়ি ছিল তাঁরা
তা বিক্রি করে সেই সম্পত্তির মূল্য নিয়ে এসে প্রেরিতদের
দিতেন। 35পরে যার যেমন প্রয়োজন, প্রেরিতেরা তাকে
তেমনি দিতেন। 36বিশ্বাসীবর্গের একজনের নাম ছিল
যোষেফ; প্রেরিতেরা তাঁকে বার্ণবা বলে ডাকতেন; এই
নামের অর্থ 'উৎসাহদাতা'। ইনি ছিলেন লেবীয়, কুপ্রীয়ে
তাঁর জন্ম হয়। 37যোষেফের একটি জমি ছিল, তিনি
তা বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে এসে প্রেরিতদের কাছে
দিলেন।

অননিয় ও সাফীরা

5 অননিয় নামে একজন লোক ছিল, তার স্ত্রীর নাম
সাফীরা। অননিয় তার একটি জমি বিক্রি করে
2সেই টাকার কিছু অংশ প্রেরিতদের কাছে জমা দিল;
কিন্তু গোপনে টাকার কিছু অংশ নিজের কাছে রাখল।
তার স্ত্রী এবিষয় জানত ও একমত ছিল। 3তখন
পিতর বললেন, "অননিয়, তুমি কেন শয়তানকে তোমার
অন্তরে কাজ করতে দিলে? তুমি পবিত্র আত্মার কাছে
কেন মিথ্যা বললে ও জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছুটা
নিজেদের জন্যে রেখে দিলে? 4সেই জমি বিক্রি করার
আগে কি তা তোমারই ছিল না? আর তা বিক্রি করার
পর সেই টাকা কি তোমার অধিকারেই ছিল না? তোমরা
এই ধারণা কোথা থেকে পেলে? মানুষের কাছে নয়
কিন্তু তুমি ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা বললে।" 5-6এই কথা
শোনার সঙ্গে সঙ্গে অননিয় মাটিতে পড়ে মারা গেল;
আর যারা একথা শুনল, তারা সকলে অত্যন্ত ভয়
পেয়ে গেল। পরে যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়িয়ে
বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিল।

7এই ঘটনার পর প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেল, এমন
সময় অননিয়ের স্ত্রী সাফীরা সেখানে এল, তার স্বামীর
কি হয়েছে সে তার কিছুই জানত না। 8পিতর তাকে
বললেন, "আমায় বলতো তোমার সেই জমি কি এত
টাকায় বিক্রি করেছিলে?"
সে বলল, "হ্যাঁ, ঐ টাকায় বিক্রি করেছি।"
9তখন পিতর তাকে বললেন, "তোমরা দুজনে প্রভুর
আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য কেন একচিত্ত হলে? শোন!
যারা তোমার স্বামীকে কবর দিতে গিয়েছিল, তারা
দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে; তারা তোমাকেও নিয়ে যাবে।"
10সঙ্গে সঙ্গে সেও তার পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল। ঐ
যুবকেরা ভেতরে এসে তাকে মৃত দেখল এবং বাইরে
নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে তাকে কবর দিল। 11তখন
সমস্ত মণ্ডলী ও যারা তা শুনল, তাদের সকলের মধ্যে
মহাভয়ের সঞ্চার হল।

ঈশ্বরের কাছ থেকেই প্রমাণ

12প্রেরিতদের মাধ্যমে লোকদের মধ্যে নানান
অলৌকিক কাজ হতে লাগল। প্রেরিতেরা শলোমনের
বারান্দায় একত্রিত হতেন। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য
একই ছিল। 13অন্যেরা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস
করত না; কিন্তু সকলে তাদের প্রশংসা করত। 14আর
দলে দলে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক যীশুতে বিশ্বাসী
হয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকল।
15লোকেরা এমন কি তাদের অসুস্থ রোগীদের নিয়ে
এসে রাস্তার মাঝে তাদের বিছানায় বা খাটিয়াতে শুইয়ে
রাখত, যেন পিতর যখন সেখান দিয়ে যাবেন তখন
অন্ততঃ তাঁর ছায়াও তাদের উপর পড়ে; আর তাতেই
তারা সুস্থ হয়ে যেত।
16জেরুশালেমের চারপাশের বিভিন্ন নগর থেকে
অনেক লোক অসুস্থ ও অশুচি আত্মায় ভর করা লোকদের
নিয়ে এসে ভিড় করত; আর তারা সকলেই সুস্থ হোত।

প্রেরিতদের কাজ বন্ধ করার জন্য ইহুদীদের চেষ্টা

17এরপর মহাযাজক এবং তার সঙ্গীরা অর্থাৎ সদ্দূকী
দলের লোকেরা ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। 18তারা প্রেরিতদের
গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে দিল; 19কিন্তু রাতের
বেলায় প্রভুর এক দূত সেই কারাগারের দরজা খুলে
দিলেন। তিনি তাদের পথ দেখিয়ে কারাগারের বাইরে
নিয়ে গিয়ে বললেন, 20"যাও মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তোমরা লোকদের এই নতুন জীবনের সকল বার্তা
শোনাও।" 21প্রেরিতেরা আজ্ঞা অনুসারে ভোর বেলায়
মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা প্রচার করতে লাগলেন।
এদিকে মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা, ইহুদী সমাজের
গণ্যমান্য লোকদের এক মহাসভা ডাকল; আর
প্রেরিতদের সেখানে নিয়ে আসার জন্য কারাগারে লোক
পাঠালো। 22কিন্তু সেই লোকেরা কারাগারে এসে
কারাগারের মধ্যে প্রেরিতদের দেখতে পেল না। তাই
তারা ফিরে গিয়ে বলল:
23"আমরা দেখলাম কারাগারের তালা বেশ
ভালভাবেই বন্ধ আছে, দরজায় দরজায় পাহারাদাররা
দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে আমরা
কাউকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম কারাগার খালি
পড়ে আছে!"
24মন্দির রক্ষীবাহিনীর প্রধান ও প্রধান যাজকেরা
এই কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগল, "এর
পরিণতি কি হবে?" 25সেই সময় একজন এসে তাদের
বলল, "শুনুন! যে লোকদের আপনারা কারাগারে
রেখেছিলেন, দেখলাম তাঁরা মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে
লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন।" 26তখন রক্ষীবাহিনীর প্রধান
তার লোকদের নিয়ে সেখানে গেল ও প্রেরিতদের নিয়ে
এল। তারা কোনরকম জোর করল না, কারণ তারা
লোকদের ভয় করতে লাগল, পাছে তারা পাথর ছুঁড়ে
তাদের মেরে ফেলে।
27তারা প্রেরিতদের নিয়ে এসে ইহুদী নেতাদের
সামনে দাঁড় করালে, মহাযাজক প্রেরিতদের জিজ্ঞাসাবাদ
করলেন। 28তিনি বললেন, "ঐ মানুষটির বিষয়ে কোন
শিক্ষা দিতে আমরা তোমাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ
করেছিলাম। ভেবে দেখ তোমরা কি করেছ! তোমরা
তোমাদের শিক্ষায় জেরুশালেম মাতিয়ে তুলেছ; আর
সেই লোকের মৃত্যুর জন্য সব দোষ আমাদের ওপর
চাপাতে চাইছ।"
29তখন পিতর ও অন্য প্রেরিতরা এর উত্তরে বললেন,
"মানুষের হুকুম মানার চেয়ে বরং ঈশ্বরের আদেশ
আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে! 30আপনারা
যীশুকে হত্যা করেছিলেন, তাঁকে বিদ্ধ করে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে
দিয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর, আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।
31সেই যীশুকে ঈশ্বর নেতা ও ত্রাণকর্তারূপে উন্নত করে
নিজের ডান দিকে স্থাপন করেছেন, যাতে ইহুদীরা তাদের
মন-ফিরায় ও তিনি তাদের পাপের ক্ষমা দিতে পারেন।
32আর আমরা এসব ঘটতে দেখেছি, বলতে পারি যে
এসব সত্য। পবিত্র আত্মাও দেখাচ্ছেন যে এসব সত্য।
যারা তাঁর বাধ্য তাদের তিনি পবিত্র আত্মা দান করেছেন।"
33মহাসভার সভ্যরা এসব কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে
উঠল; আর তারা প্রেরিতদের হত্যা করতে চাইল। 34কিন্তু
সেই মহাসভার একজন সভ্য, গমলীয়েল, ইনি ব্যবস্থার
শিক্ষক, যাকে সকলে মান্য করত, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে
ঐ প্রেরিতদের কিছু সময়ের জন্য সভা থেকে বাইরে
নিয়ে যেতে বললেন।
35পরে তিনি তাদের বললেন, "হে ইস্রায়েলীরা, এই
লোকদের নিয়ে তোমরা যা করতে যাচ্ছ সে বিষয়ে
সাবধান! 36কারণ এর কিছু আগে থুদা নামে একজন
লোক নিজেকে মহান বলে দাবী করেছিল। প্রায় চারশো
লোক তার অনুসারী হয়েছিল; আর সে নিহত হলে
তার অনুগামীরা সব যে যার পালিয়ে গেল, তার কোন
চিহ্নই রইল না।
37থুদার পরে আদমসুমারীর সময় গালীলীয় যিহূদার
উদয় হয়, সেও বেশ কিছু লোককে তার দলে টানে;

পরে সেও নিহত হয়, আর তার অনুগামীরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

38তাই বর্তমানে এই অবস্থা দেখে আমি তোমাদের বলছি: এই লোকদের কাছ থেকে দূরে থাক, তাদের ছেড়ে দাও, কারণ তাদের এই পরিকল্পনা অথবা এই কাজ যদি মানুষের থেকে হয় তবে তা ব্যর্থ হবে।

39কিন্তু যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তা বন্ধ করতে পারবে না। হয়তো দেখবে যে তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ।" তখন তারা এই পরামর্শ গ্রহণ করল।

40তারা প্রেরিতদের ভেতরে ডেকে এনে চাবুক মারল, যীশুর নামে একটি কথাও বলতে নিষেধ করে তাদের ছেড়ে দিল। 41প্রেরিতেরা মহাসভার সভাস্থল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, আর যীশুর নামের জন্য তাঁরা যে নির্যাতন ও অপমান সহ্য করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন, এই কথা ভেবে আনন্দ করতে লাগলেন, 42এবং দমে না গিয়ে প্রতিদিন মন্দিরের মধ্যে ও বিভিন্ন বাড়িতে যীশুর বিষয়ে শিক্ষা ও সুসমাচারের প্রচার করে দেখালেন যে যীশুই হলেন খ্রীষ্ট।

বিশেষ কাজের জন্য সাতজন মনোনীত

6 বহুলোক দলে দলে খ্রীষ্টের অনুগামী হতে লাগল। সেই সময় গ্রীক ভাষাভাষী বিশ্বাসীরা অপর ইহুদী বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, যে দৈনিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের সময়ে তাদের বিধবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। 2তখন সেই বারোজন প্রেরিত সমস্ত অনুগামীদের ডেকে বললেন, "লোকদের খাদ্য পরিবেশন করার জন্যে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের কাজ বন্ধ করা ঠিক নয়। 3তাই আমার ভাইয়েরা, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সাতজন বিজ্ঞ, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ও সুনাম সম্পন্ন লোককে বেছে নাও। আমরা তাদের ওপর এই কাজের ভার দেব। 4এর ফলে আমরা প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের কাজে আরো বেশী সময় দিতে পারব।"

5তাদের এই প্রস্তাব সকল বিশ্বাসীকে খুশী করল, তাই তারা এদের মনোনীত করলেন: স্তিফান ইনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন। ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন, পার্মিনা ও নিকলায় ইনি ছিলেন আন্তিয়খিয়ার লোক, যিনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 6তারা এদের সকলকে প্রেরিতদের সামনে হাজির করল; আর প্রেরিতেরা প্রার্থনা করে তাঁদের ওপর হাত রাখলেন।

7ঈশ্বরের বাক্যের বহুল প্রচার হল, ফলে জেরুশালেমে অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল, এমনকি যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা বড় দল খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে আনুগত্য স্বীকার করল।

স্তিফানের বিরুদ্ধে ইহুদীগণ

8স্তিফান ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ছিলেন; তিনি জনসাধারণের মধ্যে নানান অলৌকিক ও পরাক্রম কাজ করতে লাগলেন। 9কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক এসে স্তিফানের সঙ্গে তর্ক শুরু করল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজ-গৃহ থেকে এসেছিল যাদের নাম ছিল লিবর্ত্তীনদের সমাজ-গৃহ, আলেকসান্দ্রীয় ও কুরীনীয় কিছু ইহুদীরা এই সমাজ-গৃহে যেত। অন্য ইহুদীরা কিলিকিয়া ও এশিয়া থেকে এসেছিল। 10তাদের সঙ্গে বিজ্ঞতায় কথা বলতে পবিত্র আত্মা স্তিফানকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কথা এতো শক্তিশালী ছিল যে তারা কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারল না। 11তখন তারা কয়েকজন লোককে ঘুষ দিয়ে মিথ্যে বলাল; যারা বলল, "আমরা শুনেছি যে স্তিফান মোশি ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দা করছে।" 12এইভাবে তারা জনসাধারণ, ইহুদী নেতাদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের উত্তেজিত করে তুলল। তারা এসে স্তিফানকে ধরে নিয়ে মহাসভার সামনে হাজির করল। 13এরপর তারা মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাল, যারা বলল, "এই লোক পবিত্র মন্দিরের বিরুদ্ধে ও বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে কখনও নিবৃত্ত হয় না। 14আমরা একে বলতে শুনেছি যে এই নাসরতীয় যীশু এই স্থান ধ্বংস করবে আর মোশির দেওয়া প্রথা বদলে দেবে।" 15তখন মহাসভায় যারা বসেছিল তারা সকলে স্তিফানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখল, স্তিফানের মুখ স্বর্গদূতের মুখের মত উজ্জ্বল।

স্তিফানের বক্তব্য

7 এরপর যাজক স্তিফানকে বললেন, "এসব কথা কি সত্যি?" 2এর উত্তরে স্তিফান বললেন, "ভাইয়েরা ও এই জাতির পিতাগণ, আমার কথা শুনুন। আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম হারণে বসবাস করার আগে যে সময় মিসপতামিয়াতে ছিলেন, সেই সময় মহিমার ঈশ্বর তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 3আর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার স্বদেশ ও স্বজনের মধ্য থেকে চলে এস, আর আমি যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও।'* 4অব্রাহাম তখন কল্‌দীয়দের দেশ ছেড়ে হারণে এসে বসবাস করেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাঁকে সেখান থেকে এই দেশে আনলেন, যে দেশে এখন আপনারা বাস করছেন। 5এখানে ঈশ্বর তাঁকে কোন ভূসম্পত্তি দিলেন না, এমন কি এক ছটাক জমিও না; কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শেষ পর্যন্ত এই দেশটা তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের দেবেন। যদিও অব্রাহামের তখনও কোন সন্তান ছিল না। 6ঈশ্বর তাঁকে এই কথা বললেন, 'তোমার বংশধরেরা বিদেশে প্রবাসী জীবন কাটাবে, তারা দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হবে, আর সে দেশের লোকেরা তাদের প্রতি চারশো বছর ধরে অত্যাচার করবে। 7তারা যে জাতির দাসত্ব করবে, আমি তাদের দণ্ড দেব।'* ঈশ্বর আরো বললেন, 'এরপর তারা সেই দেশ থেকে বেরিয়ে এসে এখানে আমার উপাসনা করবে।'* 8এরপর অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর এক চুক্তি করলেন।

'তুমি ... যাও' আদি 12:1

'তোমার ... দেব' আদি 15:13-14

'এরপর ... করবে' আদি 15:14; যাত্রা 3:12

এই চুক্তির চিহ্ন হল সুন্নত সংস্কার। এরপর অব্রাহামের একটি পুত্র সন্তান হল। আট দিনের দিন তিনি তার সুন্নত করালেন; সেই পুত্রের নাম ইস্হাক। ইস্হাকের পুত্র যাকোবকেও তারা সুন্নত করলেন। যাকোবের পুত্ররা বারোজন গোষ্ঠীর পিতা হলেন।

9"তাদের সেই পিতাগণ যোষেফের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন। যোষেফকে দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হলে তাঁকে মিশরে নিয়ে আসা হল; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন। 10যোষেফ সেখানে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর সমস্ত কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। ফরৌণ তখন মিশরের রাজা; যোষেফের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত বিজ্ঞতা দেখতে পেয়ে ফরৌণ তাঁকে পছন্দ করলেন। ফরৌণ যোষেফকে মিশরের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করলেন, এমনকি ফরৌণের গৃহের সমস্ত পরিজনের উপরে তাকে কর্ত্তা করলেন। 11এরপর সারা মিশরে ও কনান দেশে প্রচণ্ড খরা হল। এমন খরা যাতে কোন ফসল উৎপন্ন হল না, এতে লোকেরা মহাকষ্টে পড়ল। আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যবস্তুর অভাব হল। 12কিন্তু যাকোব শুনতে পেলেন যে মিশরে শস্য মজুত আছে, তখন তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশরে পাঠালেন। 13তাঁদের সেই ছিল প্রথমবার মিশরে যাওয়া। তাঁরা যখন দ্বিতীয়বার সেখানে গেলেন, তখন যোষেফ নিজে থেকে তাঁর ভাইদের কাছে আত্মপরিচয় দিলেন। যোষেফের পরে পরিজনদের সংবাদ ফরৌণ শুনতে পেলেন। 14পরে কিছু লোক পাঠিয়ে যোষেফ তাঁর পিতা যাকোব ও তাঁর সব আত্মীয় পরিজনদেরও ডেকে পাঠালেন, তাঁরা মোট পঁচাত্তর জন ছিলেন। 15এইভাবে যাকোব মিশরে গেলেন, পরে তাঁর ও আমাদের পিতৃপুরুষদের সেখানে মৃত্যু হল। 16তাঁদের মৃতদেহ শিখিমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর সেখানে তাঁদের কবরে রাখা হয়। এই কবরস্থান অব্রাহাম শিখিম শহরে হমোরের ছেলেদের কাছ থেকে কিছু টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।

17"মিশরে ইহুদীরা বৃদ্ধি পেয়ে বহুসংখ্যক হয়ে উঠল। ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ হওয়ার সময় হল। 18মিশরে তখন অন্য একজন রাজা হয়েছেন। তিনি যোষেফের সম্পর্কে জানতেন না। 19এই রাজা আমাদের লোকদের সঙ্গে চাতুরী করলেন। তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন। তাদের নবজাত শিশুদের জোর করে বাইরে ফেলে দিতে হুকুম দিলেন, যেন তারা মারা যায়। 20সেই সময় মোশির জন্ম হয়, তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন; তিন মাস পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার গৃহেই লালিত-পালিত হন। 21পরে তাঁকে বাইরে রেখে দেওয়া হলে ফরৌণের কন্যা তাঁকে কুড়িয়ে এনে তাঁর নিজের ছেলের মত মানুষ করেন। 22মোশি মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে উঠলেন, আর কথায় ও কাজে মহাক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন।

23"মোশির বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর ইস্রায়েলী ভাইদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হল। 24মোশি দেখলেন যে একজন মিশরীয় একজন ইস্রায়েলীর প্রতি দুর্ব্যবহার করছে, তিনি তখন ইস্রায়েলী লোকটির পক্ষ সমর্থন করলেন। ইস্রায়েলী লোকটিকে আঘাত করার জন্য মোশি সেই মিশরীয়কে শাস্তি দিলেন এবং তাকে এমন মার দিলেন যে সে মরেই গেল। 25তিনি মনে করলেন যে তাঁর স্বজাতীয় ভাইরা হয়তো বুঝবে যে তাদের উদ্ধার করতে ঈশ্বরই তাকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তারা তা বুঝল না। 26পরদিন, দুজন ইস্রায়েলী যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, সেই সময় তিনি তাদের কাছে এসে তাদের মধ্যে মিলন করে দেবার জন্য বললেন, 'দেখ, তোমরা পরস্পর ভাই। তবে কেন একে অপরের প্রতি দুর্ব্যবহার করছ?' 27কিন্তু অন্যায়কারী লোকটি মোশিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাদের বিচার করতে কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে? 28গতকাল তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে খুন করেছিলে, তেমনি কি আমাকেও খুন করতে চাও?'* 29একথা শুনে মোশি মিশর থেকে পালিয়ে গেলেন; আর মিদিয়নে বিদেশীরূপে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি অপরিচিত আগন্তুকের মতো ছিলেন। সেখানে থাকার সময় মোশির দুই ছেলের জন্ম হয়।

30"এর চল্লিশ বছর পরে তিনি যখন সীনয় পর্বতের কাছে মরুপ্রান্তরে ছিলেন, সেখানে এক জ্বলন্ত ঝোপের আগুনের শিখার মধ্যে এক স্বর্গদূত তাঁকে দেখা দিলেন। 31এই দেখে মোশি আশ্চর্য হয়ে আরো ভাল করে দেখবার জন্য যখন কাছে গেলেন, তখন প্রভুর এই রব শুনলেন, 32'আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইস্হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর।'* মোশি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, ভালভাবে তাকাতেও সাহস করলেন না। 33এরপর প্রভু তাঁকে বললেন, 'তোমার পা থেকে চটি (জুতো) খুলে ফেল, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেই জায়গা পবিত্র। 34মিশরে আমি আমার লোকদের দুরবস্থা ভাল করেই দেখেছি, তাদের আর্তনাদ শুনেছি, তাই আমি তাদের উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছি। মোশি, তুমি এস, এখন আমি তোমাকে মিশরে পাঠাব।'*

35"এই মোশিকেই ইস্রায়েলীয়রা চায় নি বলে বলেছিল, 'কে তোমাকে আমাদের শাসক ও বিচারক বানিয়েছে?' মোশিই সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর স্বর্গদূতের মাধ্যমে শাসনকর্তা ও ত্রাণকর্তারূপে পাঠিয়েছিলেন। সেই স্বর্গদূতকেই মোশি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে দেখেছিলেন। 36এরপর মোশি লোকদের মিশর থেকে বের করে আনলেন। তিনি মিশরে, লোহিত সাগরে আর প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে বহু অলৌকিক ও পরাক্রমের কাজ করেন। 37মোশিই তাঁর ইহুদী ভাইদের বলেছিলেন: 'ঈশ্বর তোমাদের মধ্য থেকে এক ভাববাদী ঠিক করবেন, তিনি হবেন আমারই মতো।'* 38এই

'আমাদের ... চাও?' যাত্রা 2:14

'আমি ... ঈশ্বর' যাত্রা 3:6

'তোমাকে... পাঠাব' যাত্রা 3:5-10

'ঈশ্বর ... মতো' দ্বি বি 18:15

মোশিই প্রান্তরে ইহুদীদের সমাবেশে ছিলেন। যে স্বর্গদূত সীনয় পর্বতে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গে ও আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন। মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনদায়ী আদেশ লাভ করে তাঁর আজ্ঞা সকল আমাদের দিয়েছিলেন।

39"কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর কথা পালন করতে চান নি, তার পরিবর্তে তাঁরা তাঁকে অগ্রাহ্য করে মিশরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। 40আমাদের পিতৃপুরুষেরা হারোণকে বললেন, 'মোশি আমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছেন; কিন্তু তার কি হল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই কিছু দেবতাদের গড়ে তোল, যারা আমাদের আগে আগে যাবে ও পরিচালিত করবে।'* 41তাই লোকেরা বাছুরের এক প্রতিমা গড়ল আর সেই প্রতিমার সামনে বলিদান উৎসর্গ করল। তারা তাদের হাতে গড়া সেই দেবতাকে নিয়ে আনন্দ করতে লাগল! 42কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি বিমুখ হলেন, তিনি তাদের আকাশের সেনা অর্থাৎ অলীক দেবতাদের পূজায় বাধা দিলেন না। ভাববাদীদের পুস্তকে একথা লেখা আছে:

'হে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী, প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে
তোমরা তো আমার উদ্দেশ্যে পশুবলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করনি;
43তোমরা মোলক দেবতার পূজার তাঁবু, রিফান
দেবতার নক্ষত্রের প্রতিমূর্তি বহন করেছিলে। পূজা
করবার জন্যই তোমরা ঐসব দেবতার মূর্তি গড়েছিলে।
তাই আমি তোমাদের বাবিলের ওপারে নির্বাসনে পাঠাব।'

আমোষ 5:25-27

44"মরু এলাকায় আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছেই সেই সাক্ষ্য তাঁবু ছিল। এই পবিত্র তাঁবু তৈরী হয়েছিল সেই ধারায়, যেভাবে নমুনা দেখিয়ে ঈশ্বর মোশিকে তা করতে বলেছিলেন।

45পরবর্তীকালে যিহোশূয় আমাদের পিতৃপুরুষদের পরিচালিত করলে তাঁরা ভিন্ন জাতির দেশ দখল করলেন। আমাদের লোকেরা সেই দেশে প্রবেশ করলে ঈশ্বর সেখানকার লোকদের সেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করলেন। আমাদের লোকেরা এই নতুন দেশে গেলে ঐ তাঁবুও সঙ্গে নিয়ে এলেন। পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে তাঁরা এই তাঁবু পেয়েছিলেন। সেই তাঁবু রাজা দায়ূদের সময় পর্যন্ত তাঁদের কাছে ছিল। 46দায়ূদ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করলেন আর যাকোবের ঈশ্বরের জন্য এক গৃহ নির্মাণ করার অনুমতি চাইলেন। 47কিন্তু দায়ূদের ছেলে শলোমন তাঁর জন্য মন্দির নির্মাণ করলেন।

48"কিন্তু যিনি পরমেশ্বর, তিনি কখনো মানুষের হাতে তৈরী গৃহে বাস করেন না। এবিষয়ে ভাববাদী বলেছেন:

'প্রভু বলেন,
49স্বর্গ আমার সিংহাসন। পৃথিবী আমার পা রাখার
জায়গা। তুমি আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করবে?
আমার বিশ্রামের স্থান কোথায়!
50আমার হাতই কি এই বস্তুগুলি নির্মাণ করে নি?"'

যিশাইয় 66:1-2

51"আপনারা একগুঁয়ে লোক! ঈশ্বরকে আপনারা নিজ নিজ হৃদয় সঁপে দেন নি! আপনারা তাঁর কথা শুনতে চান নি! আপনারা সব সময় পবিত্র আত্মা যা বলতে চাইছেন তা প্রতিরোধ করে আসছেন। আপনাদের পিতৃপুরুষরা যেমন করেছিলেন, আপনারাও তাদের মতোই করছেন। 52এমন কোন ভাববাদী ছিলেন কি যাকে আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নির্যাতন করেন নি? সেই ধার্মিক ব্যক্তির আগমনের কথা যাঁরা বহুপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন আপনাদের পিতৃপুরুষরা তাদেরকে খুন করেছেন; আর এখন আপনারা সেই ধার্মিককে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে হত্যা করছেন। 53আপনারা মোশির বিধি-ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, ঈশ্বরই তাঁর স্বর্গদূতদের মাধ্যমে তা দিয়েছিলেন; কিন্তু আপনারা তা পালন করেন নি!"

স্তিফানকে হত্যা

54ইহুদী নেতারা স্তিফানের এইসব কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেল। স্তিফানের প্রতি তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। 55স্তিফান পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে তাকালেন আর দেখলেন ঈশ্বরের মহিমা, দেখলেন যীশু ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। 56তিনি বললেন, "দেখ! আমি দেখছি স্বর্গ খোলা রয়েছে; আর মানবপুত্র ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন!"

57তখন ইহুদী নেতারা জোরে চিৎকার করে উঠল, আর নিজেদের কানে হাত চাপা দিল। এরপর সবাই মিলে এক সঙ্গে তাঁর দিকে ছুটে গেল। 58তারা স্তিফানকে মেরে ফেলার জন্য তাঁকে টানতে টানতে শহর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর পাথর মারতে লাগল। যারা স্তিফানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছিল, তারা শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে তাদের আলখাল্লা খুলে জমা রাখল। 59তারা যখন স্তিফানকে পাথর মেরে চলেছে তখন তিনি প্রার্থনা করে বললেন, "প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর!" 60এরপর তিনি হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে বললেন, "প্রভু, এঁদের বিরুদ্ধে এই পাপ গণ্য কোর না!" এই বলে তিনি মৃত্যুতে ঢলে পড়লেন।

8 আর শৌল স্তিফানের হত্যার অনুমোদন করেছিলেন।

বিশ্বাসীদের কষ্ট

2-3কয়েকজন ধার্মিক লোক এসে স্তিফানকে কবর দিলেন; আর স্তিফানের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করলেন। সেইদিন থেকে জেরুশালেমের মণ্ডলীর উপর ভীষণ নির্যাতন শুরু হোল। প্রেরিতগণ ছাড়া সবাই যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। এদিকে শৌল বিশ্বাসী সমাবেশকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বাড়ি বাড়ি ঢুকে তিনি স্ত্রী-পুরুষ

'মোশি ... করবে' যাত্রা 32:1

নির্বিশেষে সকলকে টানতে টানতে নিয়ে এসে কারাগারে ভরলেন। 4বিশ্বাসীরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল; আর তারা যেখানেই গেল সেখানেই সুসমাচার প্রচার করতে লাগল।

শমরিয়ায় ফিলিপের প্রচার

5ফিলিপ শমরিয়া শহরে গিয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করলেন। 6লোকেরা যখন ফিলিপের কথা শুনল এবং তিনি যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তা দেখল, তখন তাঁর কথায় আরো মন দিল। 7অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকদের মধ্য থেকে চিৎকার করতে করতে সেইসব অশুচি আত্মা বের হয়ে এল। অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক ও খোঁড়া লোক সুস্থ হল। 8এর ফলে সেই শহরে মহা আনন্দের সাড়া জাগল।

9সেই শহরে শিমোন নামে একজন লোক ছিল। ফিলিপ সেই শহরে আসার আগে শিমোন বহুদিন ধরে সেই শহরে যাদুখেলা করত। এইভাবে সে শমরিয়ার লোকদের অবাক করে দিত। সে নিজেকে একজন মহাপুরুষ বলে মনে করত। 10ছোট বড় সকলেই তার কথা মন দিয়ে শুনত। তারা বলত, "এই লোকের মধ্যে ঈশ্বরের সেই শক্তি আছে যাকে 'মহাপরাক্রম'ও বলা চলে!" 11লোকেরা তার কথা শুনত কারণ দীর্ঘ দিন ধরে সে লোকদের যাদুমন্ত্রের চমকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। 12কিন্তু ফিলিপ যখন তাদেরকে ঈশ্বরের সুসমাচার, তাঁর রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নামের বিষয় জানালেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ সকলে ফিলিপকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নিল। 13আর শিমোন নিজেও বিশ্বাস করল ও বাপ্তিস্ম নিল। বাপ্তাইজ হওয়ার পর সে ফিলিপের কাছে কাছে থাকতে লাগল; আর ফিলিপের দ্বারা অনেক অলৌকিক কাজ ও নানা পরাক্রম কাজ হচ্ছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

14প্রেরিতেরা তখনও জেরুশালেমে ছিলেন, তাঁরা শুনতে পেলেন যে শমরিয়ার লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে সেখানে পাঠালেন। 15পিতর ও যোহন এসে শমরিয়ার খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মা লাভ করে; 16কারণ এই লোকেরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হলেও তখনও পর্যন্ত তাদের কারোর ওপর পবিত্র আত্মা অবতরণ করেন নি। 17এইজন্য পিতর ও যোহন প্রার্থনা করলেন; আর সেই দুই প্রেরিত, লোকদের মাথায় হাত রাখলে তারা পবিত্র আত্মা লাভ করল।

18শিমোন যখন দেখল যে, প্রেরিতদের হাত রাখার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা লাভ হচ্ছে, তখন সে টাকা এনে তাদের বলল, 19"আমাকেও এই ক্ষমতা দিন যেন আমি যার ওপর আমার দুহাত রাখব, সে এই পবিত্র আত্মা পায়।"

20পিতর শিমোনকে বললেন, "তুমি ও তোমার টাকা চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যাক্! কারণ ঈশ্বরের দান তুমি টাকা দিয়ে কিনবে বলে ভেবেছ। 21এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তোমার কোন অধিকার বা অংশ নেই, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার অন্তর মোটেই সরল নয়। 22তাই তুমি এই মন্দতা থেকে তোমার মন-ফিরাও! আর প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, হয়তো তোমার মনের এই মন্দ চিন্তার জন্য ক্ষমা পেলেও পেতে পার। 23কারণ আমি দেখছি তোমার মধ্যে খুব ঈর্ষা আছে আর তুমি পাপের কাছে বন্দী।"

24তখন শিমোন বলল, "আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আপনারা যা বললেন তার কিছুই আমার প্রতি না ঘটে!"

25প্রেরিতেরা যীশুর বিষয়ে যা জানতেন, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বার্তা প্রচার করে জেরুশালেমে ফিরে চললেন, যাবার পথে তাঁরা শমরিয়ার বিভিন্ন গ্রামে সুসমাচার প্রচার করলেন।

ফিলিপ ইথিওপিয়ার একজন লোককে শিক্ষা দিলেন

26প্রভুর এক দূত ফিলিপকে বললেন, "প্রস্তুত হও, দক্ষিণে যে পথ জেরুশালেম থেকে ঘসার দিকে নেমে গেছে, সেই পথ ধরে নেমে যাও।" 27তখন ফিলিপ প্রস্তুত হয়ে সেই পথে রওনা দিলেন এবং সেই পথে একজন ইথিওপিয়ানকে দেখতে পেলেন, তিনি নপুংসক। তিনি ইথিওপিয়ার কান্দাকি রাণীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি জেরুশালেমে উপাসনা করতে গিয়েছিলেন। 28ফেরার পথে তিনি তাঁর রথে বসে ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তক থেকে পড়ছিলেন। 29তখন পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন, "ঐ রথের কাছে যাও, তাঁর সঙ্গ ধর।" 30ফিলিপ দৌড়ে রথের কাছে গিয়ে শুনলেন, সেই কোষাধ্যক্ষ ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তক থেকে পড়ছেন। ফিলিপ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যা পড়ছেন তা কি বুঝতে পারছেন?"

31তিনি বললেন, "কি করে বুঝব যদি বুঝিয়ে দেওয়ার কেউ না থাকে?" আর তিনি ফিলিপকে রথে উঠে এসে তার কাছে বসতে বললেন। 32শাস্ত্রের যে অংশটি তিনি পাঠ করছিলেন তা হল:

"হত হবার জন্য মেষের মতো তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে মেষশাবক যেমন মুখ বুজে থাকে, তেমনি তিনি মুখ খোলেন নি।

33তাঁর হীন অবস্থায়, তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হল। কেউ আর কখনো তাঁর বংশধরদের কথা বলবে না, কারণ পৃথিবীতে তাঁর জীবন সমাপ্ত হল।" *যিশাইয় 53:7-8*

34সেই কোষাধ্যক্ষ ফিলিপকে বললেন, "অনুগ্রহ করে বলুন, ভাববাদী কার বিষয়ে এই কথা বলছেন? তিনি কি তাঁর নিজের বিষয়ে বলছেন, অথবা অন্য কারো বিষয়ে?" 35তখন ফিলিপ শাস্ত্রের সেই অংশ থেকে শুরু করে যীশুর বিষয়ে সুসমাচার তাঁকে জানালেন।

36তাঁরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জলাশয়ের কাছে এসে হাজির হলে সেই নপুংসক বললেন, "দেখুন!

এখানে জল আছে! বাপ্তাইজ হতে আমার বাধা কোথায়?” 37 * 38তিনি রথ থামাতে হুকুম করলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলে নামলেন। ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। 39তাঁরা যখন জলের মধ্য থেকে উঠলেন, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, সেই কোষাধ্যক্ষ তাকে আর দেখতে পেলেন না; কিন্তু আনন্দ করতে করতে তাঁর পথে এগিয়ে চললেন। 40ফিলিপ নিজেকে অস্‌দোদে দেখতে পেলেন; আর তিনি কৈসরিয়ার পথে রওনা হয়ে যাত্রা পথে সব নগরে সুসমাচার প্রচার করলেন।

শৌলের মন পরিবর্তন

9 এদিকে শৌল জেরুশালেমে যীশুর অনুগামীদের তখনও হত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন। তিনি মহাযাজকের কাছে গেলেন। 2দম্মেশকস্থ সমাজ-গৃহে ইহুদীদের দেবার জন্য মহাযাজকের কাছে চিঠিগুলি চাইলেন, যেন স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, খ্রীষ্টের অনুগামী এমন কোন লোককে পেলেই গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন।

3তাই শৌল দম্মেশকে রওনা হয়ে গেলেন। যেতে যেতে তিনি যখন দম্মেশকের কাছাকাছি এলেন, সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তাঁর চারিদিকে চমকে উঠল। 4তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং একটি রব শুনতে পেলেন, সেই রব তাঁকে বলছে: “শৌল, শৌল! কেন তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?”

5শৌল বললেন, “প্রভু আপনি কে?”

তিনি বললেন, “আমি যীশু, তুমি যার ক্ষতি করার চেষ্টা করছ। 6ওঠ, ঐ শহরে যাও আর তোমায় কি করতে হবে তা তোমায় বলা হবে।”

7যে সব পুরুষ তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল তারা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা সেই রব শুনতে পেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। 8শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু তিনি যখন চোখ খুললেন তখন কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই তারা তাকে হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে গেল। 9তিন দিন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় রইলেন, সেই সময় তিনি অন্ন জল কিছুই মুখে তুললেন না। 10দম্মেশকে অননিয় নামে একজন খ্রীষ্টের অনুগামী ছিলেন। এক দর্শনের মাধ্যমে প্রভু তাঁকে বললেন, “অননিয়!”

তিনি বললেন, “প্রভু, এই তো আমি।”

11প্রভু তাকে বললেন, “ওঠ, আর ‘সরল’ নামে রাস্তায় যাও। সেখানে যিহূদার বাড়ীর খোঁজ কর। সেখানে তার্ষ থেকে এসেছে শৌল বলে একজন লোক, তার খোঁজ কর, কারণ সে প্রার্থনা করছে। 12তার এই দর্শনলাভ হয়েছে যে অননিয় নামে একজন লোক এসে তার ওপর হাত রাখাতে সে আবার তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে।”

13অননিয় বললেন, “প্রভু, আমি অনেক লোকের কাছে এই লোকের বিষয়ে শুনেছি। জেরুশালেমে আপনার পবিত্র লোকদের প্রতি সে যে সব জঘন্য কাজ করেছে তাও আমি শুনেছি; 14আর এখানে যত লোক আপনাকে বিশ্বাস করে,* তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্য সে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে বিশেষ পরোয়ানা নিয়ে এসেছে।”

15কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, “তুমি যাও, কারণ অইহুদীদের কাছে, রাজাদের ও ইস্রায়েলীদের কাছে আমার নাম নিয়ে যাবার জন্য আমি তাকে মনোনীত করেছি। 16আমার নামের জন্য তাকে কত দুঃখভোগ করতে হবে, আমি নিজে তাকে তা দেখিয়ে দেব।”

17তখন অননিয় যিহূদার বাড়িতে গেলেন। তিনি শৌলের ওপর দুহাত রেখে বললেন, “ভাই শৌল, প্রভু যীশু আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। এখানে আসার পথে তোমায় তিনি দর্শন দিয়েছিলেন। যীশু তোমার কাছে আমাকে পাঠালেন, যেন তুমি আবার দেখতে পাও আর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পার।” 18সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ থেকে মাছের আঁশের মত একটা কিছু খসে পড়ল, আর শৌল আবার দেখতে পেলেন। পরে তিনি উঠে গিয়ে বাপ্তিস্ম নিলেন। 19এরপর কিছু খাওয়া-দাওয়া করে সবল হলেন।

দম্মেশকে শৌলের প্রচার কার্য

তিনি কিছুদিন দম্মেশকে অনুগামীদের সঙ্গে থাকলেন। 20এরপর তিনি সরাসরি সমাজ-গৃহে গিয়ে যীশুর কথা প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বললেন, “এই যীশুই হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র!”

21তার কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, “একি, সেই লোক নয়, যে জেরুশালেমে যারা যীশুর নামে বিশ্বাস করত তাদের ধ্বংস করত? আর এখানে সে যীশুর অনুগামীদের গ্রেপ্তার করে প্রধান যাজকের কাছে নিয়ে যাবার জন্য কি আসে নি?”

22কিন্তু শৌল ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠলেন; আর দম্মেশকে যে সব ইহুদী বাস করত, শৌল তর্কে তাদেরকে নীরব করে দিলেন, তিনি প্রমাণ দিতে থাকলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।

শৌল ইহুদীদের থেকে মুক্ত

23বেশ কিছু দিন পর ইহুদীরা শৌলকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে লাগল; 24কিন্তু শৌল তাদের চক্রান্ত জানতে পারলেন। ইহুদীরা তাকে হত্যা করার জন্য শহরের প্রধান ফটকগুলির ওপর দিন রাত নজর রাখতে লাগল; 25কিন্তু যারা শৌলের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল, তারা শৌলকে শহর ত্যাগে সাহায্য করল। তারা শৌলকে একটা ঝুড়িতে রেখে শহরের প্রাচীরের এক গর্ত দিয়ে ঝুড়িশুদ্ধ শৌলকে বাইরে নামিয়ে দিল।

পদ 37 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 37 যুক্ত করা হয়েছে: “ফিলিপ উত্তর দিলেন, ‘যদি তুমি তোমার হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস কর তবে হতে পারে।’ কোষাধ্যক্ষ বলল, ‘আমি বিশ্বাস করি, যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র।’”

আপনাকে বিশ্বাস করে আক্ষরিক অর্থে, ‘আপনার নামে ডাকে।’

জেরুশালেমে শৌল

26এরপর শৌল জেরুশালেমে গেলেন। সেখানে তিনি
যীশুর অনুগামীদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন;
কিন্তু তাঁরা সকলে তাঁকে ভয় করলেন। তাঁরা বিশ্বাস
করতে চাইলেন না যে তিনি সত্যিকার যীশুর অনুগামী
হয়েছেন। 27কিন্তু বার্ণবা শৌলকে গ্রহণ করে তাঁকে
নিয়ে প্রেরিতদের কাছে গেলেন। দম্মেশকের পথে শৌল
কিভাবে যীশুর দেখা পেয়েছেন ও প্রভু যীশু যে তাঁর
সঙ্গে কথা বলেছেন; আর কিভাবে তিনি দম্মেশকে
সাহসের সঙ্গে যীশুর নাম প্রচার করেছেন, সেসব কথা
তাদের সবিস্তারে জানালেন।

28শৌল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে জেরুশালেমে
থাকতেন, তিনি সেখানে সব জায়গায় গিয়ে সাহসের
সঙ্গে প্রভুর নাম প্রচার করতেন। 29তিনি গ্রীকভাষী
ইহুদীদের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন বলে তারা তাঁকে হত্যা
করার চেষ্টা করতে লাগল। 30ভাইয়েরা সে কথা জানতে
পেরে তাঁকে কৈসরিয়াতে নিয়ে গেলেন ও সেখান থেকে
তার্ষে পাঠিয়ে দিলেন।

31সেই সময় যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ায় বিশ্বাসী
মণ্ডলীগুলিতে শান্তি বিরাজ করছিল। বিশ্বাসীরা প্রভুর
ভয়ে জীবনযাপন করত ও পবিত্র আত্মায় উৎসাহিত
হত; এর ফলে দলটি শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং ক্রমে
ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করতে থাকল।

32পিতর জেরুশালেমের আশে পাশে বিভিন্ন শহরে
ভ্রমণ করতে করতে লুদ্দা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কাছে এলেন।
33লুদ্দায় তিনি ঐনিয় নামে একজন পঙ্গু লোকের দেখা
পান; সে আট বছর ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিল।
34পিতর তাকে বললেন, "ঐনিয় যীশু তোমায় সুস্থ
করেছেন, তুমি ওঠ, বিছানা গুটিয়ে নাও। তুমি নিজেই
তা পারবে।" সঙ্গে সঙ্গে ঐনিয় উঠে দাঁড়াল। 35তখন
লুদ্দা ও শারোণের সব লোক তাকে দেখে প্রভুর প্রতি
ফিরল ও বিশ্বাসী হোল।

যাফোতে পিতর

36যাফোতে টাবিথা বা দর্কা (যার অর্থ 'হরিণী')
নামে এক শিষ্যা ছিলেন। তিনি সব সময় লোকের
উপকার করতেন, বিশেষ করে গরীবদের সাহায্য
করতেন। 37পিতর যখন লুদ্দায় ছিলেন টাবিথা অসুস্থ
হয়ে মারা যান; তাই তারা তার দেহ স্নান করিয়ে
ওপরের ঘরে শুইয়ে রাখল। 38লুদ্দা যাফোর কাছাকাছি
ছিল। অনুগামীরা যখন শুনলেন যে পিতর লুদ্দায় আছেন,
তখন তারা দু'জন লোককে সেখানে পাঠিয়ে অনুরোধ
করল, "যেন পিতর তাড়াতাড়ি করে একবার তাদের
ওখানে আসেন!" 39তখন পিতর প্রস্তুত হয়ে তাদের
সঙ্গে চললেন। তিনি সেখানে হাজির হলে তারা তাঁকে
ওপরের সেই ঘরে নিয়ে গেল; আর বিধবারা সকলে
তাঁর চারিদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, দর্কা জীবিত
অবস্থায় তাদের সঙ্গে থাকবার সময়ে যেসব
পোশাকগুলি তৈরী করেছিলেন তা দেখাতে লাগল।
40পিতর সকলকে ঘরের বাইরে বার করে দিয়ে হাঁটু
গেড়ে প্রার্থনা করলেন। তারপর সেই দেহের দিকে ফিরে
তিনি বললেন, "টাবিথা, ওঠ!" তাতে তিনি চোখ খুললেন
ও পিতরকে দেখে উঠে বসলেন। 41তখন পিতর হাত
বাড়িয়ে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। এরপর
তিনি বিশ্বাসীদের ও সেই বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত
দেখালেন। 42এই কথা যাফোর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল
আর অনেক লোক প্রভুর ওপর বিশ্বাস করল।
43পিতর যাফোতে শিমোন নামে এক চামড়া ব্যবসায়ীর
ঘরে অনেক দিন রইলেন।

পিতর ও কর্ণীলিয়

10 কৈসরিয়ায় কর্ণীলিয় নামে একজন লোক ছিলেন;
ইনি ছিলেন ''ইতালীয়'' বাহিনীর একজন
সেনাপতি। 2তিনি ছিলেন ঈশ্বর ভক্ত, তাঁর গৃহস্থ সমস্ত
পরিজন সত্যময় ঈশ্বরের উপাসনা করত। তিনি
ইহুদীদের মধ্যে গরীব দুঃখীদের অর্থ দিতেন আর
সবসময়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। 3একদিন
প্রায় তিনটের সময় এক দর্শনের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট
দেখতে পেলেন যে ঈশ্বরের এক দূত তাঁর কাছে এসে
বলছেন, "কর্ণীলিয়!"

4কর্ণীলিয় স্বর্গদূতের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে বললেন,
"মহাশয়, আপনি কি চান?"

সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "কর্ণীলিয় তোমার
প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন; গরীবদের তুমি যে সাহায্য কর,
তা তিনি দেখেছেন। ঈশ্বর তোমায় স্মরণ করেছেন।
5তুমি যাফো শহরে লোকদের পাঠাও, সেখানে শিমোন
নামে একজন লোক আছে, যার অপর নাম পিতর,
তোমার লোকেরা সেখানে গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে
আসুক। 6সে চামড়ার ব্যবসায়ী শিমোনের বাড়িতে আছে,
সেই বাড়ি সমুদ্রের ধারে!"

7স্বর্গদূত কথা বলে চলে গেলে পরে কর্ণীলিয় দু'জন
কর্মচারীকে ও একজন সৈনিককে ডেকে পাঠালেন।
ঈশ্বরভক্ত এই সৈনিকটি কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে
সব সময়ই কর্ণীলিয়র কাছে কাছে থাকত। 8এই তিন
ব্যক্তির কাছে কর্ণীলিয় সব কিছু বুঝিয়ে তাদের যাফোতে
পাঠালেন।

9পরের দিন তারা যখন যাফোর কাছাকাছি পৌঁছালো।
সেই সময়ে পিতর প্রার্থনা করার জন্য ছাদের উপর
উঠে ছিলেন । বেলা তখন ভর দুপুর। 10পিতরের খিদে
পেল এবং তিনি খেতে চাইলেন। নীচে লোকেরা তখন
পিতরের জন্য খাবার প্রস্তুত করছে, এমন সময় তিনি
আবিষ্ট হলেন। 11তিনি দেখলেন আকাশ মুক্ত হয়েছে
আর একটা কিছু নেমে আসছে। সেটা দেখতে একটা
বড় চাদরের মত, তার চারটে খুঁট ধরে কেউ যেন তা
মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছে। 12তার মধ্যে পৃথিবীর সব রকমের
পশু ও সরীসৃপ এবং আকাশের নানা রকমের পক্ষী
রয়েছে। 13এরপর সেই রব পিতরকে বলল, "পিতর
ওঠ, মার ও খাও।"

14পিতর বললেন, "প্রভু কখনই না! কারণ আমি
কখনও কোন অশুদ্ধ বা অপবিত্র কিছু খাই নি।"

15তখন আবার এই রব শোনা গেল, "ঈশ্বর যা শুদ্ধ
করেছেন, তা তুমি 'অশুদ্ধ' বোলো না!" 16এইভাবে
তিন বার ঘটে যাবার পর সেই চাদরটি আকাশে তুলে
নেওয়া হল।
17পিতর যে দর্শন পেয়েছিলেন তার অর্থ কি হতে
পারে তা যখন তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন, সেই
সময় কর্ণীলিয়াসের পাঠানো ঐ লোকেরা শিমোনের
বাড়ির খোঁজ করতে করতে বাড়ির ফটকে এসে হাজির
হল। 18তারা জিজ্ঞেস করল, "শিমোন যাকে পিতর
বলে তিনি কি এ বাড়িতে রয়েছেন?"
19পিতর তখনও সেই দর্শনের বিষয়ে চিন্তা করছেন,
তখন আত্মা তাঁকে বললেন, "দেখ! তিন জন লোক
তোমার খোঁজ করছে। 20তুমি উঠে নিচে যাও, বিনা
দ্বিধায় তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের
পাঠিয়েছি।" 21তখন পিতর নীচে গিয়ে সেই লোকদের
বললেন, "দেখুন, আপনারা যাকে খুঁজছেন, আমিই সেই
লোক। আপনারা এখানে কেন এসেছেন?"
22তারা বলল, "আমরা সেনাপতি কর্ণীলিয়াসের কাছ
থেকে এসেছি; তিনি একজন ধার্মিক লোক, তিনি ঈশ্বরের
উপাসনা করেন। ইহুদীদের কাছেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র।
স্বর্গদূত কর্ণীলিয়াসকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনাকে
তাঁর বাড়ীতে আসতে আমন্ত্রণ দেওয়া হয়। আপনি কি
বলবেন তা যেন তিনি শুনতে পারেন।" 23তখন পিতর
তাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাতটা তাঁর ওখানে থাকার
ব্যবস্থা করলেন।
পর দিন পিতর প্রস্তুত হয়ে সেই লোকদের সঙ্গে
রওনা হয়ে গেলেন। যাফো থেকে কয়েকজন বিশ্বাসী
ভাইও পিতরের সঙ্গে গেলেন। 24পরের দিন তাঁরা
কৈসরিয়া শহরে এলেন। কর্ণীলিয়া তাঁদের জন্য অপেক্ষা
করছিলেন, তিনি তাঁর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তাঁর
বাড়িতে ডেকেছিলেন। 25পিতর যখন ভেতরে গেলেন
তখন কর্ণীলিয় এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; আর
উপুড় হয়ে পড়ে পিতরকে প্রণাম জানালেন। 26কিন্তু
পিতর তাঁকে বললেন, "আহা, কি করছেন, উঠুন! আমি
তো একজন সামান্য মানুষ মাত্র।" 27পিতর তাঁর সঙ্গে
কথা বলতে বলতে ভেতরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে
বহুলোক এসে জড় হয়েছে। 28পিতর তাঁদের বললেন,
"আপনারা জানেন, অন্য জাতের লোকের সঙ্গে
মেলামেশা করা বা তাদের বাড়ি যাওয়া ইহুদীদের জন্য
বিধি-সম্মত কাজ নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে
দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে 'অশুচি' বা 'অপবিত্র'
বলা ঠিক নয়। 29তাই আমাকে ডেকে পাঠান হল, আর
আমি বিনা আপত্তিতে চলে এলাম। এখন আমি জানতে
চাই আপনারা কি কারণে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।"
30কর্ণীলিয় বললেন, "চারদিন আগে এই সময় আমি
আমার ঘরে বসে প্রার্থনা করছিলাম, বেলা তখন প্রায়
তিনটে, সেই সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার সামনে
এসে দাঁড়ালেন; তাঁর গায়ে ছিল উজ্জ্বল পোশাক। 31তিনি
বললেন, 'কর্ণীলিয় তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে; আর
তুমি গরীব দুঃখীদের যে সাহায্য কর তা-ও ঈশ্বর
দেখেছেন। ঈশ্বর তোমাকে স্মরণ করেছেন; 32তাই তুমি
যাফোয় কিছু লোক পাঠাও, এবং শিমোন যাকে পিতর
বলে তাকে এখানে নিয়ে এস। সমুদ্রের ধারে শিমোন
নামে যে চামড়ার ব্যবসায়ী আছে, সে তার বাড়িতে
আছে।' 33তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে লোক
পাঠালাম; আর আপনি বড় অনুগ্রহ করে এখানে
এসেছেন। এখন আমরা সকলে এখানে ঈশ্বরের সামনে
আছি; প্রভু আপনাকে যে সব কথা বলতে আদেশ
করেছেন আমরা সকলে তা শুনব।"

কর্ণীলিয়র বাড়িতে পিতরের কথা

34তখন পিতর বলতে শুরু করলেন, "এখন আমি
সত্যি সত্যিই বুঝতে পেরেছি যে ঈশ্বর কারও প্রতি
পক্ষপাতিত্ব করেন না। 35প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে
কেউ ঈশ্বরের উপাসনা করে ও ন্যায় কাজ করে, ঈশ্বর
এমন লোকদের গ্রহণ করেন। 36তিনি ইস্রায়েলের
লোকদের কাছে তাঁর সুসমাচার পাঠিয়েছিলেন। তিনি
সেই সুসমাচারে জানালেন যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই
শান্তি লাভ হয়। তিনি সকলেরই প্রভু! 37সমগ্র যিহূদাতে
কি ঘটেছিল সে সব কথা আপনারা শুনেছেন। যোহন
বাপ্তাইজক লোকেদের কাছে বাপ্তিস্মের কথা প্রচার
করার পর গালীলে এই ঘটনাগুলি শুরু হয়।
38আপনারা সেই নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে শুনেছেন,
শুনেছেন ঈশ্বর কিভাবে তাঁকে পবিত্র আত্মায় ও
পরাক্রমের সঙ্গে অভিষেক করেছিলেন। যীশু সর্বত্র
মানুষের মঙ্গল করে বেড়াতেন; আর যারা দিয়াবলের
কবলে পড়েছিল তাদের তিনি মুক্ত করতেন, কারণ
ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। 39যিহূদা ও জেরুশালেমে
যীশু যা কিছু করেছেন, আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি,
আমরা তার সাক্ষী। তারা তাঁকে কাঠের তৈরী এক
ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে; 40কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যুর
তিন দিনের মাথায় জীবিত করেছেন। ঈশ্বর লোকদের
কাছে যীশুকে জীবিতরূপে দেখালেন। 41কিন্তু তিনি
সকলকে দেখা দেন নি। ঈশ্বর পূর্বেই সাক্ষীরূপে যাদের
মনোনীত করেছিলেন, কেবল তারাই তাঁকে দেখতে
পেয়েছিলেন; আমরাই সেইসব সাক্ষী! মৃতদের মধ্য
থেকে জীবিত হবার পর আমরা যীশুর সঙ্গে পান-আহার
করেছি;
42আর তিনি আমাদের আদেশ দিলেন, যেন আমরা
লোকদের মাঝে প্রচার করি আর সাক্ষ্য দিই যে তিনিই
সেই ব্যক্তি, যাঁকে ঈশ্বর সমস্ত জীবিত ও মৃত সকলের
বিচারকর্তা করে মনোনীত করেছেন। 43যে কেউ যীশুকে
বিশ্বাস করবে, সে পাপের ক্ষমা পাবে। যীশুর নামে
ঈশ্বর সেইসব লোকদের পাপ ক্ষমা করবেন। সমস্ত
ভাববাদী বলে গেছেন যে এ সত্য।"

অইহুদীদের কাছে পবিত্র আত্মা এলেন

44পিতর যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন যারা
সেখানে সেইসব কথা শুনছিল, তাদের সকলের ওপর
পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। 45ইহুদী সম্প্রদায় থেকে যে

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা পিতরের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন তাঁরা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কারণ অইহুদীদের ওপরও পবিত্র আত্মার দান নেমে এল। 46কারণ তাঁরা ওদেরকে নানা ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুনলেন। 47তখন পিতর বললেন, "কেউ কি এই লোকদের জলে বাপ্তাইজ করতে অস্বীকার করতে পারে? আমরা যেমন পবিত্র আত্মা পেয়েছি তারাও তো তেমনি পেয়েছে!" 48তখন তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে কর্ণীলিয়, তার পরিবারের লোকদের ও তাদের বন্ধুদের জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। এরপর তাঁরা পিতরকে তাঁদের সঙ্গে কিছু দিন থাকতে অনুরোধ করলেন।

পিতর জেরুশালেমে ফিরলেন

11 যিহূদিয়ার প্রেরিতেরা এবং বিশ্বাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন যে অইহুদীরাও ঈশ্বরের শিক্ষা গ্রহণ করেছে। 2পিতর যখন জেরুশালেমে এলেন, তখন কিছু ইহুদী সম্প্রদায়ের খ্রীষ্ট বিশ্বাসী তাঁর সমালোচনা করতে লাগল। 3তারা বলল, "দেখ, তুমি যারা ইহুদী নয় এবং যাদের সুন্নত হয় নি তাদের ঘরে গিয়েছিলে এমনকি সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেছিলে!"

4তখন পিতর তাদেরকে আগের সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে বললেন, 5"আমি যাফো শহরে প্রার্থনা করছিলাম; সেই সময় ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এক দর্শন পেলাম। আমি দেখলাম, একটা বড় চাদরের মত কিছু, তার চারটি খুঁট ধরে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা আমার কাছে এলে 6আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম তার মধ্যে ভূচর গৃহপালিত পশু, সকল হিংস্র বন্য জন্তু, সরীসৃপ ও আকাশের পাখিরা আছে। 7তখন আমি এক রব শুনতে পেলাম যা আমায় বলছে, 'পিতর ওঠ, এদের মেরে খাও!' 8কিন্তু আমি বললাম, 'না, প্রভু, এ হতে পারে না! কারণ অপবিত্র অশুদ্ধ কোন কিছু কখনও আমি খাই না!' 9আকাশ থেকে সেই রব দ্বিতীয় বার ভেসে এল, 'ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন তুমি তা অপবিত্র বোল না।'

10এইভাবে তিনবার সেই রব শোনা গেল, পরে সে সব আবার আকাশে টেনে তুলে নেওয়া হল, 11আর আমি যেখানে ছিলাম সেই বাড়িতে তখনই তিন জন লোক এল। তাদেরকে কৈসরিয়া থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল; 12আর আত্মা আমায় বললেন, "কোনরকম দ্বিধা না করে তুমি ওদের সঙ্গে যাও। এই ছ'জন ভাইও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন; আর আমরা কর্ণীলিয়র বাড়িতে গেলাম। 13তিনি কিভাবে একজন স্বর্গদূতকে তাঁর বাড়িতে দাঁড়াতে দেখেছিলেন তা আমাদের জানালেন। সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'যাফোতে লোকদের পাঠাও; সেখান থেকে শিমোন যাকে পিতর বলে তাকে আমন্ত্রণ দিয়ে আনাও; 14তিনি এসে যে সব কথা বলবেন তারই দ্বারা তুমি ও তোমার গৃহের সকলে উদ্ধার লাভ করবে।' 15আমি যখন কথা বলতে শুরু করলাম, পবিত্র আত্মা তখন তাদের ওপর নেমে এলেন, যেমন শুরুতে আমাদের ওপর এসেছিলেন। 16এরপর প্রভু যা বলেছিলেন তা আমার মনে পড়ল। প্রভু যীশু বলেছিলেন, 'যোহন জলে বাপ্তাইজ করছেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে।' 17আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করলে ঈশ্বর আমাদের যে দান দিয়েছিলেন, তেমনি তারা বিশ্বাসী হলে ঈশ্বর তাদের সমান বরদান করলেন, সেক্ষেত্রে আমি কি ঈশ্বরের কাজে বাধাদান করতে পারি? না!"

18ইহুদী বিশ্বাসীরা যখন এই সব কথা শুনল, তারা তর্ক থামিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বলল, "তাহলে আমাদেরই মত অইহুদীদেরও ঈশ্বর জীবন লাভ করার জন্য মন-ফিরানোর সুযোগ দিলেন!"

আন্তিয়খিয়ায় সুসমাচার প্রচার

19স্তিফানের হত্যার পর নির্যাতন শুরু হয়েছিল, ফলে বিশ্বাসীরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বহুদূর অর্থাৎ ফৈনীকিয়া, কুপ্র ও আন্তিয়খিয়ায় পালিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র ইহুদীদের কাছেই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। 20তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাসী কুপ্রীয় ও কুরিণীয় দেশের লোক ছিলেন, যাঁরা আন্তিয়খিয়ায় এসে গ্রীক ভাষাবাদী ইহুদীদের কাছে প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। 21প্রভুর পরাক্রম তাঁদের সাথে ছিল, ফলে বহুলোক প্রভু যীশুর ওপর বিশ্বাস করে তাঁর অনুসারী হল।

22জেরুশালেমের বিশ্বাসী মণ্ডলী যখন সেই সংবাদ শুনলেন, তাঁরা বার্ণবাকে আন্তিয়খিয়ায় পাঠালেন। 23-24বার্ণবা একজন ভালো লোক ছিলেন; তিনি পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আন্তিয়খিয়ায় গিয়ে বার্ণবা দেখলেন যে ঈশ্বর সেখানকার লোকদের আরো কত আশীর্বাদ করেছেন। এতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়ে, তাদের হৃদয় দিয়ে প্রভুর প্রতি সদাই বিশ্বস্ত থাকতে উৎসাহ দিলেন; আর বহুসংখ্যক লোক প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হলেন।

25বার্ণবা শৌলের খোঁজে তার্ষে গেলেন। 26সেখানে শৌলের দেখা পেয়ে তিনি তাঁকে আন্তিয়খিয়াতে নিয়ে এলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ এক বছর বিশ্বাসী সমাবেশে থেকে বহু লোককে শিক্ষা দিলেন। আন্তিয়খিয়াতেই অনুগামীরা প্রথম "খ্রীষ্টীয়ান" নামে অভিহিত হলেন।

27এই সময় কয়েকজন ভাববাদী জেরুশালেম থেকে আন্তিয়খিয়াতে এলেন। 28তাঁদের মধ্যে আগাব নামে এক ভাববাদী উঠে দাঁড়িয়ে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ভাববাণী করলেন যে, "সারা জগতে এক মহা দুর্ভিক্ষ আসছে। লোকদের খাদ্যের অভাব হবে।" সম্রাট ক্লৌদিয়ের সময় এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। 29প্রত্যেক শিষ্য তাঁদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে যিহূদার বিশ্বাসী ভাইয়েদের সাহায্য পাঠাবার জন্য মনস্থির করলেন। 30তাই তাঁরা বার্ণবা ও শৌলের মাধ্যমে তাঁদের সংগৃহীত অর্থ পাঠিয়ে এই কাজ করলেন।

আগ্রিপ্পার মণ্ডলীর উপর হেরোদের অত্যাচার

12 সেই সময় রাজা হেরোদ বিশ্বাসী মণ্ডলীর কিছু
লোকের ওপর নির্যাতন শুরু করলেন। 2যোহনের
ভাই যাকোবকে হেরোদ তরবারির আঘাতে হত্যা করার
নির্দেশ দিলেন। 3তিনি যখন দেখলেন এতে ইহুদীরা
খুব খুশী হল, তখন তিনি পিতরকে গ্রেপ্তার করলেন।
তখন ছিল ইহুদীদের নিস্তারপর্বের* সময়। 4পিতরকে
গ্রেপ্তার করে হেরোদ তাঁকে কারাগারে রাখলেন। তাঁকে
পাহারা দেবার জন্য চারজন করে ষোল জন সৈনিককে
নিয়োগ করলেন। তিনি মনে করলেন নিস্তারপর্বের পরে
পিতরকে জনসাধারণের কাছে বিচারের জন্য হাজির
করবেন। 5তাই পিতরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা
হল; কিন্তু বিশ্বাসী মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে
একাগ্রভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন।

পিতর কারাগার থেকে মুক্ত হলেন

6সেই রাতে পিতর দু'জন প্রহরারত সৈনিকের
মাঝখানে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, দুটি শেকল দিয়ে তাঁকে
বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং সৈনিকরা ফটকে পাহারা
দিচ্ছিল। হেরোদ ঠিক করেছিলেন যে পরদিন সকালে
বিচারের জন্য পিতরকে কারাগারের বাইরে আনবেন।
7হঠাৎ প্রভুর এক দূত সেখানে এসে দাঁড়ালেন; আর
কারাগারের মধ্যে একটা আলো ঝলসে উঠল। স্বর্গদূত
পিতরের গায়ে মৃদু আঘাত দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন,
"শিগ্‌গির ওঠ!" তখন তাঁর দু'হাতের শেকল খসে পড়ল।
8এরপর সেই স্বর্গদূত পিতরকে বললেন, "পোশাক পর,
আর পায়ে জুতো দাও।" পিতর সেই মত কাজ করলেন।
তখন স্বর্গদূত পিতরকে বললেন, "তোমার আলখাল্লাটি
গায়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর।" 9স্বর্গদূত বের হলেন
আর পিতর তাঁর পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে গেলেন;
কিন্তু স্বর্গদূত যা করলেন তা যে বাস্তবে সত্য তা তিনি
বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি মনে করলেন হয়তো
কোন দর্শন দেখছেন। 10তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয়
পাহারাদারদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন, আর
যেখান দিয়ে শহরে যাওয়া যায়, লোহার সেই বিরাট
ফটকের কাছে এলেন। সেই ফটক তাঁদের জন্য নিজে
থেকে খুলে গেল; আর তাঁরা সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে
গেলেন। তাঁরা দুজনে একটা রাস্তার শেষ পর্যন্ত গেলেন,
অমনি সেই স্বর্গদূত পিতরের কাছ থেকে হঠাৎ কোথায়
মিলিয়ে গেলেন। 11তখন পিতর বুঝলেন কি ঘটেছে
এবং বলে উঠলেন, "আমি নিশ্চয় জানলাম যে এসবই
বাস্তব। প্রভু তাঁর দূতকে পাঠিয়েছিলেন; আর তিনিই
হেরোদের ও যে ইহুদীরা নির্যাতন দেখবে ভেবেছিল
তাদের হাত থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন।"

12এই কথা বুঝতে পেরে তিনি মরিয়মের বাড়ির
দিকে রওনা দিলেন। এই মরিয়ম হলেন যোহনের মা।
এই যোহনকে আবার মার্কও বলে। এদের বাড়িতে
অনেকে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। 13পিতর এসে
বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন চাকরানী
এসে দরজায় কে তা জিজ্ঞেস করল। 14পিতরের কণ্ঠস্বর
চিনতে পেরে তার এত আনন্দ হল যে সে দরজা
খুলতে ভুলে গেল, আর দৌড়ে ভেতরে গিয়ে এই খবর
জানাল। সে বলল, "পিতর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে
আছেন!" 15তাঁরা তাকে বললেন, "তোমার মাথা খারাপ
হয়েছে!" কিন্তু সে যখন বারবার বলতে লাগল, তার
কথাই ঠিক, তখন তাঁরা বললেন, "তবে ও নিশ্চয়ই
তাঁর স্বর্গদূত।"

16কিন্তু পিতর দরজায় আঘাত করেই চললেন, আর
তাঁরা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে
গেলেন। 17তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিতে তাদের চুপ করতে
বললেন এবং প্রভু কিভাবে সেই কারাগার থেকে তাঁকে
উদ্ধার করে এনেছেন, সে কথা জানালেন। তিনি বললেন,
"তোমরা যাকোবকে ও অন্যান্য ভাইয়েদের এই ঘটনার
কথা জানাও।" পরে তিনি সেখান ছেড়ে অন্য জায়গায়
চলে গেলেন। 18সকাল হলে প্রহরারত সৈনিকদের মধ্যে
একটা হৈচৈ পড়ে গেল। পিতরের কি হল, এই ভেবে
তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। 19এরপর হেরোদ পিতরকে
অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন; কিন্তু তাঁকে না পেয়ে
প্রহরীদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি সেই
প্রহরীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

হেরোদ আগ্রিপ্পার মৃত্যু

এরপর হেরোদ যিহূদা ছেড়ে কৈসরিয়া শহরে গিয়ে
কিছুকাল সেখানে থাকলেন। 20হেরোদ সোরীয় ও
সীদোনীয়ের লোকদের ওপর খুবই ক্রুদ্ধ ছিলেন। তারা
দল বেঁধে হেরোদের সঙ্গে দেখা করতে এল। রাজার
একান্ত সচিব ব্লাস্তকে নিজেদের দলে টেনে তারা
হেরোদকে শান্তির জন্য অনুরোধ করল, কারণ তাদের
দেশ রাজার দেশের ওপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল ছিল।

21এক নিরূপিত দিনে, হেরোদ রাজকীয় পোশাক
পরে সিংহাসনে এসে বসলেন এবং লোকদের কাছে
ভাষণ দিতে লাগলেন। 22লোকেরা চিৎকার করতে
লাগল, "এতো মানুষের কণ্ঠস্বর নয়, এ যে ঈশ্বরের
কণ্ঠস্বর!"

23হেরোদ এই প্রশংসা কুড়ালেন, ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য
গৌরব দিলেন না। হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে হেরোদকে
আঘাত করলে তিনি অসুস্থ হলেন। তাঁর শরীর কীটে
খেয়ে ফেলল, ফলে তিনি মারা গেলেন।

24এদিকে ঈশ্বরের বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আর
বহু লোক তাতে বিশ্বাস করল।

25বার্ণবা ও শৌল জেরুশালেমে তাঁদের কাজ সেরে
আন্তিয়খিয়ায় ফিরে গেলেন। তাঁরা যোহন, যাকে মার্ক
বলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

বার্ণবা ও শৌল বিশেষ কাজে মনোনীত

13 সেই সময় আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে কয়েকজন
ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা হলেন: বার্ণবা,

নিস্তারপর্ব ইহুদীদের গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন। প্রতি বছর এই দিন তারা বিশেষ খাবার খায় এবং মোশির সময়ে ঈশ্বর কিভাবে মিশরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন তা স্মরণ করে।

শিমোন যাকে নীগের বলা হত, কুরীণীয় শহরের লুকিয়, মনহেম ইনি শাসনকর্তা হেরোদের সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন ও শৌল। 2তাঁরা প্রভুর সেবায় রত ছিলেন ও উপবাস করছিলেন। সেই সময় একদিন পবিত্র আত্মা বললেন, "বার্ণবা ও শৌলকে আমার জন্য পৃথক করে দাও; কারণ একটি বিশেষ কাজের জন্য আমি তাদের মনোনীত করেছি।"

3তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনার পর বার্ণবা ও শৌলের ওপর হাত রেখে তাঁদের বিদায় দিলেন।

বার্ণবা ও শৌল কুপ্রীয়তে গেলেন

4এইভাবে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চালিত হয়ে তাঁরা সিলূকিয়া শহরে গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে করে কুপ্র দ্বীপে রওনা দিলেন। 5তাঁরা সালামী শহরে পৌঁছে ইহুদীদের সমাজ-গৃহগুলিতে গিয়ে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করলেন। যোহন মার্ক তাঁদের সহকারী রূপে কাজ করছিলেন।

6তাঁরা সেই দ্বীপের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পরে পাফোসে এসে উঠলেন। সেখানে তাঁরা বর-যীশু নামে এক ইহুদী যাদুকর ও ভণ্ড ভাববাদীর দেখা পেলেন। 7সে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল সের্গীয় পৌলের উপদেষ্টা ছিল। সের্গীয় পৌল ছিলেন একজন বুদ্ধিমান লোক। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বার্তা শুনতে চাইলেন। 8কিন্তু সেই যাদুকর ইলুমা এই ছিল বর যীশুর গ্রীক নাম বার্ণবা ও পৌলের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্যপালকে খ্রীষ্টে বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। 9তখন শৌল যাকে পৌলও বলে, তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ইলুমার দিকে সোজাসুজি তাকালেন। 10বললেন, "তুই ছল-চাতুরীতে ভরা লোক! তুই দিয়াবলের ছেলে! যা কিছু ঠিক, তুই তার শত্রু! তুই কি প্রভুর সত্য পথকে বিকৃত করতে ক্ষান্ত হবি না? 11দেখ, প্রভুর হাত এখন তোর ওপর। তুই অন্ধ হয়ে যাবি, আর কিছু দিন সূর্যের আলো আর দেখতে পাবি না।"

সঙ্গে সঙ্গে এক গভীর অন্ধকার তার ওপর নেমে এল, আর সে চারদিকে হাতড়াতে লাগল, তাকে হাত ধরে সেখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য লোকদের অনুরোধ করতে লাগল। 12তখন সেই ঘটনা দেখে রাজ্যপাল বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি প্রভুর বিষয়ে শিক্ষার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

পৌল এবং বার্ণবার কুপ্রীয় ত্যাগ

13পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা পাফঃ থেকে জলপথে রওনা দিয়ে পাম্ফুলিয়ার পর্গাতে এলেন; কিন্তু যোহন তাঁদের ছেড়ে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 14তাঁরা পর্গা থেকে আবার যাত্রা শুরু করে পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। এক বিশ্রামবারে পৌল ও বার্ণবা ইহুদীদের এক সমাজ-গৃহে গিয়ে বসলেন। 15মোশির বিধি-ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হলে পরে, সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ তাদের বলে পাঠালেন, "ভাইয়েরা, লোকদের কাছে শিক্ষা দেবার ও উৎসাহ যোগাবার মত যদি আপনাদের কিছু থাকে তবে এগিয়ে এসে তা বলুন।"

16তখন পৌল উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলতে থাকলেন, "হে ইস্রায়েলী লোকেরা ও অইহুদীরা, আপনারা যারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন তারা আমার কথা শুনুন। 17এই ইস্রায়েলীদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনীত করেছিলেন, আর মিশর দেশে প্রবাসীরূপে থাকার সময় তিনি আমাদের লোকদের উন্নত করেছিলেন। সেই দেশ থেকে ঈশ্বর মহাপরাক্রমে তাদের বের করে আনলেন। 18প্রায় চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরের মধ্যে ঈশ্বর তাদের সব রকমের ব্যবহার সহ্য করলেন। 19তিনি কণানের সাতটি জাতিকে উচ্ছেদ করে সেইসব জাতির দেশ ইস্রায়েলীদের দিলেন। 20এইভাবে প্রায় চারশো পঞ্চাশ বছর কেটে গেল।

"এরপর ভাববাদী শমূয়েলের সময় পর্যন্ত ঈশ্বর কয়েকজন বিচারক দিলেন; 21তারপর তারা একজন রাজা চাইলে বিন্যামীন গোষ্ঠীর কীশের ছেলে শৌলকে ঈশ্বর দিলেন, যে চল্লিশ বছর ধরে তাদের ওপর রাজত্ব করল। 22পরে তিনি তাকে সরিয়ে, দায়ূদকে তাদের রাজা করলেন। ঈশ্বর তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, 'আমি যিশয়ের ছেলে দায়ূদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত লোক। আমি তাঁকে যা করতে বলব সে তা করবে।' 23দায়ূদের বংশে ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইস্রায়েলের জন্য এক ত্রাণকর্তা আনলেন, তিনি যীশু। 24তাঁর আসার আগে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল জাতির কাছে মন-ফিরানোর এক বাপ্তিস্ম ঘোষণা করলেন। 25যোহন তাঁর কাজের শেষের দিকে বলতেন, 'আমি কে, তোমরা কি মনে কর? আমি সেই খ্রীষ্ট নই। আমার পর যিনি আসছেন, তাঁর জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতাও আমার নেই।'

26"ভাইয়েরা, অব্রাহামের বংশধরেরা, আর অইহুদীদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, আপনারা সকলে জানুন যে আমাদেরই কাছে পরিত্রাণের এই বার্তা পাঠানো হয়েছে। 27জেরুশালেমের অধিবাসীরা ও তাদের নেতারা যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা হিসেবে চিনতে পারেনি, যদিও ভাববাদীদের বাক্য যা প্রভু যীশুর সম্বন্ধে বলে তা তাদের কাছেই প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা হোত। যিহুদীরাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করল; আর এইভাবে তারা ভাববাদীদের বাক্য সফল করেছে।

28মৃত্যুদণ্ড দেবার মতো তাঁর কোন দোষ না পেলেও তারা পীলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার জন্য দাবী জানায়। 29যীশুর বিষয়ে যা কিছু শাস্ত্রে লেখা হয়েছে তার সবকিছু সম্পন্ন করবার পর তারা তাঁর মৃতদেহ সেই ক্রুশ থেকে নামিয়ে এক কবরে রেখেছিল; 30কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে পুনর্জীবিত করলেন। 31যারা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে জেরুশালেমে এসেছিলেন, তাদের তিনি অনেক দিন পর্যন্ত দেখা দিয়েছিলেন। তারাই এখন লোকদের কাছে সর্বসমক্ষে তাঁর সাক্ষী। 32আমরা আপনাদের কাছে এই সুসমাচার জানাচ্ছি, যা ঈশ্বর

আমাদের পিতৃপুরুষের কাছে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ দিয়েছিলেন; 33যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করে ঈশ্বর আমাদের জন্যে অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের জন্যে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। যেমন দ্বিতীয় গীতে লেখা আছে:

'তুমি আমার পুত্র, আজই আমি তোমার পিতা হয়েছি।' *গীতসংহিতা 2:7*

34ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। যীশু আর কখনও ক্ষয় পাবেন না। এই বিষয়ে ঈশ্বর বলেছেন:

'আমি দায়ূদের কাছে যে পবিত্র ও সত্য প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলাম, তা তোমাকে দেব।'

যিশাইয় 55:3

35আবার আর এক জায়গায় ঈশ্বর বলেছেন:

'তুমি তোমার পবিত্রতমকে ক্ষয় দেখতে দেবে না।'

গীতসংহিতা 16:10

36দায়ূদ তাঁর সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পর মারা গেলে পিতৃপুরুষের কবরের মধ্যে তাকেও কবর দেওয়া হোল ও তার দেহও ক্ষয় পেল! 37কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে (যীশুকে) মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি ক্ষয় দেখেন নি। 38-39তাই ভাইয়েরা, আমি চাই আপনারা জানুন যে, এই যীশুর মাধ্যমেই পাপের ক্ষমা লাভের কথা আপনাদের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে। মোশির বিধি-ব্যবস্থায় আপনারা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারতেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি যে যীশুর ওপর বিশ্বাস করে, সে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। 40তাই সাবধান! ভাববাদীরা যা বলে গেছেন, তা যেন আপনাদের জীবনে ফলে না যায়। ভাববাদীরা বললেন:

41'শোন, তোমরা যারা উপহাস কর! তোমরা দেখ, অবাক হও ও ধ্বংস হয়ে যাও, কারণ আমি তোমাদের সময়ে এমন কাজ করেছি, যে কাজের কথা তোমাদের বলা হলেও তোমরা বিশ্বাস করবে না।" *হবক্কুক 1:5*

42পৌল ও বার্ণবা যখন সমাজ-গৃহ থেকে চলে যাচ্ছেন, তখন লোকেরা অনুরোধ করল যেন পরের বিশ্রামবারে তারা আরো বিস্তারিতভাবে ঐসব কথা তাদের জানান। 43সমাজ-গৃহের সভা শেষ হলে, অনেক ইহুদী ও ইহুদী ধর্মাবলম্বী ভক্ত লোকেরা পৌল ও বার্ণবার পিছনে পিছনে গেল। পৌল ও বার্ণবা ঐসব লোকদের সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে আস্থা রেখে চলার পরামর্শ দিলেন।

44পরের বিশ্রামবারে সেই শহরের প্রায় সমস্ত লোক প্রভুর কথা শোনার জন্য সমবেত হোল; 45কিন্তু ইহুদীরা অতো লোকের সমাগম দেখে ঈর্ষাতে পূর্ণ হোল। তারা পৌলের কথার প্রতিবাদ করে তাদের অপমানও করতে লাগল। 46কিন্তু পৌল ও বার্ণবা নির্ভীকভাবে বলতে থাকলেন, "প্রথমে তোমরা যারা ইহুদী তোমাদেরই কাছে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তোমরা যখন তা অগ্রাহ্য করে নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য মনে করছ, তখন আমরা অইহুদীদের কাছেই যাব। 47কারণ প্রভু আমাদের এমনই আদেশ করেছেন:

'আমি তোমাদের অইহুদীদের কাছে দীপ্তিস্বরূপ করেছি, যেন তোমরা জগতের সমস্ত লোকের কাছে পরিত্রাণের পথ জ্ঞাত কর।" *যিশাইয় 49:6*

48অইহুদীরা পৌলের এই কথা শুনে আনন্দিত হল ও প্রভুর বার্তার সম্মান করল। আর যারা অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত হয়েছিল, তারা বিশ্বাস করল।

49প্রভুর এই বার্তা সেই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। 50এদিকে কিছু ইহুদীরা ভক্তিমতি ও সম্মানীয় মহিলাদের ও শহরের নেতাদের উত্তেজিত করে পৌল ও বার্ণবার প্রতি নির্যাতন শুরু করল, আর নিজেদের অঞ্চল থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দিল। 51তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয়ে চলে গেলেন। 52এদিকে আন্তিয়কে অনুগামীরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকলেন।

ইকনিয়ে পৌল ও বার্ণবা

14 এরপর পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের কাজের পদ্ধতি অনুযায়ী সেই একইভাবে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানকার লোকদের কাছে পৌল ও বার্ণবা এতো সুন্দরভাবে কথা বললেন, যে অনেক ইহুদী ও গ্রীক তাঁদের কথায় বিশ্বাস করল। 2কিন্তু কিছু ইহুদীরা বিশ্বাস করল না এবং তারা ভাইদের বিরুদ্ধে অইহুদীদের ক্ষেপিয়ে তুলল। 3পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে অনেক দিন থেকে গেলেন, আর তাঁরা নির্ভীকভাবে প্রভুর কথা বলে যেতে লাগলেন। তাঁরা প্রভুর অনুগ্রহের কথা প্রচার করতেন; আর প্রভুও তাঁদের মাধ্যমে নানা অলৌকিক কাজ করে সেই প্রচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন। 4সেই শহরের লোকেরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেল, একদল ইহুদীদের পক্ষে আর অন্য দল প্রেরিতদের পক্ষ নিল।

5তখন অইহুদীরা ও ইহুদীরা তাদের সমাজপতিদের সঙ্গে এক হয়ে পৌল ও বার্ণবাকে অপমান করে পাথর মেরে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। 6পৌল ও বার্ণবা তা জানতে পেরে সেই শহর ছেড়ে গেলেন। তাঁরা লুকায়নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী শহরে ও তার চারপাশের অঞ্চলে চলে গেলেন; 7আর সেখানেও তাঁরা সুসমাচার প্রচারের কাজ চালিয়ে গেলেন।

লুস্ত্রা ও দর্বীতে পৌল

8লুস্ত্রায় একজন লোক বসে থাকত, সে তার পা ব্যবহার করতে পারত না। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিল, কখনও হাঁটা চলা করে নি। 9সেই লোকটি বসে বসে পৌলের কথা শুনছিল। পৌল তার দিকে চেয়ে দেখলেন সুস্থ হবার জন্য লোকটির ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে। 10পৌল তখন তাকে ডেকে বললেন, "তোমার দু পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও!" আর সে লাফ দিয়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল। 11পৌল যা করলেন

তা দেখে লোকেরা লুকায়নীয় ভাষায় বলে উঠল, "দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!"

12তারা বার্ণবাকে বলল, "দ্যুপিতর"* আর পৌলকে বলল, "মর্কুরিয়",* কারণ পৌল ছিলেন প্রধান বক্তা। 13শহরের ঠিক সামনেই দ্যুপিতের যে মন্দির ছিল, তার যাজক কয়েকটা ষাঁড় ও মালা নিয়ে শহরের ফটকে এল ও লোকদের সঙ্গে সেখানে তা বলিদান করে পৌল ও বার্ণবার কাছে উৎসর্গ করতে চাইল।

14কিন্তু প্রেরিত বার্ণবা ও পৌল যখন একথা বুঝলেন, তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে দৌড়ে বাইরে গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, 15"আহা, তোমরা এ করছ কি? আমরাও তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ! আমরা তোমাদের সুসমাচার শোনাতে এসেছি। এইসব অসারতার মধ্য থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরতে হবে। ঈশ্বরই আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন। 16তিনিই অতীতে সমস্ত জাতিকে নিজেদের খুশী মতো পথে চলতে দিয়েছেন। 17তথাপি ঈশ্বর যে আছেন এর প্রমাণের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন । তিনি সকলের মঙ্গল করছেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি ও বিভিন্ন ঋতুতে শস্য দিচ্ছেন। তিনি তোমাদের খাদ্য যোগাচ্ছেন ও তোমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ করছেন।" 18এইসব কথা পৌল ও বার্ণবা অনেক করে বোঝালেও তাঁদের উদ্দেশ্যে বলিদান করা থেকে কোনভাবেই এই লোকদের রুখতে পারলেন না।

19এই ঘটনার পর ইকনিয় ও আন্তিয়খিয়া থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে লোকদের পৌলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করল। তারা পৌলের ওপর পাথর ছুঁড়ল, তাঁকে টেনে এনে শহরের বাইরে নিয়ে গেল। তারা মনে করল পৌল বুঝি মারাই গেছেন। 20কিন্তু যীশুর অনুগামীরা এসে তাঁর চারপাশে দাঁড়ালে তিনি উঠে তাদের সঙ্গে শহরে গেলেন। পরদিন তিনি বার্ণবার সঙ্গে দর্বীতে চলে গেলেন।

সুরিয়ার আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন

21সেই শহরে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করলেন, আর বহুলোক যীশুর অনুগামী হোল। এরপর তাঁরা লুস্ত্রা হয়ে ইকনিয় ও পরে আন্তিয়খিয়ায় ফিরে এলেন। 22তাঁরা ঐসব শহরে শিষ্যদের শক্তি জোগালেন। সমস্ত নির্যাতনের মধ্যেও বিশ্বাসে অটল থাকতে তাঁদের সাহস দিয়ে বললেন, "অনেক দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।" 23তাঁরা প্রত্যেকটি বিশ্বাসী মণ্ডলীর জন্য প্রাচীনদের নিয়োগ করলেন। এই প্রাচীনেরা, যারা প্রভুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, প্রার্থনা ও উপবাসের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে তাঁরা প্রভুর হাতে সঁপে দিলেন।

24এরপর তাঁরা পিষিদিয়ার মধ্য দিয়ে পাম্ফুলিয়ায় গেলেন। 25তারপর পর্গায় আবার সুসমাচার প্রচার করলেন ও সেখান থেকে অত্তালিয়ায় চলে গেলেন। 26সেখান থেকে তারা জাহাজে করে আন্তিয়খিয়ায় গেলেন। যে কাজ তারা এখন শেষ করলেন, সেই কাজের জন্যই এই শহর থেকে বিশ্বাসীরা পৌল ও বার্ণবাকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

27পৌল ও বার্ণবা ফিরে এসে মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের একত্র করলেন; আর ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে থেকে যে সব কাজ করেছিলেন ও অইহুদীদের জন্য বিশ্বাসের যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সে সব কথা তাঁদের জানালেন! 28পরে তাঁরা অনুগামীদের সঙ্গে সেখানে দীর্ঘ সময় থাকলেন।

জেরুশালেমে সভা

15 যিহুদা থেকে কয়েকজন লোক এসে শিক্ষা দিতে লাগল। তারা অইহুদী ভাইদের শিক্ষা দিয়ে বলল, "মোশির বিধান অনুসারে সুন্নত সংস্কার না করলে তোমরা উদ্ধার পাবে না।" 2পৌল ও বার্ণবা এই শিক্ষার বিরোধিতা করলেন। সেই লোকদের সঙ্গে পৌল ও বার্ণবার তর্ক হল। ঠিক হল এই তর্কের মীমাংসার জন্য পৌল, বার্ণবা ও আরও কয়েকজনকে জেরুশালেমে প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের কাছে পাঠানো হবে।

3তখন মণ্ডলী তাঁদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই বিশ্বাসীরা যাত্রা পথে ফৈনীকিয়া ও শমরিয়া হয়ে গেলেন ও অইহুদীরা যে খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে তা জানালেন, এতে বিশ্বাসীদের মধ্যে খুবই আনন্দ হল। 4পৌল, বার্ণবা ও অন্যান্যরা জেরুশালেমে পৌঁছালেন। বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা তাঁদের স্বাগত জানালেন। ঈশ্বর তাদের সঙ্গে যা করেছেন, পৌল ও বার্ণবা সে সব কথা জানালেন। 5কিন্তু ফরীশীদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বাসী হয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "অইহুদীদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়েছে, তাদের সুন্নত করা ও মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা পালনে বাধ্য করা হবে।"

6এরপর প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা এই প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সমবেত হলেন। 7দীর্ঘক্ষণ ধরে নানা কথা কাটাকাটির পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন, "ভাইয়েরা আপনারা জানেন, পূর্বের দিনগুলিতে ঈশ্বর আপনাদের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছিলেন, যেন অইহুদীদের কাছে আমি সুসমাচার প্রচার করি। তারা আমার মুখে সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করেছিল। 8ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তর সকল জানেন তিনি অইহুদীদের তাঁর রাজ্যে গ্রহণ করলেন এবং এর সাক্ষ্যস্বরূপ তাদের পবিত্র আত্মা দিলেন, যেমন আমাদের দিয়েছিলেন। 9তাদের ও আমাদের মধ্যে ঈশ্বর কোন প্রভেদ রাখেন নি, বরং বিশ্বাস করলে পর ঈশ্বর তাদের অন্তরও শুদ্ধ করলেন। 10এখন এই অইহুদী ভাইদের কাঁধে কেন আপনারা ভারী যোয়াল চাপিয়ে দিতে চাইছেন? ঈশ্বরকে কি

দ্যুপিতর গ্রীকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতা।

মর্কুরিয় অন্য গ্রীক দেবতা, গ্রীকদের বিশ্বাস মতে যে দেবতাদের বার্তাবাহক ছিল।

আপনারা ক্রুদ্ধ করতে চান? আমরা ও আমাদের
পিতৃপুরুষদের এমন শক্তি ছিল না যে সেই ভারী যোয়াল
বহন করি। 11কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এই অইহুদী
বিশ্বাসীরা আমাদের মত প্রভু যীশুর অনুগ্রহেই উদ্ধার
লাভ করবে!”

12তখন সমস্ত লোক নীরব হয়ে গেল; আর বার্ণবা
ও পৌলের মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বর কি কি
অলৌকিক কাজ করেছেন, তাদের কাছ থেকে সে সব
ঘটনার কথা শুনল। 13তাদের কথা বলা শেষ হলে
যাকোব বলতে শুরু করলেন, “ভায়েরা, আমার কথা
শুনুন।

14অইহুদীদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা
আপনারা ভাই শিমোনের মুখে শুনেছেন। এই প্রথম
যখন ঈশ্বর অইহুদীদের গ্রহণ করলেন ও তাদের তাঁর
প্রজা করে নিলেন। 15ভাববাদীদের কথাও এর সাথে
মেলে যেমন লেখা আছে:

16‘এরপর আমি ফিরে আসব, আর দায়ূদের যে ঘর
ভেঙ্গে গেছে, তা পুনরায় গাঁথব। আমি তার ধ্বংসস্থান
আবার গেঁথে তুলব, তা নতুন করে স্থাপন করব।
17যেন মানবজাতির বাকি অংশ প্রভুর অন্বেষণ করে,
আর সমস্ত অইহুদীদের যাদেরকে আমার নামে আহ্বান
করা হয়েছে, তারা ও সকলে প্রভুর অন্বেষণ করে।
ঈশ্বর একথা বলেন এবং তিনিই এসব করেছেন।
18ঈশ্বর বহুপূর্বেই এই বিষয়গুলি জানিয়েছেন।

আমোষ 9:11-12

19“তাই আমার বিচার এই যে অইহুদীদের মধ্য থেকে
যারা ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে আমরা তাদের কষ্ট দেব
না। 20এর পরিবর্তে আমরা তাদের পত্র লিখে এই কথা
জানাবো।

তারা যেন প্রতিমা সংক্রান্ত কোন অশুচি খাদ্য না
খায়, যৌন পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে, গলা টিপে
মারা কোন প্রাণীর মাংস না খায় বা রক্ত আস্বাদন না
করে।

21তাদের এবিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ
সেই আদিকাল থেকেই প্রতিটি শহরে ইহুদীদের সমাজ-
গৃহে এখনও মোশির এমন লোক আছে, যারা তাঁকে
অর্থাৎ তাঁর বিধি-ব্যবস্থার কথা প্রচার করে। তাছাড়া
প্রতি বিশ্রামবারে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে মোশির বিধি-
ব্যবস্থা পাঠ করা হয়।”

অইহুদী বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র

22তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা মণ্ডলীর
বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে একযোগে তাঁদের মধ্য থেকে
কয়েকজনকে মনোনীত করে পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে
আন্তিয়খিয়ায় পাঠাবার বিষয়ে ঠিক করলেন। তাঁরা
যিহূদা, বার্শব্বা ও সীলকে মনোনীত করলেন, এরা
ভাইদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

23তাদের সঙ্গে তারা এইরকম এক পত্র লিখে
পাঠালেন:

আন্তিয়খিয়ায়, সুরিয়া ও কিলিকিয়ার অইহুদী
সমবিশ্বাসী ভাইদের কাছে প্রেরিতদের ও মণ্ডলীর
প্রাচীনদের শুভেচ্ছা।

প্রিয় ভাইয়েরা,
24আমরা শুনতে পেয়েছি যে আমাদের নির্দেশ
ছাড়াই এমন কয়েকজন লোক এখান থেকে গিয়ে
নানা কথা বলে তোমাদের মন অস্থির করে তুলেছে
ও তোমাদের নানা সমস্যার মধ্যে ফেলেছে!
25আমরা সকলে একমত হয়েছি যে কয়েকজনকে
মনোনীত করে আমাদের প্রিয় ভাই বার্ণবা ও
পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাব। 26এই
লোকেরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে
নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। 27তাই এদের
সঙ্গে আমরা যিহূদা ও সীলকে পাঠাচ্ছি, এরা
তোমাদের একই কথা বলবেন। 28কারণ পবিত্র
আত্মার কাছে এবং আমাদের কাছেও এটাই
ভাল মনে হল যে এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি
ছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছুই তোমাদের ওপর
ভারস্বরূপ চাপিয়ে দেব না।

29তোমরা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা কোন
খাদ্যবস্তু খাবে না, রক্ত এবং গলা টিপে মারা
কোন প্রাণীর মাংস খাবে না; আর যৌন পাপ কর্ম
থেকে দূরে থাকবে।

তোমরা যদি নিজেদের এর থেকে দূরে রাখ তাহলে
তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমাদের সকলের জন্য
আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

30তাই পৌল, বার্ণবা, যিহূদা ও সীল জেরুশালেম
থেকে রওনা হয়ে আন্তিয়খিয়ায় এলেন। তাঁরা লোকদের
সমবেত করে সেই চিঠিটি দিলেন। 31চিঠিটি পড়ার পর
তারা সবাই সেই উৎসাহোদ্দীপক চিঠির জন্য আনন্দ
করতে থাকলেন। 32যিহূদা ও সীল উভয়ে ভাববাদী
হওয়াতে ভাইদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে
তাদের উৎসাহ দিলেন ও শক্তি জোগালেন। 33যিহূদা
ও সীল কিছুদিন সেখানে থাকার পর যারা তাদের
পাঠিয়েছিলেন, তাদের কাছে অর্থাৎ জেরুশালেমে ফিরে
যাবার জন্য ভাইদের কাছ থেকে শান্তিতে বিদায় পেলেন।
34*

35কিন্তু পৌল ও বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে কিছু সময়
কাটালেন। তারা অন্যান্য আরো অনেকের সঙ্গে প্রভুর
বার্তা শিক্ষা দিতেন ও সুসমাচার প্রচার করতেন।

পৌল ও বার্ণবা আলাদা হলেন

36কিছু সময় পর পৌল বার্ণবাকে বললেন, “চল
আমরা ফিরে যাই, প্রতিটি শহরে যেখানে আমরা প্রভুর
বার্তা প্রচার করেছিলাম, সেইসব জায়গায় গিয়ে দেখি
ভাইরা কেমন আছে।” 37বার্ণবা চাইলেন যেন যোহন

অর্থাৎ মার্কও তাঁদের সঙ্গে যান। 38কিন্তু পৌল ভাবলেন, একবার যে পাম্ফুলিয়াতে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাকে সঙ্গে না নেওয়াই ভাল। 39এর ফলে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল, শেষ পর্যন্ত তাঁরা পরস্পর আলাদা হয়ে গেলেন। বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে কুপ্রের দিকে রওনা দিলেন। 40পৌল সীলকে সঙ্গে নিলেন। ভাইরা আন্তিয়খিয়াতে প্রভুর সেবার ভার পৌলকে দিলেন। 41পৌল ও সীল সুরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বিভিন্ন মণ্ডলীকে আরও সুদৃঢ় করলেন।

পৌল ও সীলের সঙ্গে তীমথিয়র যাত্রা

16 পৌল, দর্বী ও লুস্ত্রার শহরে গেলেন; সেখানে তীমথিয় নামে একজন খ্রীষ্টানুসারী ছিলেন। তীমথিয়র মা ছিলেন ইহুদী খ্রীষ্টীয়ান, তাঁর বাবা ছিলেন গ্রীক। 2লুস্ত্রা ও ইকনীয়ের সকল ভাইয়েরা তীমথিয়কে শ্রদ্ধা করত ও তাঁর বিষয়ে সুখ্যাতি করত। 3পৌল চাইলেন সুসমাচার প্রচারের জন্য যেন তীমথিয় তাঁর সঙ্গে যান। তাই তিনি ঐসব জায়গার ইহুদীদের সন্তুষ্ট করতে তীমথিয়কে সুন্নত করালেন, কারণ তাঁর বাবা যে গ্রীক একথা সকলে জানত। 4পরে পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা বিভিন্ন শহরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে, সেখানকার বিশ্বাসী ভাইদের কাছে জেরুশালেমের প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের নির্ধারিত নির্দেশ জানালেন। 5এইভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ় হতে থাকল ও প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকল।

এশিয়ার বাইরে পৌলকে আহ্বান

6পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়ায় গেলেন, কারণ এশিয়ায় সুসমাচার প্রচার করার বিষয়ে পবিত্র আত্মা তাঁদের অনুমতি দিলেন না। 7তাঁরা মুশিয়ার সীমান্তে এলেন এবং বিথুনিয়ায় যেতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু যীশুর আত্মা তাদের সেখানেও যেতে দিলেন না। 8তাই তাঁরা মুশিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রোয়াতে গিয়ে পৌঁছালেন। 9সেই রাত্রে পৌল এক দর্শন পেলেন; তিনি দেখলেন একজন মাকিদনিয়ান লোক দাঁড়িয়ে অনুনয় করে বলছে, "মাকিদনিয়ায় আসুন! আমাদের সাহায্য করুন।" 10পৌলের এই দর্শন পাওয়ার পর, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মাকিদনিয়ায় যাওয়ার স্থির করলাম। আমরা বুঝতে পারলাম যে সেখানে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ঈশ্বর আমাদের ডাকছেন।

লুদিয়ার মন পরিবর্তন

11আমরা ত্রোয়া ছেড়ে জলপথে সোজা সামথ্রাকীতের দিকে রওনা দিলাম, আর পরদিন নিয়াপলিতে পৌঁছালাম। 12সেখান থেকে আমরা ফিলিপীতে গেলাম। ফিলিপী হল মাকিদনিয়ার ঐ অংশের এক উল্লেখযোগ্য শহর, এক রোমান উপনিবেশ, আমরা সেখানে কিছুদিন থাকলাম।

13বিশ্রামবারে আমরা শহরের ফটকের বাইরে নদীর ধারে গেলাম, মনে করলাম সেখানে নিশ্চয়ই কোন প্রার্থনার জায়গা আছে। আর সেখানে যে সব স্ত্রীলোক সমবেত হয়েছিলেন, আমরা তাদের কাছে কথা বলতে শুরু করলাম। 14সেখানে লুদিয়া নামে এক মহিলা ছিলেন; তাঁর বেগুণে রঙের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। থুয়াতীরা শহর থেকে আগত এই মহিলা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, আর ঈশ্বর তাঁর হৃদয় খুলে দিলে তিনি পৌলের কথা মন দিয়ে শুনে বিশ্বাস করলেন। 15তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে বাপ্তাইজ হলে পর, তিনি অনুরোধের সুরে আমাদের বললেন, "আপনারা যদি আমাকে প্রভুর প্রকৃত বিশ্বাসী মনে করে থাকেন, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।" আর তাঁর বাড়িতে থাকবার জন্য আমাদের অনেক পীড়াপীড়ি করলেন।

কারাগারে পৌল ও সীল

16একদিন আমরা যখন প্রার্থনা করার জন্য যাচ্ছিলাম, তখন একজন ক্রীতদাসী আমাদের সামনে এল। তার উপর এমন এক বিশেষ মন্দ আত্মা ভর করে ছিল যার প্রভাবে সে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারত। এই করে সে তার মনিবদের বেশ রোজগারের রাস্তা করে দিয়েছিল। 17সে আমাদের ও পৌলের পিছু ধরল আর চিৎকার করে বলতে লাগল, "এই লোকেরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস। তাঁরা বলছেন কিভাবে তোমরা উদ্ধার পেতে পারো!"

18এভাবে সে অনেকদিন ধরে বলতে লাগল। শেষে পৌল এতে বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই আত্মাকে বললেন, "যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোকে আদেশ করছি যে তুই এর থেকে বেরিয়ে যা।" তাতে সেই মন্দ আত্মা সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল।

19সেই ক্রীতদাসীর মনিবরা তা দেখল; আর সেই ক্রীতদাসীকে কাজে লাগিয়ে তাদের অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হল বুঝতে পেরে তারা পৌল ও সীলকে ধরে টানতে টানতে বাজারে কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গেল। 20তারা নগরের কর্তৃপক্ষের সামনে পৌল ও সীলকে নিয়ে এসে বলল, "এরা ইহুদী, আর এরা আমাদের শহরে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছে! 21এরা এমন সব রীতি-নীতি, পালনের কথা বলছে যা পালন করা আমাদের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কাজ, কারণ আমরা রোমান নাগরিক। আমরা ঐসব পালন করতে পারি না।" 22তখন সেই জনতা তাঁদের ওপর মারমুখী হয়ে উঠল। নগররক্ষকগণ পৌল ও সীলের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে তাঁদের বেত মারার জন্য হুকুম দিল। 23পৌল ও সীলকে জনতা খুব মারধোর করার পর নেতারা তাঁদের কারাগারে পুরে দিল এবং কারারক্ষককে কড়া পাহারা দিতে বলল। 24কারারক্ষক এই নির্দেশ পেয়ে পৌল ও সীলকে কারাগারের ভেতরের কক্ষে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে

পদ 34 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 34 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু সীল সেখানে থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন।"

বসানো কাঠের বেড়িগুলির মধ্যে তাঁদের পা আটকে দিল।

25মাঝরাতে পৌল ও সীল ঈশ্বরের স্তবগান ও প্রার্থনা করছিলেন, অন্য বন্দীরা তা শুনছিল। 26হঠাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের সব দরজা খুলে গেল, বন্দীদের শেকল খসে পড়ল। 27কারারক্ষক জেগে উঠে যখন দেখলেন যে কারাগারের সব দরজা খোলা তখন তিনি তাঁর তরবারি কোষ থেকে বের করে আত্মহত্যা করতে চাইলেন, কারণ তিনি ভাবলেন বন্দীরা সব পালিয়েছে। 28কিন্তু পৌল চিৎকার করে বলে উঠলেন, "নিজের ক্ষতি করবেন না! আমরা সকলেই এখানে আছি।"

29তখন কারারক্ষক কাউকে আলো আনতে বলে ভেতরে দৌড়ে গেলেন, আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের সামনে উপুড় হয়ে পড়লেন। 30পরে তাঁদের বাইরে নিয়ে এসে বললেন, "মহাশয়েরা, উদ্ধার পেতে হলে আমায় কি করতে হবে?"

31তাঁরা বললেন, "প্রভু যীশুর ওপর বিশ্বাস করুন, তাহলে আপনি ও আপনার গৃহের সকলেই উদ্ধার লাভ করবেন।" 32এরপর তাঁরা সেই কারারক্ষক ও তার বাড়ির লোকের কাছে প্রভুর বার্তা প্রচার করলেন। 33বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কারারক্ষক সেই রাতেই পৌল ও সীলের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিলেন এবং সপরিবারে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

34এরপর কারারক্ষক পৌল ও সীলকে নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে খুব আনন্দিত হলেন ।

35পরদিন সকাল হলে শাসকগণ রক্ষীবাহিনীদের দিয়ে কারারক্ষককে বলে পাঠালেন, "ঐ লোকদের ছেড়ে দাও!"

36তখন কারারক্ষক সেকথা পৌলকে জানালেন, "নগর অধ্যক্ষেরা আপনাদের ছেড়ে দেবার জন্য বলে পাঠিয়েছেন; তাই এখন আপনারা শান্তিতে এখান থেকে চলে যান।"

37কিন্তু পৌল তাদের বললেন, "আমরা রোমান নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের বিচার না করেই সকলের সামনে বেত মেরেছেন। শেষে আমাদের কারাগারে বন্দী করেছিলেন। এখন তারা চুপি-চুপি আমাদের ছেড়ে দিতে চাইছেন? এ হতে পারে না! তাদের এখানে আসতে হবে আর এসে আমাদের কারাগারের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।"

38সেই রক্ষীবাহিনীর লোকেরা বিচারকদের জানাল যে পৌল ও সীল রোমান নাগরিক, তখন তারা ভয় পেয়ে গেল। 39তাই তারা এসে ক্ষমা চাইল, আর তাঁদের কারাগারের বাইরে নিয়ে গিয়ে সেই শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করল। 40পৌল ও সীল কারাগার থেকে বার হয়ে লুদিয়ার বাড়ি গেলেন। সেখানে বিশ্বাসীদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সকলকে উৎসাহ দিলেন। এরপর পৌল ও সীল শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

পৌল ও সীল থিষলনীকীতে

17 এরপর তারা আম্ফিপলি ও অপল্লোনিয়ার ভেতর দিয়ে থিষলনীকীতে এলেন। এখানে ইহুদীদের একটি সমাজ-গৃহ ছিল। 2পৌল তাঁর রীতি অনুযায়ী ইহুদীদের দেখার জন্য একটি সমাজ-গৃহে গেলেন। তিনটি বিশ্রামবারে তিনি তাদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করলেন। 3ইহুদীদের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ করা ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের প্রয়োজন ছিল। পৌল বললেন, "এই যে যীশুকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি, ইনিই খ্রীষ্ট।" 4তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে সম্মতি জানাল এবং পৌল ও সীলের সঙ্গে যোগ দিল। এদের মধ্যে অনেক ভক্ত গ্রীক ছিল যারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করত, ও কিছু গণ্য-মান্য মহিলাও ছিলেন। 5কিন্তু ইহুদীদের মনে ঈর্ষা জাগল। তারা কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোককে বাজার থেকে জোগাড় করল; আর এইভাবে একটা দল তৈরী করে শহরে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল। তারা লোকসমক্ষে পৌল ও সীলকে দাঁড় করানোর জন্য যাসোনের বাড়িতে চড়াও হয়ে সেখানে তাঁদের খুঁজতে লাগল।

6কিন্তু সেখানে তাঁদের না পেয়ে তারা যাসোন ও অন্য কয়েকজন ভাইকে ধরে টানতে টানতে শহরের শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে গেল। তারপর তারা চিৎকার করে বলল, "এই যে লোকেরা সারা জগতে গোলমাল পাকিয়ে বেড়াচ্ছে; এরা এখন এখানে এসেছে! 7আর যাসোন কিনা তাদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। এরা সকলে কৈসরের আইনের বিরোধিতা করে, এরা বলে বেড়াচ্ছে যে যীশু বলে আর একজন রাজা আছে।" 8এই কথা শুনে সমবেত জনতা ও কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হোল। 9তারা যাসোন ও বাকী আর সকলের জরিমানা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিল।

বিরয়াতে পৌল এবং সীল

10সেই রাত্রেই ভাইয়েরা পৌল ও সীলকে বিরয়াতে পাঠিয়ে দিল। সেখানে পৌঁছে তাঁরা ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গেলেন। 11থিসলনীকীর লোকদের থেকে এই লোকেরা আরো উদার মনোভাবাপন্ন ছিল। এরা আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শুনল। পৌল সীলের বক্তব্যের বিষয় সত্য কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগল। 12এর ফলে ইহুদীদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করল, এদের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক মহিলা ও বহু পুরুষও ছিলেন। 13থিষলনীকীর ইহুদীরা যখন শুনতে পেল যে পৌল বিরয়াতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করছেন, তখন তারা সেখানে এসে লোকদের খেপিয়ে তুলল। 14তখন সেখানকার ভাইরা তাড়াতাড়ি করে পৌলকে সমুদ্রতীরে পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু সীল ও তীমথিয় বিরয়াতে রয়ে গেলেন। 15পৌলকে সঙ্গে নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা আথীনী পর্যন্ত গেলেন। সীল ও তীমথিয়র উদ্দেশ্যে এক বার্তা নিয়ে ভাইরা বিরয়াতে ফিরে এলেন। বার্তাতে

বলা ছিল, "যত শিগ্‌গির সম্ভব তোমরা আমার কাছে চলে এস।"

আথীনীতে পৌল

16তীমথিয় ও সীলের জন্য পৌল যখন আথীনীতে অপেক্ষা করছিলেন, তখন সেই শহরের সব জায়গায় নানা দেব-দেবীর মূর্তি দেখে অন্তর-আত্মায় তিনি খুবই ব্যথিত হয়ে উঠলেন। 17তাই তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে ইহুদী ও ভক্ত গ্রীকদের সঙ্গে ও হাটে বাজারে লোকদের কাছে প্রতিদিন ধর্মালোচনা করতেন। 18ইপিকুরেয় ও স্তোয়িকীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে লাগল।

কেউ কেউ বলল, "এই সবজান্তা কি বলতে চায়?" আবার কেউ কেউ বলল, "এ দেখছি বিদেশী দেবতাদের বিষয়ে প্রচার করছে।" কারণ পৌল সুসমাচার এবং যীশু ও তাঁর পুনরুত্থানের বিষয় বলছিলেন। 19তারা পৌলকে আরেয়পাগের সভায় নিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি এই যে নতুন বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন, এটা কি? আমরা কি তা জানতে পারি? 20আপনি কিছু অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন, তাই আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় এসবের অর্থ কি?" 21আথীনীয় লোকেরা ও সেখানে বসবাসকারী বিদেশীরা সব সময় কেবল নিত্য-নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটাত।

22তখন পৌল আরেয়পাগের সভার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকলেন, "হে আথীনীয় লোকেরা, আপনারা দেখছি সমস্ত ব্যাপারেই খুব ধর্মপ্রবণ। 23কারণ আমি বেড়াতে বেড়াতে আপনারা যাদের আরাধনা করেন সেগুলি লক্ষ্য করতে করতে একটা বেদী দেখলাম, যার গায়ে লেখা আছে, 'অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে।' তাই যে অজানা দেবতার আপনারা আরাধনা করছেন তাঁকেই আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। 24ঈশ্বর, যিনি এই জগত ও তার মধ্যেকার সমস্ত কিছুর নির্মাণকর্তা, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, তিনি মানুষের হাতে তৈরী মন্দিরে বাস করেন না! 25মানুষের হাতের সেবা কার্য্যের প্রয়োজন তাঁর নেই। তাঁর তো কোন কিছুরই অভাব নেই। তিনিই সকলকে জীবন, শ্বাস ও যা কিছু প্রয়োজন তা দিচ্ছেন। 26শুরুতে ঈশ্বর একটি মানুষকে সৃষ্টি করে সেই একজন মানুষ থেকেই মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন; আর গোটা পৃথিবীটা তাদের বসবাসের জন্য দিয়েছেন। তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন কোথায় ও কখন তারা থাকবে। 27ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন মানুষ তাঁর অন্বেষণ করে। তাঁর খোঁজ করতে করতে তারা যেন শেষ পর্যন্ত তাঁর নাগাল পায়। অথচ তিনি আমাদের কারো কাছ থেকে তো দূরে নন :

28'কারণ তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্ত্বা।'

আবার তোমাদের কোন কোন কবিও একথা বলেছেন:

'কারণ আমরা তাঁর সন্তান।'

29তাহলে আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান, তখন ঈশ্বরকে মানুষের শিল্পকলা বা কল্পনা অনুসারে সোনা, রূপো বা পাথরের তৈরী কোন মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা আমাদের উচিত নয়। 30মানুষের এই অজ্ঞতার সময়কে ঈশ্বর ক্ষমার চোখে দেখেছেন; কিন্তু এখন সব জায়গার সকল মানুষকে তিনি এর জন্য মন-ফেরাতে বলছেন। 31কারণ তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যে দিনে তিনি তাঁর নিরূপিত একজনকে দিয়ে সারা জগত সংসারের বিচার করবেন। এই বিষয়ে সকলে যেন বিশ্বাস করতে পারে এমন প্রমাণও তিনি দিয়েছেন; এই প্রমাণস্বরূপ তিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন!"

32মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের কথা শুনে তাদের মধ্যে কয়েকজন উপহাস করতে লাগল, কিন্তু অন্যেরা বলল, "আমরা এ বিষয়ে আর একদিন আপনার কাছ থেকে শুনব।" 33এরপর পৌল তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন। 34তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস করল ও পৌলের সঙ্গ নিল। এদের মধ্যে আরেয়পাগীয়ের* সভ্য দিয়নুষিয়, দামারী নামে এক মহিলা ও আরো কয়েকজন ছিলেন।

করিন্থে পৌল

18 এরপর পৌল আথীনী ছেড়ে করিন্থে এলেন। 2সেখানে আক্কিলা নামে এক ইহুদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তিনি ছিলেন পন্ত দেশের লোক। সম্প্রতি তিনি তাঁর স্ত্রী প্রিষ্কিল্লাকে নিয়ে ইতালী থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লৌদিয় সমস্ত ইহুদীকে রোম ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পৌল তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। 3তাঁরা তাঁবু নির্মাণ করতেন যেমন পৌলও করতেন। এইজন্য তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকলেন এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। 4প্রতি বিশ্রামবারে পৌল সমাজ-গৃহে ইহুদী ও গ্রীকদের সঙ্গে কথা বলতেন। পৌল চেষ্টা করতেন যেন এইসব লোকেরা যীশুতে বিশ্বাসী হয়।

5সীল ও তীমথিয় যখন মাকিদনিয়া থেকে করিন্থে এলেন, তখন পৌল সুসমাচার প্রচারের জন্য তাঁর সমস্ত সময় দিলেন। যীশুই যে ঈশ্বরের খ্রীষ্ট এই প্রমাণ তিনি ইহুদীদের দিচ্ছিলেন; 6কিন্তু ইহুদীরা পৌলের শিক্ষার বিরোধিতা করে তাঁকে গালাগাল দিতে লাগল। তখন তিনি তাঁর পোশাকের ধূলো ঝেড়ে তাদের বললেন, "তোমাদের যদি উদ্ধার না হয় তার জন্য তোমরা দায়ী। আমি দায়মুক্ত! এরপর আমি অইহুদীদের কাছে যাব!" 7পৌল সেখান থেকে চলে গিয়ে সমাজ-গৃহের পাশে তিতিয় যুষ্ট নামে এক ঈশ্বরভক্ত অইহুদীর বাড়িতে উঠলেন; ইনি সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। 8সমাজ-গৃহের পরিচালক ক্রীষ্প ও তাঁর পরিবারের সকলে প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী হল। করিন্থের আরো অনেকে পৌলের কথা শুনল, বিশ্বাস করল ও বাপ্তিস্ম নিল।

9এক রাত্রে এক দর্শনে প্রভু পৌলকে বললেন, "ভয় কোর না! কিন্তু কথা বলে যাও, চুপ করে থেকো না!

আরেয়পাগীয় আথীনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তারা ঠিক বিচারকের মতো ছিলেন।

10আমি তোমার সঙ্গে আছি; কেউ তোমার ক্ষতি করতে
পারবে না, কারণ এই শহরে আমার লোকেরা আছে।”
11তাই পৌল সেখানে থেকে দেড় বছর ধরে তাদের
ঈশ্বরের বাণী শিক্ষা দিলেন।

পৌলকে গাল্লিয়োর সামনে আনা হল

12গাল্লিয়ো যখন আখায়ার রাজ্যপাল ছিলেন, তখন
ইহুদীদের কিছু লোক জোট পাকিয়ে পৌলের বিরুদ্ধে
দাঁড়াল। তারা পৌলকে বিচারালয়ে নিয়ে হাজির করল।
13এই ইহুদীরা গাল্লিয়োকে বলল, “এই লোকটি আমাদের
বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্য এক পদ্ধতিতে ঈশ্বরের
উপাসনা করতে শিক্ষা দিচ্ছে!”
14পৌল সেই সময় যখন কিছু বলতে যাচ্ছেন, তখন
গাল্লিয়ো ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “হে ইহুদীরা শোন!
এ যদি কোন অপরাধ বা মারাত্মক রকম অন্যায় কোন
কাজ করত তবে তোমাদের কথা শোনা আমার পক্ষে
যুক্তিযুক্ত হত। 15কিন্তু তোমরা যখন কোন ব্যক্তির নাম,
তার বাণী বা তোমাদের বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে বিচারের
প্রশ্ন তুলছ, তখন তোমরাই এর বিচার কর, আমি ওসব
বিষয়ের বিচারকর্তা হতে চাই না!” 16এই বলে তিনি
তাদের সকলকে বিচারালয় থেকে যেতে বললেন।
17তখন তারা সমাজ-গৃহের পরিচালক সোস্থিনীকে
ধরে বিচারালয়ের সামনে প্রচণ্ড মারল; কিন্তু গাল্লিয়ো
সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

পৌলের আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন

18পৌল সেই শহরে আরো কিছুদিন থাকার পর
ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্র পথে সুরিয়ার
দিকে রওনা দিলেন। তাঁর সঙ্গে আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লাও
ছিল। এক মানত পূরণ করতে পৌল কিংক্রিয়াতে এসে
মাথা কামিয়ে ফেললেন। 19সেখান থেকে তাঁরা ইফিষে
পৌঁছালেন, প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলাকে সেখানে রেখে পৌল
সমাজ-গৃহে গেলেন; আর ইহুদীদের সঙ্গে শাস্ত্র
আলোচনা করতে লাগলেন। 20তারা সেখানে তাঁকে
আরো কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ করল বটে কিন্তু
তিনি তাতে রাজী হলেন না। 21সেখান থেকে যাবার
সময় তিনি তাদের বললেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি
আবার তোমাদের কাছে আসব।” এরপর তিনি ইফিষ
থেকে সমুদ্র যাত্রা করলেন।
22তিনি কৈসরিয়া শহরে পৌঁছালেন। এরপর
জেরুশালেমে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা
জানাবার পর পৌল সেখান থেকে আন্তিয়খিয়া শহরে
গেলেন। 23আন্তিয়খিয়ায় পৌল কিছু সময় থাকলেন,
তারপর আন্তিয়খিয়া ছেড়ে গালাতিয়া ও ফরুগিয়া
অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করে সেইসব স্থানের
অনুগামীদের অন্তরে নতুন শক্তি জাগিয়ে তুললেন।

ইফিষে ও আখায়াতে আপল্লো

24আপল্লো নামে একজন ইহুদী ইফিষে এলেন, ইনি
আলেক্সান্দ্রীয় নগরে জন্মেছিলেন। তিনি শিক্ষিত মানুষ
ছিলেন এবং শাস্ত্র খুব ভাল করে জানতেন। 25আপল্লো
প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি আত্মার
আবেগে কথা বলতেন এবং যীশুর বিষয়ে নির্ভুলভাবে
শিক্ষা দিতেন; কিন্তু তিনি কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের
বিষয়েই জানতেন। 26আপল্লো যখন সমাজ-গৃহে
নির্ভীকভাবে প্রচার করছিলেন, সেই সময় প্রিষ্কিল্লা ও
আক্কিলা তাঁর কথা শুনে তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে
গিয়ে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে আরো নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে
দিলেন। 27আপল্লো আখায়াতে যেতে চাইলে খ্রীষ্ট-
বিশ্বাসী ভাইরা তাঁকে সে বিষয়ে উৎসাহ দিলেন। তাঁরা
আখায়ার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের চিঠি লিখে দিলেন যেন
তাঁরা আপল্লোকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে
পৌঁছালে যারা অনুগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বাসী হয়েছিল,
আপল্লো তাদের অনেককে সাহায্য করলেন। 28তিনি
প্রকাশ্য বিতর্ক সভায় দৃঢ়তার সঙ্গে ইহুদীদের হারিয়ে
দিলেন এবং শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করলেন যে, যীশুই
হলেন সেই খ্রীষ্ট।

পৌল ইফিষে

19 আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন তখন পৌল সেই
অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ইফিষে এসে
পৌঁছালেন। সেখানে তিনি যোহন বাপ্তাইজকের
কয়েকজন অনুগামীর দেখা পেলেন। 2তিনি তাদের
বললেন, “তোমরা যখন বিশ্বাসী হও, তখন কি পবিত্র
আত্মা পেয়েছিলে?”
তারা তাঁকে বলল, “কই? পবিত্র আত্মা বলে যে
কিছু আছে, এমন কথা তো আমরা কখনও শুনিনি!”
3তিনি তাদের বললেন, “তবে তোমাদের কি ধরণের
বাপ্তিস্ম হয়েছিল?”
তারা বলল, “যোহন যে ধরণের বাপ্তিস্ম দিতেন।”
4পৌল বললেন, “যোহন মন-ফিরানোর জন্য
লোকদের বাপ্তাইজ করতেন। তিনি তাদের বলতেন,
তাঁর পরে যিনি আসছেন, তাঁর ওপর অর্থাৎ যীশুর
ওপর বিশ্বাস কর।”
5তারা একথা শুনে প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজ হল।
6এরপর পৌল তাদের ওপর হাত রাখলে, তাদের ওপর
পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। তারা নানা ভাষায় কথা
বলতে ও ভাববাণী বলতে শুরু করল। 7তারা মোট
বারো জন পুরুষ ছিল।
8এরপর পৌল সমাজ-গৃহে গেলেন, আর সেখানে
তিন মাস ধরে নির্ভীকভাবে কথা বললেন এবং যুক্তিসহ
ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন। 9কিন্তু তাদের
মধ্যে কয়েকজন তাঁর কথা মানতে চাইল না; তারা
প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের পথের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে লাগল।
তখন পৌল তাদের ছেড়ে চলে গেলেন, যীশুর
অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পরে প্রতিদিন তূরান্নের
ভাষণ কক্ষে পৌল তাদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করতে
লাগলেন। 10এইভাবে দু'বছর কেটে গেল, এর ফলে
এশিয়ায় যারা বাস করত, কি ইহুদী, কি গ্রীক, সকলেই
প্রভুর বাক্য শুনলেন।

শীভার সন্তানগণ

11ঈশ্বর পৌলের হাত দিয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনা
সম্পন্ন করলেন। 12এমন কি তাঁর স্পর্শ করা গামছা
অসুস্থ লোকদের গায়ে ছোঁয়ালে তাদের রোগ ভাল হয়ে
যেত, আর অশুচি আত্মারাও তাদের মধ্য থেকে বের
হয়ে যেত।
13-14সেই সময়ে কয়েকজন ইহুদী ওঝা ঘুরে বেড়াত,
যারা অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকদের ছাড়াতো। ইহুদী
মহাযাজক শীভার সাত ছেলেও এই কাজ করছিল।
এই ইহুদীরা লোকদের মধ্য থেকে অশুচি আত্মা তাড়াতে
প্রভু যীশুর নাম ব্যবহার করত। তারা বলত, "যে যীশুর
কথা পৌল প্রচার করছেন, সেই যীশুর নামে আমি
আদেশ করছি এর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও!"
15কিন্তু একবার অশুচি আত্মা সেই ইহুদীদের বলল,
"আমি যীশুকে জানি, পৌলকেও জানি, কিন্তু তোরা
আবার কে?"
16এরপর যার মধ্যে দিয়াবলের অশুচি আত্মা বাস
করছিল, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই শীভার ছেলেদের সবাইকে
ধরাশায়ী করল। এর ফলে সেই ইহুদীরা আহত ও
উলঙ্গ অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। 17ইহুদী ও
গ্রীক যারা ইফিষে থাকত, তারা সবাই এই ঘটনার
কথা জানতে পারল। এর ফলে তাদের সকলের মধ্যে
ত্রাসের সঞ্চার হল; আর প্রভুর নাম সমাদৃত হল।
লোকেরা যীশুর নামকে আরও উচ্চ সম্মান দিতে লাগল।
18অনেকে যারা বিশ্বাসী হল তারা নিজের নিজের
অপকর্মের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করল। 19আবার অনেকে
যারা যাদুক্রিয়া করত, তারা তাদের বইপত্র ও
সাজসরঞ্জাম এনে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দিল, গণনা
করলে দেখা গেল তার দাম ছিল পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য
মুদ্রা। 20এইভাবে প্রবলভাবে প্রভুর বাক্য প্রসার লাভ
করল এবং শক্তিশালী হতে লাগল; আর বহুলোক বিশ্বাস
করল।

পৌলের যাত্রা পরিকল্পনা

21এই ঘটনার পর পৌল ঠিক করলেন যে তিনি
মাকিদনিয়া ও আখায়া হয়ে জেরুশালেমে যাবেন। তিনি
বললেন, "সেখানে গিয়ে পরে আমি রোমেও যাব।"
22তিনি তাঁর দুজন সহকারীকে অর্থাৎ তীমথিয় ও
ইরাস্তকে মাকিদনিয়ায় পাঠালেন আর নিজে কিছু দিন
এশিয়ায় রয়ে গেলেন।

ইফিষে গোলমাল

23সেই সময় ইফিষে মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল।
ঈশ্বরের পথের বিষয়ই ছিল এই গণ্ডগোলের কারণ।
ঘটনাটা এইভাবে হল: 24দীমীত্রিয় নামে একজন স্বর্ণকার
দেবী দীয়ানার রূপোর মন্দির তৈরী করত আর
কারিগরদের অনেক কাজ জুগিয়ে দিত। 25সে তার
ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত অন্য সব কারিগরদের একত্র করে
সভায় বলল, "ভাইসব তোমরা জান এই কাজের দ্বারা
আমরা সকলে ভালই রোজগার করি। 26এও তো দেখতে
ও শুনতে পাচ্ছ কেবল এই ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত
এশিয়ায় এই পৌল বহুলোককে প্রভাবিত করেছে ও
এই বলে বেড়িয়েছে যে, মানুষের হাতে গড়া-দেবতারা
নাকি দেবতাই নয়। 27এতে আমাদের এই বৃত্তির যে
কেবল দুর্নাম হবে তাই নয়; কিন্তু মহাদেবী দীয়ানার
মন্দিরও লোকসমক্ষে তুচ্ছ হবে। আবার যাকে সমস্ত
এশিয়া এমন কি সারা জগত সংসার উপাসনা করে,
তিনিও তার বিপুল গরিমা হারাবেন।"
28এই কথা শুনে লোকেরা প্রচণ্ড রেগে গেল। তারা
চিৎকার করে বলতে লাগল, "ইফিষের দীয়ানাই মহান!"
29এতে সমস্ত শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সকলে
একসঙ্গে রঙ্গভূমির দিকে ছুটল; তারা তাদের সঙ্গে
টানতে টানতে নিয়ে চলল গায় ও আরিষ্টার্খ নামে দুজন
মাকিদনিয়ান লোককে, যাঁরা পৌলের সঙ্গী ছিলেন।
30তখন পৌল লোকদের কাছে যেতে চাইলে অনুগামীরা
তাঁকে বাধা দিল, যেতে দিল না। 31সেই প্রদেশের
কয়েকজন নেতা যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁরা পৌলের
কাছে লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন যেন তিনি
রঙ্গভূমিতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে না আনেন।
32এদিকে নানা লোকে নানা কথা বলে চিৎকার করছিল,
কারণ সভার মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গিয়েছিল,
অধিকাংশ লোক জানতই না কেন তারা সেখানে এসেছে।
33কয়েকজন ইহুদী আলেক্সান্দারকে সামনে ঠেলে দিল,
একেই জনতার কয়েকজন পরামর্শ দিচ্ছিল। তিনি
সকলকে ইশারায় চুপ করতে বললেন, ও তাদের কাছে
কিছু বলতে চাইলেন। 34কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল
যে তিনি একজন ইহুদী, তখন জোরে চিৎকার করতে
লাগল। দুঘণ্টা ধরে তারা শুধু এই বলে চেঁচিয়েই চলল,
"ইফিষের দীয়ানাই মহান!"
35শেষ পর্যন্ত শহরের করণিক জনতাকে শান্ত
করে বললেন, "হে ইফিষীয়রা বল দেখি, ইফিষীয়দের
শহর যে মহাদেবী দীয়ানার মন্দিরের তত্ত্বাবধান করে
এবং সেই মন্দিরের পবিত্র পাথর যে আকাশ থেকে
পড়েছিল তা কে না জানে? 36তাই এই কথা যখন
কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তখন তোমাদের
শান্ত হওয়া উচিত এবং অসংযত কোন কাজ করা
উচিত নয়। 37কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে
এনেছ, এরা তো মন্দির লুঠও করেনি বা আমাদের
দেবীর অপমানও করেনি। 38তাই যদি কারো বিরুদ্ধে
দীমীত্রিয় ও তার সম-ব্যবসায়ীদের কোন অভিযোগ
থাকে, তবে আদালত খোলা আছে, বিচারকেরাও
আছেন, তারা সেখানে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা
করুক!
39আর যদি অন্য কোন বিষয় অনুসন্ধানের থাকে
তবে তার বিচার আইনানুগ বিচার সভায় করা যেতে
পারে। 40কারণ এই ভয় আছে যে, আমাদের বিরুদ্ধে
অভিযোগ আসতে পারে যে এই গণ্ডগোলের কারণ
আমরাই; এই সভা ডাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ
আমরা দেখাতে পারব না।" 41এই বলে তিনি সভা
ভঙ্গ করলেন।

পৌলের মাকিদনিয়া ও গ্রীসে যাত্রা

20 সেই হাঙ্গামা থেমে যাবার পর পৌল যীশুর
অনুগামীদের ডেকে পাঠালেন, আর তাদের
সকলকে উৎসাহ দান করে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে
মাকিদনিয়ার অঞ্চলগুলিতে যাবার জন্য রওনা দিলেন।
2তিনি সেই অঞ্চল দিয়ে মাকিদনিয়ায় যেতে যেতে
বিভিন্ন জায়গায় খ্রীষ্টানুসারীদের অনেক কথা বলে
উৎসাহ দিলেন, শেষে গ্রীসে এসে পৌঁছালেন। 3সেখানে
তিনি তিন মাস থাকলেন। তিনি যখন সমুদ্রপথে সুরিয়া
যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে
এক চক্রান্ত করছে এই কথা জানতে পেরে তিনি
মাকিদনিয়া হয়ে সুরিয়া যাবেন বলে ঠিক করলেন। 4
কিছু কিছু লোক তার সঙ্গে যাচ্ছিল এরা হল বিরয়ার
পুর্হের ছেলে সোপাত্র, থিষলনীকিয় থেকে আগত
আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দর্বীর গায় ও তীমথিয় আর এশিয়ার
তুখিক ও ত্রফিম। 5এরা পৌলের আগেই রওনা দিয়ে
ত্রোয়াতে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।
6খামিরবিহীন রুটির পর্বের পর আমরা ফিলিপী থেকে
সমুদ্রপথে রওনা দিয়ে পাঁচ দিন পর ত্রোয়াতে তাদের
সঙ্গে যোগ দিলাম। সেখানে আমরা সাত দিন থাকলাম।

ত্রোয়াতে পৌলের শেষ যাত্রা

7রবিবার আমরা যখন আবার প্রভুর ভোজ গ্রহণ
করতে একত্রিত হলাম তখন পৌল পরের দিন সেখান
থেকে চলে যাবেন বলে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাদের সাথে
কথা বলতে থাকলেন। 8আমরা ওপরের যে ঘরে সমবেত
হয়েছিলাম সেখানে অনেক প্রদীপ ছিল। 9উতুখ নামে
এক যুবক সেই ঘরের জানালায় বসেছিল। পৌলের
দীর্ঘ বক্তৃতার সময় সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে গেল। তারপর
ঘুমের ঘোরে সে তিনতলা থেকে নীচে পড়ে গেল।
লোকেরা গিয়ে যখন তাকে তুলল, দেখা গেল সে মারা
গেছে। 10পৌল নিজেই নীচে নেমে গেলেন। তিনি তার
দেহের ওপরে নিজেকে রেখে, তাকে বুকে জড়িয়ে
ধরে বললেন, "তোমরা বিচলিত হয়ো না; কারণ দেখ
এর মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।" 11এরপর পৌল ওপরের
ঘরে গিয়ে রুটি ভাঙ্গলেন ও কিছু খাওয়া-দাওয়া করে
ভোর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, তারপর
তিনি তাদের কাছে থেকে রওনা দিলেন। 12বিশ্বাসীরা
সেই যুবককে জীবিত অবস্থায় তার বাড়ি নিয়ে যেতে
পেরে খুবই আশ্বস্ত হল।

ত্রোয়া থেকে মাইলেটাস যাত্রা

13আমরা সমুদ্রপথে আঃসে রওনা দিয়ে পৌলের
আগেই সেখানে পৌঁছালাম। ঠিক ছিল যে পৌল আঃসে
হাঁটা পথে যাবেন আর সেখানে আমরা তাকে জাহাজে
তুলে দেব। 14পরে আঃসে পৌলের সঙ্গে আমাদের
দেখা হল; আর তিনি জাহাজে আমাদের কাছে এলেন।
আমরা সকলে মিতুলীনী শহরে গেলাম। 15সেখান থেকে
পরের দিন জাহাজে করে খীয়ের দ্বীপের কাছে পৌঁছালাম।
দ্বিতীয় দিনে আমরা সামঃ দ্বীপ পার হয়ে তার পরদিন
মিলীতে গেলাম, 16কারণ পৌল আগেই ঠিক করেছিলেন
যে তিনি ইফিষে নামবেন না। তিনি এশিয়াতে বেশী
সময় থাকতে চাইলেন না, কারণ পঞ্চাশত্তমীর আগেই
জেরুশালেমে পৌঁছাবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

পৌল ইফিষে প্রাচীনদের সঙ্গে কথা বললেন

17মিলীতে এসে তিনি ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের
তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠালেন। 18তাঁরা
এলে পর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা জান আমি
এশিয়াতে থাকাকালীন প্রথম দিন থেকেই তোমাদের
সঙ্গে কিভাবে সমস্ত সময় কাটিয়েছি। 19ইহুদীরা আমার
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, আমাকে বড় সঙ্কটের মধ্য
দিয়ে যেতে হয়েছিল; কিন্তু তোমরা জান যে এসত্ত্বেও
আমি নম্রভাবে চোখের জলে সর্বদাই প্রভুর সেবা করে
গেছি। 20তোমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক, ইতস্তত না
করে তা সর্বদা তোমাদের কাছে বলেছি। এমন কি
বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষা দিয়েছি ও সুসমাচার প্রচার
করেছি। 21ইহুদী কি অইহুদী গ্রীক সকলের কাছেই বলেছি
যেন তারা মন-ফিরায়, ঈশ্বরের দিকে ফেরে ও প্রভু
যীশুকে বিশ্বাস করে। 22কিন্তু এখন আমাকে পবিত্র
আত্মার নির্দেশ মানতে হবে, তাই আমি জেরুশালেমে
যাচ্ছি। সেখানে আমার প্রতি কি কি ঘটবে তা আমি
জানি না। 23তবে পবিত্র আত্মার সতর্কবাণীর মধ্য দিয়ে
একথা জানি যে জেরুশালেমের প্রত্যেকটি শহরে আমার
জন্য দুঃখ-কষ্ট ও কারাবরণ অপেক্ষা করছে। 24আমি
মনে করি আমার কাছে আমার জীবনের কোন মূল্য
নেই। আমি মনে করি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হল প্রভু যীশুর কাছ থেকে যে কাজের ভার
পেয়েছি তাতে লক্ষ্য স্থির করে যেন শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে
পারি; সেই কাজ হল সকলের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের
বার্তা ও সুসমাচার নিয়ে যাওয়া।

25"এখন আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন; তোমাদের
মধ্যে যাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার জানিয়েছি
তাদের কেউই আমার মুখ আর দেখতে পাবে না।
26তাই আজ আমি তোমাদের কাছে একথা জোর দিয়ে
বলছি যে এসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে যারা উদ্ধার পাবে
না, ঈশ্বর তাদের বিষয়ে আমাকে দোষী করবেন না।
27আমি একথা বলতে পারি যে ঈশ্বর তোমাদের যা
কিছু জানাতে চেয়েছিলেন, সে সবই আমি তোমাদের
জানিয়েছি। 28নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো, আর
পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে যে পালের দেখাশোনার
ভার দিয়েছেন, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান কর,
কারণ এই মণ্ডলী তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে কিনেছেন।
29আমি জানি, আমি চলে গেলে ভয়ঙ্কর নেকড়েরা
তোমাদের মধ্যে আসবে, তারা ঈশ্বরের এই পালকে
ধ্বংস করতে চাইবে। 30এমনকি তোমাদের মধ্য থেকে
এমন সব লোক উঠবে যারা খ্রীষ্টানুসারীদের নিজেদের
অনুসারী করার জন্য উল্টোপাল্টা কথা বলবে। কিছু
কিছু খ্রীষ্টানুসারীদের তারা সত্য থেকে সরিয়ে নেবে।
31সাবধান ও সতর্ক থেকো! মনে রেখো তোমাদের

সঙ্গে আমি যে তিন বছর ছিলাম, সেইসময় তোমাদের জন্য চোখের জল ফেলে রাত-দিন সতর্ক করে অনেক চেতনা দিয়েছি।

32"এখন আমি তোমাদের ঈশ্বরের হাতে ও তাঁর অনুগ্রহের বার্তাতে সঁপে দিলাম, তা তোমাদের গড়ে তুলতে সমর্থ। ঈশ্বর তাঁর সমস্ত পবিত্র লোকদের যে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন, এই বার্তা তোমাদের সেই আশীর্বাদ দেবেন। 33আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম, তখন আমি কারোর কাছে অর্থ বা জামা কাপড় চাই নি। 34তোমরা ভালভাবেই জান যে আমার নিজের ও সঙ্গীদের অভাব দূর করতে আমি এই দুহাতে কাজ করেছি। 35আমি তোমাদের দেখিয়েছি কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করে অভাবীদের সাহায্য করতে হয়। প্রভু যীশুর কথা স্মরণ করাও উচিত, কারণ তিনি বলেছেন, 'গ্রহণ করার থেকে দান করা বেশী পুণ্যের।"'

36এই কথা বলার পর তিনি তাদের সকলের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন। 37-38এরপর সকলে খুব কান্নাকাটি করলেন ও পৌলের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুমু দিলেন। তাঁরা তাঁকে আর দেখতে পাবেন না, একথা শুনে বিশেষ দুঃখ করলেন। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিতে গেলেন।

পৌলের জেরুশালেম যাত্রা

21 ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সমুদ্র পথে সোজা কো দ্বীপে এলাম। পরদিন আমরা রোদঃ দ্বীপে গেলাম। রোদঃ থেকে পাতারায় চলে গেলাম। 2পাতারায় এমন একটি জাহাজ পেলাম যা পার হয়ে ফৈনীকিয়া অঞ্চলে যাবে। আমরা সেই জাহাজে চড়ে যাত্রা করলাম। 3পরে আমরা যাবার পথে কুপ্র দ্বীপের কাছে এলাম। আমাদের উত্তরদিকে দ্বীপটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু সেখানে আমরা জাহাজ ভেড়ালাম না। 4আমরা সুরিয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম, সোর শহরে জাহাজ থামানো হল, কারণ সেখানে জাহাজ থেকে কিছু মাল নামানোর ছিল। আমরা সেখানে কিছু খ্রীষ্টানুসারীর দেখা পেয়ে তাঁদের সঙ্গে সাতদিন কাটালাম। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁরা পৌলকে জেরুশালেম যেতে নিষেধ করলেন। 5কিন্তু সেখানে থাকার সময় শেষ হলে আমরা রওনা দিলাম এবং যাত্রাপথে এগিয়ে চললাম। সেখানকার খ্রীষ্টানুসারীরা সকলে নিজেদের পরিবার ও ছেলে-মেয়েদের সাথে করে নিয়ে এসে আমাদের বিদায় জানাতে শহরের বাইরে এলেন। সেখানে সমুদ্রতীরে আমরা হাটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। 6এরপর আমরা জাহাজে উঠলাম আর তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন। 7সোর থেকে যাত্রা করে আমরা তলিমায়িতে পৌঁছালাম। আর সেখানকার খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে একদিন থাকলাম । 8পরের দিন আমরা তলিমায়ি থেকে রওনা দিয়ে কৈসরিয়ায় এলাম। সেখানে সুসমাচার প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে উঠলাম। ইনি সেই সাতজন মনোনীত লোকদের মধ্যে একজন। আমরা সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকলাম। 9এই ফিলিপের চারটি কুমারী কন্যা ছিলেন, এরা ভাববাণী বলতে পারতেন। 10সেখানে বেশ কিছুদিন থাকার পর যিহুদিয়া থেকে আগাব নামে একজন ভাববাদী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। 11তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমর বন্ধনীটি নিয়ে নিজের হাত পা বেঁধে বললেন, "পবিত্র আত্মা এই কথা বলছেন, 'এই কোমর বন্ধনীটি যার তাকে জেরুশালেমের ইহুদীরা এইভাবে বেঁধে অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে।"'

12সেই কথা শুনে আমরা ও যীশুর অন্য অনুগামীরা পৌলকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি জেরুশালেমে না যান। 13পৌল এর জবাবে বললেন, "তোমরা এ কি করছ? তোমরা এভাবে কান্নাকাটি করে আমার হৃদয় কি ভেঙে দিচ্ছ না? খ্রীষ্টের নামের জন্য আমি জেরুশালেমে কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার জন্য যাব তাই নয়, আমি এমন কি মরতেও প্রস্তুত!"

14তাঁকে যখন আমরা জেরুশালেমে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারলাম না, তখন আর অনুরোধ না করে চুপ করে গেলাম আর বললাম, "প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

15এরপর আমরা প্রস্তুত হয়ে জেরুশালেমে রওনা দিলাম। 16কৈসরিয়া থেকে কয়েকজন অনুগামী (খ্রীষ্টানুসারী) আমাদের সঙ্গে চললেন। তারা ম্নাসোন নামে একজন লোকের বাড়িতে আমাদের তুললেন। ইনি ছিলেন কুপ্রের লোক, গোড়ায় যাঁরা খ্রীষ্টানুসারী হয়েছিলেন, ইনি তাদের অন্যতম। তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, যেন আমরা সেখানে থাকতে পারি।

যাকোবের সঙ্গে পৌলের সাক্ষাৎকার

17জেরুশালেমের বিশ্বাসীরা আমাদের দেখে বড়ই খুশী হলেন। 18পরদিন পৌল আমাদের নিয়ে যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মণ্ডলীর প্রাচীনেরা সেখানে ছিলেন। 19সেখানে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পৌল তাঁর কাজের মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বর যেসব কাজ করেছেন, তা বিস্তারিতভাবে জানালেন। 20এই কথা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা পৌলকে বললেন, "ভাই, আপনি তো জানেন, হাজার হাজার ইহুদী আজ খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে; কিন্তু তারা তাদের মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতে বড়ই উৎসাহী। 21তারা আপনার বিষয়ে এই কথা শুনেছে যে অইহুদীদের মধ্যে বাসকারী প্রবাসী ইহুদীদের আপনি নাকি মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে চলতে মানা করেন। আপনি তাদের ছেলেদের সুন্নত করা বা ইহুদী রীতিনীতি মেনে চলা নাকি নিষেধ করেন! 22আমরা কি করব? তারা নিশ্চয় শুনবে যে আপনি এখানে আছেন। 23তাই আমরা যা বলি আপনি তাই করুন। আমাদের মধ্যে চারজন লোকের একটা মানত আছে। 24আপনি তাদের সঙ্গে নিয়ে শুচিকরণের অনুষ্ঠানে যোগ দিন, এজন্য তাদের যা খরচ পড়ে আপনি তা দিয়ে দিন। আর তারা

যেন তাদের মাথা নেড়া করে; তাহলে সকলে জানবে যে আপনার বিষয়ে যে সব কথা ওরা শুনেছে, সে সব সত্য নয়, বরং আপনি নিজে মোশির বিধি-ব্যবস্থা যথারীতি পালন করেন। 25অইহুদীদের মধ্য থেকে যারা খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা লিখেছি যে:

'তারা যেন প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত, গলাটিপে মারা প্রাণীর মাংস না খায় ও যৌন পাপ থেকে দূরে থাকে।"'

26তখন পৌল সেই কয়েকজনকে নিয়ে তাদের সঙ্গে নিজেকে শুচি করলেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে শুচিকরণ অনুষ্ঠান কত দিনে সম্পূর্ণ হবে ও তাদের প্রত্যেকের জন্য কবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হবে তাও জানালেন।

27সাতদিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় এশিয়া দেশের কয়েকজন ইহুদী মন্দিরের মধ্যে পৌলকে দেখতে পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা বলে লোকদের উত্তেজিত করে তুলল; আর পৌলকে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 28"হে ইস্রায়েলীয়রা, এদিকে এগিয়ে এসে সাহায্য কর! এ সেই লোক, এই লোকই আমাদের জাতির বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছে, আমাদের বিধি-ব্যবস্থার বিপরীত শিক্ষা দিচ্ছে আর এই মন্দিরের বিরুদ্ধেও কথা বলছে। এই হল সেই লোক যে সর্বত্র এই শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখ মন্দিরের চত্বরে সে গ্রীকদের ঢুকিয়ে এ মন্দির অপবিত্র করেছে!" 29কারণ তারা এর আগে পৌলের সঙ্গে ইফিষের ত্রফিমকে শহরের মধ্যে দেখেছিল, মনে করেছিল পৌল তাঁকে মন্দিরের মধ্যে এনেছেন। ত্রফিম ছিলেন জাতিতে গ্রীক এবং ইফিষের লোক।

30সমগ্র জেরুশালেমে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল আর লোকেরা একসঙ্গে ছুটল। তারা পৌলকে ধরে টানতে টানতে মন্দির থেকে বের করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। 31লোকেরা পৌলকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। রোমান সেনাপতির কাছে খবর পৌঁছালো যে সারা জেরুশালেম শহরে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়েছে। 32তিনি তখনই সৈন্যদের ও তাদের কর্মকর্তাদের নিয়ে সেখানে ছুটে এলেন। ইহুদীরা যখন সেনাপতিকে ও তার সঙ্গে সৈন্যদের দেখল, তখন পৌলকে প্রহার করা বন্ধ করল। 33তখন সেনাপতি কাছে এসে পৌলকে গ্রেপ্তার করে ও তাঁকে দুটো শেকলে বাঁধতে হুকুম করলেন। এরপর সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে, এ কি দোষ করেছে?" 34তখন সেই ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ একরকম কথা বলল, আবার কেউ কেউ অন্য রকম কথা বলল। এই চেঁচামেচিতে তিনি কিছুই ঠিক করতে না পেরে পৌলকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে যাবার হুকুম করলেন। 35সমস্ত লোকেরা তাদের অনুসরণ করছিল। পৌল যখন সিঁড়ির কাছে এসেছেন, তখন জনতা এতই হিংস্র হয়ে উঠল যে সেনারা পৌলকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। 36কারণ জনতা চিৎকার করে বলছিল, "ওকে খতম কর!"

37তারা পৌলকে দুর্গের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে পৌল সেনাপতিকে বললেন, "আমি আপনাকে কি কিছু বলতে পারি?"

সেনাপতি বললেন, "তুমি দেখছি গ্রীক বলতে পার? 38তাহলে তুমি সেই মিশরীয় নও যে কিছু সময় পূর্বে বিদ্রোহী হয়েছিল ও চার হাজার সন্ত্রাসবাদীকে নিয়ে মরুপ্রান্তরে পালিয়েছিল?"

39তখন পৌল বললেন, "না, আমি একজন ইহুদী, কিলিকিয়ার তার্ষ নামে এক প্রসিদ্ধ শহরের বাসিন্দা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এই লোকদের কাছে আমায় কিছু বলতে দিন।"

40সেনাপতি অনুমতি দিলে পৌল সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে লোকদের শান্ত হবার জন্য হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। সবাই যখন চুপ করল তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় বলতে শুরু করলেন।

পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

22 পৌল বললেন, "ভায়েরা ও পিতৃতুল্য ব্যক্তিরা, এখন শুনুন আমি আপনাদের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি!" 2ইহুদীরা যখন পৌলকে ইহুদীদের প্রচলিত ইব্রীয় ভাষায় কথা বলতে শুনল, তারা শান্ত হল। তখন তিনি বললেন, 3"আমি একজন ইহুদী, আমি কিলিকিয়ার তার্ষের শহরে জন্মেছি; কিন্তু এই শহরে আমি বড় হয়ে উঠেছি। গমলীয়েলের* চরণে বসে আমি আমাদের পিতৃপুরুষদের দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষালাভ করেছি। আজ আপনারা সকলে যেমন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের সেবার জন্য উদ্যোগী ছিলাম। 4খ্রীষ্টের পথে যারা চলত তাদের আমি নির্যাতন করতাম, এমনকি কারো কারো মৃত্যু ঘটিয়েছিলাম। স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই আমি গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখতাম। 5মহাযাজক ও ইহুদী সমাজপতিরা সকলে এই কথার সত্যতা প্রমাণ দিতে পারেন। তাদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ইহুদী ভাইদের কাছে যাবার জন্য আমি দম্মেশকের পথে রওনা দিয়েছিলাম। যীশুর অনুগামী যারা সেখানে ছিল তাদের গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে আনবার জন্য গিয়েছিলাম, যেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

পৌল তাঁর মন-পরিবর্তন সম্পর্কে বললেন

6"আর এইরকম ঘটল, আমি চলতে চলতে দম্মেশকের কাছাকাছি এলে, দুপুর বেলা হঠাৎ আকাশ থেকে তীব্র আলোর ছটা আমার চারদিকে ছেয়ে গেল। 7আমি মাটিতে পড়ে গেলাম আর এক রব শুনলাম, 'শৌল, শৌল তুমি কেন আমায় নির্যাতন করছ?' 8আমি বললাম, 'প্রভু, আপনি কে?' তিনি আমায় বললেন, 'যাকে তুমি নির্যাতন করছ, আমি সেই নাসরতীয় যীশু।' 9যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা সেই আলো দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর রব তারা শুনতে পায় নি। 10আমি বললাম, 'প্রভু আমায় কি করতে হবে?' প্রভু আমায় বললেন, 'ওঠ,

গমলীয়েল ইনি ইহুদী ধার্মিক দলের এবং ফরীশীদের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক ছিলেন।

দম্মেশকে যাও। যে কাজের জন্য তোমাকে মনোনীত করা হয়েছে তা সেখানেই তোমাকে বলা হবে।' 11সেই তীব্র আলোর ঝলকে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম। তাই আমার সঙ্গীরা আমার হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে গেল।

12"সেখানে অননিয় নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতেন। সেখানকার ইহুদীদের মধ্যে তাঁর সুনাম ছিল। 13তিনি আমার কাছে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাই শৌল, তুমি দৃষ্টিশক্তি লাভ কর!' আর সেই মুহূর্তে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। 14তিনি বললেন, 'আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমায় বহুপূর্বেই মনোনীত করেছেন, যেন তুমি তাঁর পরিকল্পনা জানতে পার এবং সেই ধার্মিকজনকে দেখতে পাও ও তাঁর রব শুনতে পাও। 15তুমি যা দেখলে ও শুনলে সকল লোকের কাছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। 16এখন আর দেরী না কোরে ওঠ, বাপ্তিস্ম নাও আর তোমার পাপ ধুয়ে ফেল। উদ্ধার লাভের জন্য যীশুতে বিশ্বাস কর।'

17"পরে আমি জেরুশালেমে ফিরে এসে যখন মন্দিরের চত্বরে প্রার্থনা করছিলাম, সেই সময় এক দর্শন পেলাম। 18দর্শনে দেখলাম যীশু আমায় বলছেন, 'শিগ্‌গির ওঠ! এখুনি জেরুশালেম থেকে চলে যাও! কারণ আমার বিষয়ে তুমি যে সাক্ষ্য দিচ্ছ, তারা তা গ্রহণ করবে না।' 19আমি বললাম, 'প্রভু, তারা তো ভাল করেই জানে যে যারা তোমায় বিশ্বাস করে, তাদের গ্রেপ্তার করে মারধর করার জন্য আমি সমাজ-গৃহগুলিতে যেতাম। 20যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানের রক্তপাত হচ্ছিল, তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তার অনুমোদন করেছিলাম; আর যারা তাকে মারছিল তাদের পোশাক আগলাচ্ছিলাম।' 21তখন যীশু আমায় বললেন, 'এখন যাও; আমি তোমাকে বহুদূরে অইহুদীদের কাছে পাঠাচ্ছি।'"

22পৌল অইহুদীদের কাছে যাওয়ার কথা বললে লোকেরা তা আর শুনতে চাইল না। ইহুদীরা সকলে জোরে চিৎকার করে উঠল, "মার বেটাকে! একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও! এ বেঁচে থাকার অযোগ্য!" 23তারা যখন এভাবে চিৎকার করছে ও তাদের পোশাক খুলে ছুঁড়ে ফেলে বাতাসে ধূলো ওড়াচ্ছে, 24তখন সেই সেনাপতি পৌলকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে বললেন, "একে চাবুক মেরে দেখ এ কি বলে, লোকেরা কেন এর বিরুদ্ধে এমনি করে চিৎকার করছে।" 25সৈনিকরা যখন পৌলকে চাবুক মারার জন্য বাঁধছে তখন যে সেনাপতি সেখানে দাঁড়িয়েছিল পৌল তাকে বললেন, "একজন রোমান নাগরিকের বিচার করে তার কোন দোষ না পেলেও তাকে চাবুক মারা কি আইনসম্মত কাজ হবে?"

26এই কথা শুনে সেই সেনাপতি তার ওপরওয়ালার কাছে গিয়ে বলল, "আপনি জানেন আপনি কি করতে যাচ্ছেন? এ লোকটা তো একজন রোমান।"

27তখন সেই সেনাপতি পৌলের কাছে এসে বলল, "আমায় বল দেখি, তুমি কি রোমীয়?"

পৌল বললেন, "হ্যাঁ"।

28তখন সেই সেনাপতি বলল, "এই নাগরিকত্ব লাভ করতে আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে।"

পৌল বললেন, "কিন্তু আমি জন্মসূত্রেই রোমীয়।"

29যারা তাকে প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তারা এই কথা শুনে পিছিয়ে গেল। সেনাপতিও ভয় পেয়ে গেল যখন বুঝতে পারল যে পৌল একজন রোমান নাগরিক, আর সে তাকে বেঁধেছে।

পৌল ইহুদী নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন

30পরদিন ইহুদীরা কেন পৌলের ওপর দোষ দিচ্ছে তা জানবার জন্য রোমান সেনাপতি ইহুদীদের প্রধান যাজকদের ও মহাসভার সকল সভ্যকে জড় হতে হুকুম দিল; আর পৌলকে সেখানে তাদের মাঝে মুক্ত অবস্থায় হাজির করল।

23 পৌল মহাসভার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, "ভাইয়েরা, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমি আজ পর্যন্ত শুদ্ধ বিবেক অনুযায়ী জীবনযাপন করছি।" 2তখন মহাযাজক অননিয়, পৌলের কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের হুকুম দিলেন পৌলের মুখে চড় মেরে তার মুখ বন্ধ করে দিতে। 3তখন পৌল অননিয়কে বললেন, "হে চুনকাম করা প্রাচীর! স্বয়ং ঈশ্বর তোমায় আঘাত করবেন। আইনসঙ্গত ভাবে আমার বিচার করার জন্য তুমি এখানে বসেছ; আর আমাকে আঘাত করার হুকুম দিয়ে তুমি মোশির বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাচ্ছ।"

4যারা পৌলের আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল তারা তাঁকে বলল, "ঈশ্বরের মহাযাজকের সঙ্গে তুমি এইভাবে কথা বলতে পারো না। তুমি তাঁকে অপমান করছ!"

5পৌল বললেন, "ভাইরা, আমি বুঝতে পারি নি যে উনি মহাযাজক; কারণ এরকম লেখা আছে, 'তুমি সমাজের কোন নেতার বিরুদ্ধে কটু কথা বোল না।'"*

6পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে তাদের মধ্যে কিছু সভ্য সদ্দূকী ও কিছু সভ্য ফরীশী, তখন তিনি মহাসভার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ভাইরা আমি একজন ফরীশী! আর ফরীশীদেরই সন্তান। মৃতদের পুনরুত্থান হবে বলে আমার যে প্রত্যাশা আছে, তার জন্যই আমার এই বিচার হচ্ছে!"

7পৌলের কথা শুনে ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে বিরোধ বেধে গেল। আর সভা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। 8কারণ সদ্দূকীরা বলত পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, স্বর্গদূত বা আত্মা বলেও কিছু নেই; কিন্তু ফরীশীরা উভয়ই বিশ্বাস করত। 9চারদিকে বিরাট কোলাহল শুরু হয়ে গেল। ফরীশীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে খুব জোরালো তর্ক জুড়ে দিল, তারা বলল, "আমরা এর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না! হয়তো কোন আত্মা বা স্বর্গদূত দম্মেশকের পথে সত্যসত্যই তার সঙ্গে কথা বলেছেন!"

'তুমি ... না' যাত্রা 22:28

10এইভাবে গণ্ডগোল বাড়তে বাড়তে লড়াইয়ে
পরিণত হল। সেনাপতি ভয় পেয়ে গেলেন, যে তারা
হয়তো পৌলকে টেনে-হিঁচড়ে টুকরো টুকরো করে
ফেলবে; তাই তিনি হুকুম দিলেন যেন সৈন্যরা নেমে
গিয়ে ইহুদীদের মধ্য থেকে পৌলকে দুর্গে নিয়ে যায়।
11পরদিন রাত্রে প্রভু যীশু পৌলের কাছে এসে
দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "সাহস কর! কারণ তুমি
আমার বিষয়ে যেমন জেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি
রোমেও আমার কথা তোমাকে বলতে হবে!"
12পরের দিন সকালে ইহুদীরা জোট বেঁধে দিব্যি
করে বলল, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা অন্ন
জল মুখে তুলবে না। 13যারা এই চক্রান্ত করেছিল
তারা সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ জনের কিছু বেশী ছিল। 14সেই
ইহুদীরা প্রধান যাজক ও সমাজপতিদের কাছে গিয়ে
বলল, "আমরা শপথ করেছি যে, পৌলকে হত্যা না
করা পর্যন্ত আমরা অন্ন জল মুখে তুলব না! 15এখন
আপনারা মহাসভার সভ্যদের সঙ্গে সেনাপতির কাছে
আবেদন করুন, যেন তিনি আপনাদের কাছে পৌলকে
নামিয়ে আনেন, বলুন যে আপনারা তার কাছে আরো
কিছু প্রশ্ন করতে চান। সে এখানে আসার আগেই আমরা
তাকে হত্যা করার জন্য তৈরী রইলাম।"
16কিন্তু পৌলের এক ভাগ্নে এই চক্রান্তের কথা
জানতে পেরে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পৌলকে সব কথা
জানিয়ে দিল। 17পৌল তখন শতপতিদের একজনকে
কাছে ডেকে বললেন, "আপনি এই যুবককে সেনাপতির
কাছে নিয়ে যান, কারণ তাকে এর কিছু বলার আছে।"
18তাতে তিনি সেই যুবককে সেনাপতির কাছে নিয়ে
গিয়ে বললেন, "বন্দী পৌল আমায় এই যুবককে আপনার
কাছে নিয়ে আসতে বললেন, কারণ এ আপনাকে কিছু
বলতে চায়।"
19তখন সেনাপতি যুবকটির হাত ধরে এক পাশে
নিয়ে গিয়ে একান্তে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি
আমায় কি বলতে চাও বল।"
20সেই যুবক বলল, "ইহুদীরা পরামর্শ করে ঠিক
করেছে যে তারা পৌলকে আরও বিশদভাবে প্রশ্ন করার
মিথ্যা অজুহাত নিয়ে আপনার কাছে এসে অনুরোধ
করবে যেন আপনি পৌলকে কাল মহাসভার সামনে
হাজির করেন। 21কিন্তু আপনি তাদের কথায় বিশ্বাস
করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশ জনেরও বেশী
লোক পৌলকে হত্যা করার জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করে
আছে। তারা নিজেদের মধ্যে শপথ করেছে যে, পৌলকে
না মারা পর্যন্ত অন্ন জল মুখে তুলবে না। তারা কেবল
আপনার সম্মতির অপেক্ষায় আছে।"
22তখন সেনাপতি ঐ যুবককে এই বলে বিদায় দিলেন
যে, "সে যে তার সঙ্গে দেখা করেছে তা যেন কেউ না
জানতে পারে।"

পৌলকে কৈসরিয়ায় পাঠানো হল

23পরে তিনি দু'জন সেনাপতিকে কাছে ডেকে
বললেন, "দু'শো সৈনিককে রাত নটায় কৈসরিয়া যাবার
জন্য প্রস্তুত থাকতে বোল, এদের সঙ্গে দু'শো বর্শাধারী
ও সত্তর জন অশ্বারোহী সৈন্য নিও। 24পৌলের জন্যও
অশ্ব প্রস্তুত রেখো, তাতে করে তাকে রাজ্যপাল
ফীলিক্সের কাছে পৌঁছে দিও।" 25আর তিনি এরূপ
একটি পত্র লিখে সঙ্গে দিলেন:

26মহামহিম রাজ্যপাল ফীলিক্স সমীপেষু,
ক্লৌদিয় লুষিয়ের অভিবাদন গ্রহণ করুন।
27পৌল নামের লোকটিকে ইহুদীরা ধরে হত্যা
করতে উদ্যত হয়েছিল; কিন্তু আমি যখন জানতে
পারলাম যে সে রোমান নাগরিক তখন আমার
সৈন্যদের নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে আনলাম।
28এর বিরুদ্ধে যে কি অভিযোগ আছে তা জানার
জন্য আমি একে ইহুদীদের মহাসভার সামনে আনি।
29সেখানে আমি বুঝতে পারলাম যে ইহুদীদের বিধি-
ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওর উপর দোষারোপ
করা হচ্ছে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা কারাগারে
দেওয়ার মত এর কোন দোষ আমি পাই নি।
30এই লোকের বিরুদ্ধে হত্যার চক্রান্ত করা হচ্ছে,
একথা যখন আমাকে জানানো হল, তখন
তাড়াতাড়ি একে আমি আপনার কাছে পাঠালাম।
যারা এর উপর দোষারোপ করছে তাদেরও বলেছি,
তারা আপনার কাছে গিয়ে এর বিরুদ্ধে যা বলবার
বলবে।

31তখন সেনাপতির সেই আদেশ অনুসারে সেনারা
পৌলকে নিয়ে সেই রাতেই আন্তিপাত্রিতে গেল। 32পরদিন
তাঁর সঙ্গে কেবল অশ্বারোহী সৈন্যদের যাবার ব্যবস্থা
করে বাকী সৈন্যরা দুর্গে ফিরে এল। 33তারা কৈসরিয়ায়
পৌঁছে সেই পত্রখানি রাজ্যপালের হাতে দিয়ে পৌলকে
তাঁর কাছে হাজির করল। 34রাজ্যপাল পত্রখানি পড়ে
জিজ্ঞেস করলেন, "তার নিজের প্রদেশ কোনটি।" তিনি
জানতে পারলেন যে পৌল কিলিকিয়ার লোক, 35তখন
বললেন, "তোমার অভিযোগকারীরা এসে পৌঁছালে আমি
তোমার কথা শুনব।" এই কথা বলে তিনি পৌলকে
হেরোদের প্রাসাদে পাহারা দিয়ে রাখতে বললেন।

পৌলের বিরুদ্ধে ইহুদীদের অভিযোগ

24 পাঁচদিন পর মহাযাজক অননিয় ইহুদী সমাজের
কয়েকজন বৃদ্ধ নেতা ও উকিল তর্তুল্লকে সঙ্গে
নিয়ে সেখানে গেলেন; আর তারা পৌলের বিরুদ্ধে
রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। 2পৌলকে
ডেকে পাঠানো হল, তখন ফীলিক্সের সামনে তর্তুল্ল
সওয়াল শুরু করলেন, "মহামান্য ফীলিক্স! আপনার
জন্যই আমরা মহাশান্তিতে আছি; আপনার দূরদৃষ্টির
জন্য এই জাতির অনেক সংস্কার সাধন হয়েছে। 3একথা
আমরা সকলে সর্বত্র সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার
করছি। 4কিন্তু বেশী কথা বলে আমি আপনার মূল্যবান
সময় নষ্ট করতে চাই না। এইজন্য আপনাকে অনুরোধ
করছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই সামান্য
আবেদন শুনুন। দয়া করে ধৈর্য্য ধরুন। 5কারণ আমরা

দেখছি, এ লোকটাই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। জগতে যেখানে যত ইহুদী আছে এ তাদের মধ্যে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, এ নাসরতীয় দলের একজন নেতা। 6আর এ আমাদের মন্দিরও অশুচি করতে চেয়েছিল, তাই আমরা একে ধরে এনেছি। 8* আমরা কি বিষয়ে এর প্রতি দোষারোপ করছি তা আপনি নিজে একে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবেন।" 9সমবেত ইহুদীরাও এতে সায় দিয়ে বলল, "এ সবই সত্য।"

10রাজ্যপাল যখন পৌলকে বলার জন্য ইশারা করলেন, তখন পৌল বলতে শুরু করলেন, "রাজ্যপাল ফীলিক্স, আপনি অনেক বছর ধরে এই জাতির বিচার করছেন জেনে আমি আনন্দের সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। 11আপনি অনুসন্ধান করলে দেখবেন, আজ বারো দিনের বেশী হয়নি, আমি উপাসনা করার জন্য জেরুশালেমে গিয়েছিলাম। 12আর এই ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে আমাকে কারোর সঙ্গে ঝগড়া করতে বা সমাজ-গৃহে জনতাকে উত্তেজিত করতে দেখে নি। 13এরা আমার বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করছে তার কোন প্রমাণ আপনাকে দিতে পারবে না। 14কিন্তু আপনার কাছে আমি একথা স্বীকার করছি; আমি যীশুর পথের অনুসারী হয়ে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমার দোষারোপকারীরা বলছে যে সেই পথ ঠিক নয়। মোশির বিধি-ব্যবস্থায় যা কিছু লেখা আছে এবং ভাববাদীদের গ্রন্থে যা লেখা আছে আমি সে সবে বিশ্বাস করি। 15এদের মতো আমারও ঈশ্বরের ওপর প্রত্যাশা আছে যে ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়েরই পুনরুত্থান হবে। 16এইজন্য আমিও সর্বদা সেইভাবে চলি যাতে ঈশ্বর ও মানুষের সামনে নিজের বিবেককে শুদ্ধ রাখতে পারি।

17"অনেক বছর পর আমি আমার জাতির লোকদের জন্য ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এসেছিলাম এবং মন্দিরে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে গিয়েছিলাম। 18সেই সময় তারা আমাকে মন্দিরের মধ্যে শুচিশুদ্ধ অবস্থাতেই দেখেছিল। সেখানে তখন কোন ভিড় বা গণ্ডগোল হয় নি।

19এশিয়া থেকে কিছু ইহুদী সেখানে এসেছিল। আমার বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলার থাকলে আপনার কাছে এসে তারা আমার প্রতি দোষারোপ করতে পারত। 20অথবা যারা এখানে উপস্থিত আছে তারাই বলুক আমি যখন মহাসভার সামনে ছিলাম, তারা কি আমার কোন দোষ দেখতে পেয়েছে? 21না কেবল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে আমার বিশ্বাস ঘোষণা করেছি বলে আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে!"

22ফীলিক্স সেই পথের বিষয় ভালভাবেই জানতেন; তাই তিনি বিচার স্থগিত রাখলেন, আর বললেন, "প্রধান সেনাপতি লুষিয় এলে আমি এর বিচার নিষ্পত্তি করব।"

23তিনি সেনাপতিকে হুকুম দিলেন, যেন পৌলকে প্রহরারত অবস্থায় রাখা হয়; কিন্তু কিছু স্বাধীনতাও তাকে দিলেন, বললেন, 'এর কোন বন্ধু যদি এর দেখাশোনা করতে আসে তবে বারণ কোর না।'

ফীলিক্স ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পৌলের কথা

24এর কয়েকদিন পর ফীলিক্স তাঁর ইহুদী স্ত্রী দ্রুষিল্লাকে নিয়ে সেখানে এলে পৌলকে ডেকে পাঠালেন। ফীলিক্স পৌলের মুখে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের কথা শুনলেন। 25কিন্তু পৌল যখন তাকে ন্যায়পরায়ণতা, আত্ম-সংযম ও ভবিষ্যতের মহাবিচারের কথা শোনাচ্ছিলেন, তখন ফীলিক্স বেশ ভয় পেয়ে গেলেন, আর বললেন, "তুমি এখন যাও আমার আবার সুযোগ হলে তোমায় ডেকে পাঠাবো।" 26এই সময় তিনি আশা করছিলেন যে পৌল তাকে টাকা দেবেন, তাই তিনি বার বার পৌলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

27দু'বছর কেটে যাবার পর পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদে নিযুক্ত হলেন। আর ফীলিক্স ইহুদীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য পৌলকে বন্দী রেখে গেলেন।

পৌল কৈসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন

25 ফীষ্ট সেই প্রদেশে এলেন, এর তিনদিন পর তিনি কৈসরিয়া থেকে জেরুশালেমে গেলেন। 2সেখানে প্রধান যাজকরা ও ইহুদী সমাজপতিরা তাঁর কাছে এসে পৌলের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ জানাল। 3ফীষ্টের কাছে তারা এই আবেদন জানাল যেন তিনি পৌলকে জেরুশালেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তারা এই অনুগ্রহ দেখানোর অনুরোধ করেছিল কারণ তারা পথেই পৌলকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। 4কিন্তু ফীষ্ট বললেন, "না, পৌল কৈসরিয়ায় বন্দী হয়ে আছে এবং আমি শিগ্‌গির কৈসরিয়ায় যাব। 5তাই তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় আছে, তারা আমার সঙ্গে সেখানে চলুক। এই লোকটি যদি কিছু ভুল করে থাকে তবে তা সেখানেই পেশ করুক।"

6ফীষ্ট জেরুশালেমে প্রায় আট দশদিন থাকার পর কৈসরিয়ায় চলে গেলেন। পরের দিন তিনি বিচারালয়ে নিজের আসনে বসে পৌলকে সেখানে হাজির করতে হুকুম করলেন। 7পৌল সেখানে এলে জেরুশালেম থেকে যেসব ইহুদীরা এসেছিল তারা চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব জঘন্য অপরাধের কথা বলতে লাগল, যার কোন প্রমাণ তারা নিজেরাই দিতে পারল না। 8পৌল আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, "আমি ইহুদীদের বিধি-ব্যবস্থা বা মন্দির কিংবা কৈসরের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিনি।"

9কিন্তু ইহুদীদের কাছে সুনাম পাবার আশায় ফীষ্ট পৌলকে বললেন, "তুমি কি জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সামনে এসব বিষয়ে তোমার বিচার হয় তা চাও?"

10পৌল বললেন, "আমি কৈসরের বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এখানেই আমার বিচার হওয়া উচিত। আমি

পদ 6-8 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 6-8 যুক্ত করা হয়েছে: "আমরা তাঁকে আমাদের বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে বিচার করতাম। 7 কিন্তু প্রধান সেনাপতি লূয়িস আমাদের কাছ থেকে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেছে। 8 লূয়িস তার লোকদের আপনার কাছে এসে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে বলেছে।"

ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছুই করিনি, একথা আপনি ভালোভাবেই জানেন। 11আমি যদি কোন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হই ও মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য হই, তবে আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্য বলব না। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করছে, এসব যদি সত্য না হয় তবে এদের হাতে কেউ আমাকে তুলে দিতে পারবে না, কারণ আমি কৈসরের কাছে আপীল করছি!"

12তখন ফীষ্ট তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে কথা বললেন, পরে ফীষ্ট পৌলকে বললেন, "তুমি কৈসরের কাছে আপীল করেছ, তোমাকে কৈসরের কাছে পাঠানো হবে!"

রাজা আগ্রিপ্পর সামনে পৌল

13এর কিছু দিন পর রাজা আগ্রীপ্প ও বর্ণীকী কৈসরিয়ায় এসে ফীষ্টের সঙ্গে দেখা করলেন। 14তাঁরা সেখানে বেশ কিছু দিন থাকলেন। রাজার কাছে ফীষ্ট পৌলের বিষয় এইভাবে বললেন, "ফীলিক্স কোন একজন লোককে এখানে বন্দী করে রেখেছেন। 15আমি যখন জেরুশালেমে ছিলাম, সেই সময় ইহুদীদের প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা তার বিরুদ্ধে আবেদন করে বিচার ও শাস্তি চেয়েছিল। 16আমি তাদের বলেছিলাম যে, 'যার নামে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিযোগকারীদের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পাচ্ছে, ততক্ষণ কোন লোককে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমানদের নিয়ম নয়।' 17আর তারা আমার সঙ্গে এখানে এলে, আমি আর দেরী না করে, পরদিনই সেই বন্দীকে বিচারের জন্য আমার বিচারালয়ে আনাই। 18যখন তারা দাঁড়িয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে গেল তখন তার বিরুদ্ধে যে রকম দোষের কথা আমি অনুমান করেছিলাম, তার অভিযোগকারীরা সেই রকম কোন দোষই দেখাতে পারল না। 19তার সাথে তাদের ধর্মসম্বন্ধে এবং যীশু নামে এক ব্যক্তি যিনি মরেছিলেন কিন্তু যাকে পৌল জীবিত বলে প্রচার করত, সে সম্বন্ধে কিছু মতপার্থক্য ছিল। 20আমি বুঝে উঠতে পারলাম না যে এই ধরনের প্রশ্নগুলির উত্তর কিভাবে অনুসন্ধান করা হবে, তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে এই বিষয়ের বিচার হোক তাই চাও?' 21কিন্তু পৌল কৈসরের কাছে বিচার চেয়ে কারাগারে থাকার জন্য আপীল করায়, যতদিন না আমি তাকে কৈসরের কাছে পাঠাতে পারছি ততদিন কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়েছি।"

22আগ্রিপ্প বললেন, "হ্যাঁ, আমিও নিজে তার কথা শুনতে চেয়েছিলাম।"

ফীষ্ট বললেন, "বেশ, কালই শুনবেন।"

23পরদিন রাজা আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী খুব জাঁকজমকের সাথে এসে সভা ঘরে ঢুকলেন; তাঁদের সঙ্গে সেনাপতিরা ও শহরের গণ্যমান্য লোকেরাও ছিলেন। ফীষ্টের হুকুমে পৌলকে সেখানে নিয়ে আসা হল। 24তখন ফীষ্ট বললেন, "হে রাজা আগ্রিপ্প ও আমাদের সঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন তারা এই লোককে দেখছেন, যার বিরুদ্ধে এখানকার ও জেরুশালেমের সমস্ত ইহুদী সমাজ আমার কাছে চিৎকার করছে যে এই লোকের আর বেঁচে থাকা উচিৎ নয়। 25কিন্তু এর মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধই আমি পাই নি। এ যখন নিজে সম্রাটের কাছে আপীল করেছে, তখন আমি সেখানে একে পাঠাব বলে স্থির করেছি। 26কিন্তু সম্রাটের কাছে এর বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কি লিখব তা জানি না। সেইজন্য আমি আপনাদের সামনে, বিশেষ করে রাজা আগ্রিপ্পর সামনে একে হাজির করেছি, যেন একে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমি কিছু পাই যে সম্বন্ধে লিখতে পারি। 27কারণ বন্দীকে পাঠাবার সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ না দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না।"

রাজা আগ্রিপ্পর সামনে পৌল

26আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তোমার যা বলার আছে তা তোমাকে বলতে অনুমতি দেওয়া হল।"

তখন পৌল হাত প্রসারিত করে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে থাকলেন। 2তিনি বললেন, "হে রাজা আগ্রিপ্প, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছে, সে বিষয়ে আজ আপনার সামনে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। 3বিশেষ করে ইহুদীদের রীতি-নীতি ও নানা প্রশ্নের বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ, এইজন্য আপনার কাছে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি বড়ই আনন্দিত। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি ধৈর্য্য ধরে আমার কথা শুনুন।

4"তারা জানে যে শুরু থেকেই আমি এই জেরুশালেমে আমার স্বজাতির মধ্যেই জীবন কাটিয়েছি এবং আমি কিভাবে জীবন-যাপন করেছি। 5এই ইহুদীরা দীর্ঘদিন ধরে আমায় চেনে; আর তারা যদি ইচ্ছা করে তবে এ সাক্ষ্য দিতে পারে যে আমি একজন ফরীশীর মতোই জীবন-যাপন করেছি। ফরীশীরাই ইহুদী ধর্মের বিধি-ব্যবস্থা অন্যান্য দলের চেয়ে সুক্ষ্মভাবে পালন করে। 6আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সব পূর্ণ হবার প্রত্যাশায় আছি বলেই আজ আমার বিচার হচ্ছে। 7আমাদের বারো বংশ দিনরাত একাগ্রভাবে উপাসনা করতে করতে সেই প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশা করছে। আর হে রাজা আগ্রিপ্প, ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে প্রত্যাশা করার জন্যই ইহুদীরা আমার ওপর দোষারোপ করছে। 8ঈশ্বর মৃতদের পুনরুত্থিত করেন একথা কেন আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

9আমিও তো মনে করতাম যে নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা সম্ভব তা করাই আমার অবশ্য কর্তব্য; 10আর জেরুশালেমে আমি তাই করতাম। আমি প্রধান যাজকদের কাছ থেকে কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে বহু বিশ্বাসীকে কারাগারে বন্ধ করেছি আর তাদের মৃত্যুদণ্ডের সময় আমি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। 11সমস্ত সমাজ-গৃহে আমি প্রায়ই তাদের শাস্তি দিয়ে

জোর করে যীশুর নিন্দা করাবার চেষ্টা করতাম। তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ এতই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে বিদেশের শহরগুলিতে গিয়েও আমি তাদের নির্যাতন করতাম।

পৌল যীশুর দর্শন বিষয়ে বললেন

12"এই কারণেই একবার আমি প্রধান যাজকদের
কাছ থেকে ক্ষমতা ও হুকুমনামা নিয়ে দম্মেশকে
যাচ্ছিলাম। 13পথে একদিন দুপুরবেলায়, হে মহারাজ,
আমি দেখলাম সূর্যের চেয়েও এক উজ্জ্বল আলো আকাশ
থেকে আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে ছড়িয়ে
পড়ল। 14আমরা মাটিতে পড়ে গেলাম, আর এক রব
শুনতে পেলাম যা ইব্রীয় ভাষায় আমায় বলছে, 'শৌল,
শৌল, আমায় নির্যাতন করছ কেন? আমার বিরুদ্ধে
উঠে তুমি নিজেরই ক্ষতি করছ।' 15তখন আমি বললাম,
'প্রভু, আপনি কে?' প্রভু বললেন, 'আমি যীশু, যাঁকে
তুমি নির্যাতন করছ। 16তুমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে
দাঁড়াও! আমার সেবক হবার জন্যই আমি তোমাকে
মনোনীত করেছি। তুমি অন্যের কাছে আমার সাক্ষী
হবে। তুমি যে যে বিষয় আজ দেখলে ও ভবিষ্যতে যা
যা আমি তোমায় দেখাব, সে সব সকল লোকের কাছে
সাক্ষী দাও। এইজন্যই তোমার কাছে আজ আমি নিজে
দেখা দিয়েছি। 17তোমার আপন লোক ইহুদীদের হাত
থেকে তোমায় আমি রক্ষা করব। আর আমি তোমাকে
অইহুদীদের কাছে পাঠাচ্ছি। 18তুমি তাদের চোখ খুলে
দেবে যেন তারা সত্য দেখে ও অন্ধকার থেকে আলোতে
ফিরে আসে; আর শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে
ঈশ্বরের প্রতি ফিরলে তাদের সব পাপ ক্ষমা হবে।
আমার উপর বিশ্বাস করে যারা পবিত্র হয়েছে, তারা
তাদের সহভাগী হবে।"'

পৌল তাঁর কাজের সম্বন্ধে বললেন

19পৌল বলতে থাকলেন, "হে মহারাজ আগ্রিপ্প,
আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য হই নি। 20আমি
লোকদের বলতে শুরু করলাম যেন তারা মন-ফিরায়
ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে। আমি তাদের বললাম তারা
যেন ভাল কাজ করে প্রমাণ দেয় যে সত্যি করে মন-
ফিরিয়েছে। প্রথমে আমি এসব কথা দম্মেশকের
লোকদের কাছে প্রচার করলাম। পরে আমি এগুলি
জেরুশালেমে ও যিহূদিয়ার সর্বত্র এবং অইহুদীদের
কাছেও বললাম। 21এই জন্যই যখন আমি মন্দিরে
ছিলাম, ইহুদীরা সেখান থেকে আমাকে ধরে এনে হত্যা
করতে চেয়েছিল। 22কিন্তু আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের সাহায্য
আমার আছে। তাই এখানে ছোট ও বড় সকলের সামনে
দাঁড়িয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। মোশি ও ভাববাদীরা যা
ঘটবে বলে গেছেন, সেটা ছাড়া আমি আর অন্য কোন
কথা বলছি না। 23তাঁরা বলে গেছেন, খ্রীষ্টকে মৃত্যুভোগ
করতে হবে ও মৃতদের মধ্য থেকে তিনিই হবেন প্রথম
পুনরুত্থিত, ইহুদী কি অইহুদী সবার কাছে তিনিই
জ্যোতির বার্তা নিয়ে আসবেন।"

পৌল আগ্রিপ্পকে বোঝালেন

24পৌল যখন এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন
তখন ফীষ্ট চিৎকার করে বলে উঠলেন, "পৌল তুমি
পাগল! অত্যাধিক অধ্যয়নের ফলে তোমার মাথা খারাপ
হয়ে গেছে!"

25পৌল বললেন, "হে মহামান্য ফীষ্ট আমি পাগল
নই, বরং, আমি যা বলছি তা সত্য ও বোধগম্য।
26রাজা আগ্রিপ্প এবিষয়ে সবই জানেন। তার
সামনে আমি সাহসের সঙ্গে একথা বলছি। আমি
সুনিশ্চিত যে, এসব বিষয় তিনি শুনেছেন, কারণ
এসব এমন প্রকাশ্য স্থানে ঘটেছে যেন তা সকলে
দেখতে পায়। 27আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীরা যা
লিখে গেছেন তা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি
তা করেন।"

28তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "তুমি কি মনে
করছ, আমাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান করতে
পারবে?"

29পৌল বললেন, "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি অল্প
সময়ের মধ্যে হোক কি অধিক সময়ের মধ্যে হোক,
সেটা বড় কথা নয় কেবল আপনি নন, আজ যত লোক
আমার কথা শুনছেন তারা সকলেই যেন আমারই মত
হন–কেবল বন্দীত্বের শেকল ছাড়া!"

30তখন রাজা, রাজ্যপাল ও বর্ণীকী আর তাঁদের
সঙ্গে যারা বসেছিলেন সকলে উঠে পড়লেন। 31আর
অন্য জায়গায় গিয়ে পরস্পর আলোচনা করে বললেন,
"প্রাণদণ্ড বা কারাগারে দেবার মতো কোন অপরাধই
এই লোকটা করেনি।" 32আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, "এ
যদি কৈসরের কাছে আপীল না করত, তবে একে আমরা
মুক্তি দিতে পারতাম।"

রোমের পথে পৌলের যাত্রা

27 যখন ঠিক হল যে আমরা জাহাজে করে
ইতালিতে যাব, তখন পৌল ও অন্য কিছু বন্দীকে
রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি যুলিয়র হাতে তুলে
দেওয়া হল। 2আমরা আদ্রামুত্তীয় থেকে আসা একটি
জাহাজে উঠলাম; এই জাহাজটির এশিয়ার উপকূলের
বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল। থিষলনীকীয়
থেকে আরিষ্টার্খ নামে একজন মাকিদনিয়ান আমাদের
সঙ্গে ছিলেন। 3পরের দিন আমাদের জাহাজ সীদোনে
পৌঁছল। যুলিয় পৌলের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করলেন।
তিনি পৌলকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে
যাবার অনুমতি দিলেন। সেই বন্ধুরা পৌলের প্রয়োজনীয়
সামগ্রী যোগাতেন। 4সেখান থেকে আমরা জাহাজ খুলে
সীদোন শহর ছেড়ে চললাম। প্রতিকূল বাতাসের জন্য
কুপ্র দ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে চললাম; 5আর
কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়ার প্রদেশ ছেড়ে সমুদ্রপথে
লুকিয়া প্রদেশের মুরা বন্দরে এলাম। 6সেখানে
সেনাপতি ইতালিতে যাবার জন্য আলেকসান্দ্রীয়ায় এক
জাহাজ দেখতে পেয়ে আমাদেরকে সেই জাহাজে তুলে
দিলেন।

7বহুদিন ধরে আমরা খুব আস্তে আস্তে চললাম
এবং বহুকষ্টে ক্লীদে এসে পৌঁছালাম। বাতাসের কারণে
আমরা আর এগোতে পারলাম না, তাই সল্‌মোনী
বন্দরের উল্টোদিকে ক্রীতি দ্বীপের ধার ঘেঁসে চললাম।
8পরে বহুকষ্টে উপকূলের ধার ঘেঁষে চলতে চলতে লাসেয়া
শহরের কাছে 'সুন্দর' পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছালাম।

9এইভাবে বহু সময় নষ্ট হল, আর জলযাত্রা তখন
খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, এদিকে উপবাস পর্বের
সময়ও চলে গেল। তাই পৌল তাদের সাবধান করে
দিয়ে বললেন, 10"মহাশয়েরা, আমি দেখছি, এই যাত্রায়
অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি হবে, তা যে কেবল মালের বা
জাহাজের হবে তাই নয়, এমন কি আমাদের জীবনেরও
ক্ষতি হবে।" 11কিন্তু সেনাপতি পৌলের কথার চেয়ে
জাহাজের কাপ্তেন ও তার মালিকের কথার গুরুত্ব
দিলেন। 12সেই বন্দরটি শীতকাল কাটাবার পক্ষে উপযুক্ত
না হওয়াতে জাহাজের অধিকাংশ লোক একমত হলেন
যেন জাহাজ খুলে যাত্রা শুরু করা হয় যাতে কোন
রকমে ফৈনীকায় পৌঁছে সেখানে তারা শীতকালটা
কাটাতে পারে। সেই স্থানটি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম ও
উত্তর-পশ্চিম অভিমুখী ক্রীত দ্বীপের একটি বন্দর।

ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে জাহাজ

13আর যখন অনুকূল দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু
করল তখন তাদের মনে হল তারা যা চাইছিল তা
পেয়েছে; তাই তারা নোঙ্গর তুলে ক্রীতের ধার ঘেঁষে
চলতে শুরু করল। 14কিন্তু এর কিছু পরেই দ্বীপের ভেতর
থেকে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি ঝড় উঠল, এই ঝড়কে "ঈশান-
বায়ু" বলে। 15আমাদের জাহাজ সেই ঝড়ের মধ্যে পড়ল,
ঝড় কাটিয়ে যেতে পারল না। তাই আমরা আমাদের
জাহাজকে ভেসে যেতে দিলাম। 16কৌদা নামে এক
ছোট দ্বীপের আড়ালে চলার সময় জাহাজের সঙ্গে যে
ছোট ডিঙ্গিটা ছিল তা আমরা বহু কষ্টে টেনে তুলে
ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালাম। 17এটা তোলার পর
লোকেরা জাহাজটাকে মোটা দড়ি দিয়ে ভাল করে
বাঁধল। তারা ভয় করছিল যে জাহাজটি হয়তো সুর্ত্তীর
চোরা বালিতে গিয়ে পড়তে পারে, তাই তারা পাল
নামিয়ে নিয়ে জাহাজটাকে বাতাসের টানে চলতে দিল।
18ঝড়ের প্রকোপ বাড়তে থাকায়, পর দিন খালাসীরা
জাহাজের খোল থেকে ভারী ভারী মাল জলে ফেলে
দিতে লাগল। 19তৃতীয় দিনে তারা নিজেরাই হাতে
করে জাহাজের কিছু সাজ-সরঞ্জাম জলে ফেলে দিল।
20অনেক দিন যাবৎ যখন সূর্য কি নক্ষত্রগণের মুখ
দেখা গেল না, আর ঝড়ও প্রচণ্ড উত্তাল হতে থাকল,
শেষ পর্যন্ত আমাদের বাঁচার আশা রইল না।

21অনেক দিন ধরেই সকলে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ
করেছিল। তখন পৌল তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন,
"মহাশয়েরা, আমার কথা শুনে ক্রীতি থেকে জাহাজ
না ছাড়া আপনাদের উচিত ছিল, তাহলে আজকের
এই ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারতেন। 22কিন্তু এখনও আমি
বলছি সাহস করুন, একথা জানবেন আপনাদের কারোর
প্রাণহানি হবে না শুধু জাহাজটি হারাতে হবে। 23কারণ
আমি যে ঈশ্বরের উপাসনা করি সেই ঈশ্বরের এক
স্বর্গদূত গত রাতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 24'পৌল
ভয় পেও না! তোমাকে কৈসরের সামনে অবশ্যই দাঁড়াতে
হবে। ঈশ্বর তোমার জন্য এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,
তিনি তোমার সহযাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করবেন।' 25তাই
মহাশয়েরা, আপনারা সাহস করুন, কারণ ঈশ্বরের ওপর
আমার বিশ্বাস আছে যে আমাকে যা বলা হয়েছে ঠিক
সেরকমই ঘটবে। 26কিন্তু কোন দ্বীপে গিয়ে আমাদের
আছড়ে পড়তে হবে।"

27এইভাবে ঝড়ের মধ্যে চৌদ্দ রাত আদ্রিয়া সমুদ্রে
ইতস্ততঃ ভাসমান অবস্থায় থাকার পর মাঝ রাতে
নাবিকদের মনে হল যে জাহাজটি কোন ডাঙ্গার দিকে
এগিয়ে চলছে। 28সেখানে তারা জলের গভীরতা মাপলে
দেখা গেল তা একশো কুড়ি ফুট। এর কিছু পরে ফের
জল মাপলে, জলের গভীরতা নব্বুই ফুটে দাঁড়াল।
29তারা ভয় করতে লাগল যে জাহাজটি হয়তো কিনারে
পাথরের গায়ে ধাক্কা খাবে। তাই নাবিকেরা জাহাজের
পেছন দিক থেকে চারটি নোঙ্গর নামিয়ে দিল, প্রার্থনা
করল যেন শীঘ্র ভোর হয়। 30নাবিকদের মধ্যে কেউ
কেউ জাহাজ ছেড়ে পালাবার মতলব করল, তাই নোঙ্গর
ফেলার আছিলায় জাহাজের মধ্য থেকে ডিঙ্গি খানি নিচে
নামিয়ে দিল। 31কিন্তু পৌল সেনাপতি ও সৈন্যদের
উদ্দেশ্যে বললেন, "এই লোকেরা যদি জাহাজে না
থাকে তবে আপনারা রক্ষা পাবেন না।" 32তখন সৈন্যরা
ডিঙ্গির দড়ি কেটে দিল, আর তা জলে গিয়ে পড়ল।

33এরপর ভোর হয়ে এলে পৌল সকলকে কিছু খেয়ে
নেবার জন্য অনুরোধ করে বললেন, "আজ চৌদ্দ দিন
হল আপনারা অপেক্ষা করে আছেন, কিছু না খেয়ে
উপোস করে আছেন। 34আমি আপনাদের অনুরোধ
করছি কিছু খেয়ে নিন, বেঁচে থাকার জন্য এর প্রয়োজন
আছে, কারণ আপনাদের কারোর একগাছি চুলেরও ক্ষতি
হবে না।" 35এই কথা বলে পৌল রুটি নিয়ে তাদের
সকলের সামনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর তা ভেঙ্গে
খেতে শুরু করলেন। 36তখন সকলে উৎসাহ পেয়ে
খেতে শুরু করল। 37আমরা মোট দু'শ ছিয়াত্তর জন
লোক জাহাজে ছিলাম। 38সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলে
পর বাকী শস্য সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটি হাল্কা
করা হল।

জাহাজ ধ্বংস হল

39দিন হলে পর তারা সেই জায়গাটা চিনতে পারল
না; কিন্তু এমন এক খাড়ি দেখতে পেল যার বড় বালুতট
ছিল। তারা ঠিক করল যদি সম্ভব হয় তবে ঐ বালুতটের
ওপরে জাহাজটা তুলে দেবে। 40এই আশায় তারা নোঙ্গর
কেটে দিল আর তা সমুদ্রেই পড়ে রইল। এরপর হালের
বাঁধন খুলে দিয়ে বাতাসের সামনে পাল তুলে সেই
বেলাভূমি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। 41কিন্তু একটু
এগোতেই তারা বালিয়াড়িতে এসে ধাক্কা খেল,
জাহাজের সামনের দিকটা বালিতে বসে গিয়ে অচল

হয়ে পড়ল, ফলে ঢেউয়ের আঘাতে পিছনের দিকটা ভেঙ্গে যেতে লাগল। 42তখন সৈন্যরা বন্দীদের হত্যা করার জন্য ঠিক করল, পাছে তাদের কেউ সাঁতার কেটে পালায়। 43কিন্তু সেনাপতি পৌলকে বাঁচাবার আশায় তাদের এই কাজ করতে নিষেধ করলেন, হুকুম দিলেন যেন যারা সাঁতার জানে তারা ঝাঁপ দিয়ে আগে ডাঙ্গায় ওঠে। 44বাকী সকলে যেন জাহাজের ভাঙ্গা তক্তা বা কোন কিছু ধরে কিনারে যেতে চেষ্টা করে। এইভাবে সকলেই নিরাপদে তীরে এসে পৌঁছাল।

পৌল মিলিতা দ্বীপে

28 এইভাবে সকলে নিরাপদে তীরে পৌঁছে জানতে পারলাম যে আমরা মিলিতা দ্বীপে উঠেছি। 2সেখানকার লোকেরা আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। বৃষ্টি পড়ার দরুণ খুব ঠাণ্ডা হওয়ায় তারা আগুন জ্বেলে আমাদের সকলকে স্বাগত জানাল। 3পৌল এক বোঝা শুকনো কাঠ যোগাড় করে এনে আগুনের ওপর ফেলে দিলে আগুনের ঝল্কায় একটা বিষধর সাপ বেরিয়ে এসে পৌলের হাতে জড়িয়ে ধরল। 4তখন সেই দ্বীপের লোকেরা তার হাতে সাপটাকে ঝুলতে দেখে বলাবলি করতে লাগল, "এ লোকটা নিশ্চয় খুনী, সমুদ্রে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচলেও ন্যায় একে বাঁচতে দিল না।" 5কিন্তু পৌল হাত ঝেড়ে সেই সাপটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, তার কোন ক্ষতি হল না। 6এই ব্যাপার দেখে তারা মনে করল হয় পৌলের শরীর ফুলে উঠবে, নয়তো তিনি হঠাৎ মারা যাবেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তার কিছুই ক্ষতি হল না দেখে তারা পৌল সম্বন্ধে তাদের মত বদল করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "ইনি নিশ্চয় দেবতা।"

7সেই জায়গার কাছেই দ্বীপের প্রধান কর্মকর্তা জমিদার পুব্লিয় থাকতেন। তিনি তাঁর বাড়িতে আমাদের সাদরে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করলেন আর তিন দিন ধরে আমাদের আতিথ্য করলেন। 8সেই সময় পুব্লিয়ের বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন। তিনি জ্বর ও আমাশা রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। পৌল তাঁকে দেখার জন্য ভেতরে গেলেন। এরপর তিনি প্রার্থনা করে তাঁর ওপর দুহাত রাখলে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। 9এই ঘটনার পর ঐ দ্বীপে অন্য যত রোগী ছিল তারা পৌলের কাছে এসে রোগ মুক্ত হল। 10-11ঐ দ্বীপের লোকেরা আমাদের অনেক উপহার দিয়ে সম্মান দেখাল, আমরা সেখানে তিন মাস থাকলাম আর আমাদের যাত্রা পথের জন্য যা যা প্রয়োজন সে সব জিনিস এনে তারা জাহাজে তুলে দিল।

পৌল রোমে গেলেন

তিন মাস পর আমরা আলেক্সান্দ্রীয় এক জাহাজে উঠে যাত্রা করলাম, সেই দ্বীপে শীতকাল এসে পড়ায় ঐ জাহাজটি নোঙ্গর করে রাখা ছিল। জাহাজটিতে "যমজ-দেবের" মূর্তি খোদাই করা ছিল। 12আমরা প্রথমে সুরাকূষে এলাম, সেখানে তিন দিন থাকলাম। 13সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা রীগিয়ে পৌঁছালাম। পরদিন দক্ষিনা বাতাস বইতে শুরু করলে আমরা জাহাজ ছাড়তে পারলাম, এবং দ্বিতীয় দিনে পূতিয়লীতে পৌঁছালাম। 14সেখানে আমরা কয়েকজন ভাইয়ের দেখা পেলাম। তাঁরা সেখানে সাতদিন থাকার জন্য আমাদের অনুরোধ করলেন। এইভাবে আমরা রোমে এসে পৌঁছলাম। 15রোমের ভাইয়েরা আমাদের কথা জানতে পেরে আপ্পিয়ের বাজার ও তিন-সরাই পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের দেখে পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন।

রোমে পৌল

16রোমে পৌল একা থাকার অনুমতি পেলেন; কিন্তু একজন সৈনিককে তাঁর প্রহরায় রাখা হল।

17তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের প্রধান প্রধান লোকদের এক সভায় আহ্বান করলেন। তারা সমবেত হলে, তিনি তাদের বললেন, "আমার ইহুদী ভাইয়েরা, যদিও আমি আমার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে বা আমাদের পিতৃপুরুষদের দেওয়া রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কিছুই করি নি, তবু জেরুশালেমের এক বন্দী হিসাবে আমাকে রোমানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। 18তারা আমার বিচার করে, আর মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ আমার মধ্যে না পেয়ে আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। 19কিন্তু স্থানীয় ইহুদীরা তার বিরোধিতা করায় আমি কৈসরের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম। আমি একথা বলছি না যে আমার স্বজাতির লোকেরা কোন অন্যায় করেছে। 20এই শৃঙ্খলে বন্দী আছি বলে আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি ইস্রায়েলের প্রত্যাশাতে বিশ্বাসী।"

21ইহুদী নেতারা পৌলকে বললেন, "যিহূদিয়া থেকে আমরা আপনার বিষয়ে কোন চিঠি পাই নি। ভাইয়েদের মধ্যে থেকেও কেউ এখানে এসে আপনার বিষয়ে খারাপ কোন খবর দেয় নি বা কথাও বলে নি। 22কিন্তু আপনার মত কি তা আপনার মুখ থেকেই আমরা শুনতে চাই, কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে লোকেরা সর্বত্র এর বিরুদ্ধে বলে থাকে।"

23পরে তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে তাঁর বাসায় এলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বললেন, বোঝালেন ও সাক্ষ্য দিলেন। মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের গ্রন্থগুলি থেকে তিনি যীশুর বিষয় তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

24তাঁর কথায় বেশ কিছু ইহুদী বিশ্বাস করল আবার অনেকে তা বিশ্বাস করল না। 25এইভাবে তাদের মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় তারা যে যার চলে যেতে শুরু করল। তাদের যাবার আগে পৌল তাদের এই কথাটি বলেছিলেন : "পবিত্র আত্মা ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে

আপনাদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে ভালই বলেছিলেন। যেমন:

26‘এই লোকদের কাছে যাও, আর তাদের বল,
তোমরা শুনবে আর শুনবে, কিন্তু তোমরা বুঝবে না।
তোমরা কেবল তাকিয়ে থাকবে কিন্তু দেখতে পাবে না।
27কারণ এই লোকেদের অন্তঃকরণ অসাড় হয়ে গেছে,
তাদের কান আছে বটে কিন্তু তারা শুনতে পায় না।
এই লোকেরা সত্যের প্রতি চোখ বুঁজে রয়েছে। এইসব ঘটেছে যেন লোকেরা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে না পায়,
তাদের কান দিয়ে শুনতে না পায় ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করে।
এইসব ঘটেছে যেন তারা আমার কাছে ফিরে না আসে,
পাছে আমি তাদের আরোগ্য দান করি।’ *যিশাইয় 6:9-10*

28“তাই ইহুদী ভাইয়েরা আপনারা জেনে রাখুন, ঈশ্বরের দেওয়া এই পরিত্রাণ অইহুদীদের কাছেও পাঠানো হল, আর তারা তা শুনবে!” 29 *

30পৌল তাঁর নিজের ভাড়া বাড়িতে পুরো দুই বৎসর থাকলেন; যতলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, তিনি তাদের সকলকে সাদরে গ্রহণ করতেন। 31তিনি সম্পূর্ণ সাহসের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতেন। তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং কেউ তাঁকে প্রচারে বাধা দিত না।

পদ 29 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 29 যুক্ত করা হয়েছে: “পৌল এই কথা বলার পর ইহুদীরা তাকে ছেড়ে চলে গেল এবং নিজেদের মধ্যে তর্ক করল।”

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html